সমাজ

নাটক

জ্যোতি বাচস্পতি

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণ

সন ১৩৫৫ সাল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

যাঁরা

হিন্দুর সংস্কৃতিতে

পূর্ণ আস্থাবান্ থেকেও

তার কদাচারকে উপেক্ষা করতে

দ্বিধা করেন নি—

সেই দুই মহাত্মা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ও

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

স্বর্গত আত্মার উদ্দেশ্যে

গ্রন্থকারের তর্পণ

আমার বক্তব্য

নাটক সাধারণতঃ লেখা হয় রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য, এবং লোকে তা পড়ার চেয়ে দেখেই উপভোগ করতে চায় বেশী। নাটক অবশ্য পাঠ্যও হ'তে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে নাটক-পাঠক এবং পাঠ্য নাটক এ দু'য়েরই সংখ্যা নিতান্ত কম। নাটক-পাঠকের অভাবেই সুপাঠ্য নাটক গ'ড়ে ওঠবার অবকাশ পায় না—কি, সুপাঠ্য নাটকের অভাবই পাঠককে নাটক থেকে দূরে সরিয়ে রাখে—তা গবেষণা-সাপেক্ষ। তবে এ কথা ঠিক, যে, সুপাঠ্য নাটক আমাদের দেশে কম।

আমার মনে হয় সেই নাটক প'ড়ে পাঠক তৃপ্তি পেতে পারেন, যাতে নাটকীয় চরিত্রের প্রত্যেক ভাব-ভঙ্গী, প্রত্যেক গতি-বিধি, কথা দিয়ে এমন-ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে, পাঠক তা ছবির মত চোখের সামনে দেখতে পান। অবশ্য, আমি বলতে চাইছি না যে, এ নাটকে তা আমি নিখুঁত-ভাবে করতে পেরেছি এবং এটা ঠিক পরোক্ষভাবে আমার নিজের জয়-ঢাক বাজাবার ইচ্ছাও নয়—তবে এইটুকু বলতে পারি যে, নাটকখানাকে সুপাঠ্য করবার চেষ্টা আমি করেছি।

নাটকের ভূমিকা লিখতে গেলে, তার দৃশ্য-অংশ অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ে তার যে রূপ ফুটে উঠেছে—এ সম্বন্ধেও একটু আলোচনা দরকার। এই নাটকের মঞ্চরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন শ্রীমান্ সতু সেন, তাঁর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন—কেন-না, তিনি বহু বৎসর ধ'রে পাশ্চাত্য-দেশের রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এখানেও তাঁর খ্যাতি কম নয়।

নাটকটিকে মঞ্চোপযোগী করবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে কাট-ছাঁট করেছেন—এই মুদ্রিত নাটকে আমি কিন্তু তার বেশীর ভাগই রেখে দিয়েছি। মঞ্চাভিনয়ে কাট-ছাঁটে যা বাদ পড়েছে—মূক-অভিনয়ে তার স্থান পূর্ণ করা যেতে পারে; কিন্তু, পড়বার সময় সেগুলি বাদ দিলে পাঠকের খাপছাড়া মনে হবেই।—সেইজন্যই পাঠ্য নাটক থেকে আমি তা বাদ দিতে পারিনি। বিশেষ ক'রে, একটা ব্যাপার হয়ত সকলের দৃষ্টি বেশী ক'রে আকর্ষণ করবে। আমার এই নাটকের নায়ক ধর্ম্মদাসের পরিকল্পনায় আমি তাঁর মুখে গোঁপ এবং হাতে গড়গড়া দিয়েছি। অর্থাৎ তাঁর গৃহ-সজ্জায় যেমন, আকৃতি ও অভ্যাসেও তেমনি একটা রক্ষণশীলতার আভাস আমি দিতে চেয়েছি। মঞ্চরূপে কিন্তু গোঁপ এবং গড়গড়া দু'টিই পরিত্যক্ত হ'য়েছে। কেন, তা বলতে পারি না। আমার মনে হয়, এতে চরিত্রটির অঙ্গহানি করা হয়েছে। অবশ্য, পরিচালক এবং প্রযোজকগণের দর্শক-সাধারণের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান আমার চেয়ে ঢের বেশী—যদি দর্শকসাধারণ ইতি-মধ্যে গোঁপ-গড়গড়া-অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠে থাকেন, সে স্বতন্ত্র কথা।

এই নাটকের মঞ্চাভিনয় সমালোচকদের প্রায় সকলেরই প্রশংসা পেয়েছে—কিন্তু নাটক সম্বন্ধে মতভেদ খুব বেশী। কেউ বলেছেন অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর, কেউ বলেছেন মন্দ নয়, কেউ বলেছেন অতি উৎকৃষ্ট। পাঠক এর মধ্যে যে পক্ষে রায় দেবেন, তাই আমার শিরোধার্য্য। ইতি

নাট্যকার

প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকালিপি

ধর্ম্মদাস গাঙ্গুলি	...	...	শ্রীছবি বিশ্বাস
লতিকা দেবী	..	...	শ্রীমতী চারুবালা
অধীর চাটুজ্জ্যে	...	...	শ্রীঅনল বন্দ্যোপাধ্যায়
অক্ষয় ঘোষাল	...	...	শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়
ইন্‌স্পেক্টার কাঞ্জিলাল	...	...	শ্রীপশুপতি সামন্ত
মহীন্দ্র চাটুজ্জ্যে	...	...	শ্রীসিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়
ডাক্তার অধিকারী	...	...	শ্রীজিতেন গঙ্গোপাধ্যায়
খোকা	...	...	শ্রীমান্ নরেন বসু
ভগবতী চাটুজ্জ্যে	...	...	শ্রীজীবন চট্টোপাধ্যায়
নিতাই সরকার	...	...	শ্রীজীবন গোস্বামী
রেবতীমোহন লাহিড়ী	...	...	শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী
নবীন	...	..	শ্রীগিরিজা মিত্র
ম্যানেজারবাবু	...	...	শ্রীআদিত্য ঘোষ
মাধবী দেবী	...	...	শ্রীমতী ফিরোজাবালা
ভট্টাচার্য্য	...	...	শ্রীকুঞ্জ সেন
মাসীমা	...	...	শ্রীমতী কোহিনূরবালা
রতন	...	...	শ্রীঅমূল্য হালদার
নিস্তারিণী দেবী	...	...	শ্রীমতী কুসুমকুমারী
ভিখারী	...	...	শ্রীগণেশ অধিকারী
মিস্ত্রি	...	...	শ্রীমাণিক দত্ত

পরিচয়

পুরুষ

ধৰ্ম্মদাস গাঙ্গুলি	পুরাণপাড়ার জমিদার ও সমাজপতি
খোকা	ধৰ্ম্মদাস গাঙ্গুলির পুত্র
ভগবতী চাটুজ্জ্যে	পুরাণপাড়ার একজন সম্পন্ন গৃহস্থ
মহীন্দ্র চাটুজ্জ্যে	ভগবতী চাটুজ্জ্যের পুত্র
অধীর চাটুজ্জ্যে	কারামুক্ত সন্ত্রাসবাদী
ম্যানেজারবাবু	ধৰ্ম্মদাস গাঙ্গুলির এষ্টেটের ম্যানেজার
নিতাই সরকার	ঐ সরকার
নবীন	ধৰ্ম্মদাস গাঙ্গুলির খাস ভৃত্য
রতন	ঐ ভৃত্য
রেবতীমোহন লাহিড়ী	পুরাণপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের এসিষ্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টার
অক্ষয় ঘোষাল	পুরাণপাড়ার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
ডাক্তার অধিকারী	একজন এম্. বি ডাক্তার
ইন্‌স্পেক্টার কাঞ্জিলাল	একজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টার
ভট্টাচার্য্য	একজন পুরোহিত
একজন ভিখারী	
একজন মিস্ত্রি	

সমাজ

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য—একটি কক্ষ   সময়—পূর্ব্বাহ্ন

পুরাণপাড়া বাংলা দেশের একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামটি ব্রাহ্মণ-প্রধান, প্রায় তিন-চার শ' ঘর ব্রাহ্মণের বাস। এই গ্রামের জমিদার **ধর্ম্মদাস গাঙ্গুলির** বাড়ীর দোতালার একটি প্রকাণ্ড কক্ষ। কক্ষটিকে কক্ষ না ব'লে, হল-ঘর বলাই উচিত। কিন্তু, হল-ঘর বলতেও বাধা আছে। কক্ষটির পিছনটি উত্তর দিক, সেই উত্তর দিকের দেওয়ালে দু'টি দ্বার, দ্বারের পাল্লা দু'টি খোলা—সেই দ্বার দিয়ে বাইরে যাওয়া যায়। দেওয়ালের পূর্ব্বদিক ঘেঁসে আর একটি ছোট দরজা, তা দিয়ে জমিদারের কাছারি ঘরে যাওয়া যায়। বাইরে যাবার দরজাব পশ্চিম পাশ থেকে একটা কাঠের পার্টিশন ঘরের তিন পোয়া পর্য্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। পালিশ করা ঝক্‌ঝকে পার্টিশনটি ঘরটিকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। পশ্চিম ভাগটি অনেকটা বাঙালীর ড্রইংরুমের মত ক'রে সাজানো। তাতে কাউচ, কুশন চেয়ার, সোফা, মার্ব্বেলের গোল টেবিল, ইত্যাদি সবই আছে। আসবাবগুলি সাজানো বটে, কিন্তু তার মধ্যে যে খুব সঙ্গতি আছে, তা নয়। সেই সাজানো অংশটির পশ্চিম দিকের দেওয়ালে অন্দরে যাবার দরজা, তাতে মূল্যবান্ সাটিনের পরদা। পূব ভাগটিতে প্রায় অফিসের দরজার কাছাকাছি একটি তক্তপোষ পাতা। সেটি জমিদারের গদি। তাতে ঠিক সেকেলে গদির মতই জাজিম পাতা। গদির সামনে

কতকগুলি কাঠের এবং বেতের বেঞ্চি ও চেয়ার আছে। দেখলেই বোঝা যায় যে, জমিদার বাবু এইখানে ব'সে তাঁর বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা ও কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন। সামাজিক-ভাবে দেখা-সাক্ষাৎ বা বিষয়-কর্ম্ম নির্ব্বাহের স্থান এইটি। আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের স্থান পশ্চিম দিককার অংশটি।

সেদিন বেলা প্রায় ন'টার সময়—পূর্ব্ব দিকের অংশটিতে তক্তপোষের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে ব'সে **ধর্ম্মদাস গাঙ্গুলি** খাতাপত্র দেখছেন—ধর্ম্মদাস গাঙ্গুলির বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ স্থূলকায়, মুখে বড় গোঁপ, দাড়িকামানো, চোখ দু'টিও বড়—একটু গোলাকার, দেখলেই বোঝা যায় লোকটি সরল, তেজস্বী ও নির্ভীক। হুকুম করা এবং সে হুকুম পালিত হ'তে দেখা তাঁর অভ্যাস—তাঁর গায়ে একটা গেঞ্জি মাত্র। কাপড় একটা সাদাসিধে থান। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে **ম্যানেজার বাবু**। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি—শরীর কৃশ, মাথার মাঝে একটা টাকের আভাস। চেহারায় বিশেষত্ব নেই, চোখ দু'টি তীক্ষ্ণ।

ম্যানেজার। (একটা কাগজ চেঁচিয়ে পড়ছেন) "পুরাণপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য একজন এম্-এ পাশ হেড্‌মাষ্টার আবশ্যক। হিন্দুর সংস্কৃতিতে আস্থাবান্ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতানুসারে মাসিক একশত হইতে দেড়শত টাকা। বিনা ভাড়ায় স্বতন্ত্র বাসস্থান দেওয়া হইবে।"

ধর্ম্মদাস। (খাতা দেখতে দেখতে) ঐ হ'লেই হবে। মহীনের resignation accept ক'রে একটা চিঠি দিয়েছেন ত?

ম্যানেজার। আজ্ঞে হ্যাঁ।—বড়ই দুঃখের বিষয়—

ধর্ম্মদাস। হুঁ—

ম্যানেজার। ওরকম লোক পাওয়া কঠিন হবে।

ধর্ম্মদাস। দেখা যাক্।—এ মাস থেকে স্কুলের জন্য আরও দু'হাজার টাকা বেশী আমাদের তবিল থেকে দেবেন।

ম্যানেজার। কিন্তু, এবার নতুনগড়ের দিকে ভয়ানক অজন্মা—আদায়পত্র—

ধর্ম্মদাস। হোক্—অন্য খরচ কমান্। স্কুলের উন্নতির বাধা না হয়। লাইব্রেরী, ল্যাবরেটারি, এসব হওয়া চাইই (প্রস্থানোদ্যত ম্যানেজারকে) শুনুন ম্যানেজার বাবু—নতুনগড়ের অজন্মার খবর সত্যি কিনা খোঁজ নিয়েছেন?

ম্যানেজার। এখনো তা······

ধর্ম্মদাস। (বাধা দিয়া) থাক্···নায়েবকে চিঠি লিখে দিন্, আমি নিজে মহালে যাচ্ছি। যদি সত্যি হয়, তাহ'লে এ বছরের খাজনা মকুব। (ম্যানেজার চ'লে যাবার উপক্রম করতেই) হ্যাঁ, আর একটা কথা—যদি সত্যি হয়, তাহ'লে যাদের বিশেষ অভাব, তাদের বছরে শতকরা পাঁচ টাকা সুদে ধার দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে—যেন মহাজনের হাতে গিয়ে ভিটে-মাটি না যায়···

প্রবেশ **ভগবতী চাটুজ্জ্যে** ও **অক্ষয় ঘোষাল**।

ভগবতী চাটুজ্জ্যে লোকটি মোটাসোটা লম্বা-চওড়া, বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু মাথার চুল এখনো সব পাকেনি, দাঁতও অটুট। দেহ যে এখনো শক্ত ও শ্রম-পটু, তা দেখলেই বোঝা যায়। মুখ গোলাকার, গোঁপ-দাড়ি কামান। বড় বড় গোল গোল চোখ এবং স্থূল ঠোঁট দেখলেই, লোকটি যে ভাবপ্রবণ এবং অতিরিক্ত চিন্তাশীলতার বালাই যে তাঁর নেই, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাঁর গায়ে বেনিয়ান, একখানা পাটকরা মটকার চাদর কাঁধে ফেলা। **অক্ষয় ঘোষাল** এঁর ঠিক বিপরীত। শীর্ণ ক্ষয়াটে চেহারা —দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে কোন দিকেই তার আতিশয্যের দাবী নেই। বয়স তেত্রিশ-চৌত্রিশ হ'লেও দেখায় চল্লিশের উপর। চুলের কোন যত্ন নেই। গোঁপ আছে বটে, কিন্তু তার বিশেষ বাড় নেই। সাত-আট দিনের দাড়ি গালে খোঁচা-খোঁচা হ'য়ে

রয়েছে। গায়ে জামা নেই—একটা আধ-ময়লা পাতলা চাদর গায়ে জড়ানো তার মধ্য দিয়ে বুকের ও পাঁজরার হাড় দেখা যাচ্ছে। মুখটি ছুঁচলো, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন চুমকুড়ি দিতে যাচ্ছে। চোখের ভাবে মনে হয়, পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিষই তার কাছে একটা রহস্যময় কিছু। **ভগবতী** দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন, **অক্ষয়ের** গতির মধ্যে একটা সঙ্কোচ ও দ্বিধার ভাব লক্ষিত হচ্ছিল।

ভগবতী। (ধর্ম্মদাসের কাছে এসে ব্যাকুলভাবে) গাঙুলি মশাই! দয়া করুন!

ধর্ম্মদাস। (ম্যানেজারের দিকে চেয়ে) আচ্ছা আজ এই পর্য্যন্ত।—বিজ্ঞাপনটা আজই দিয়ে দিন। (ম্যানেজার পিছনের দ্বার দিয়ে চ'লে গেলে, ভগবতীর দিকে চেয়ে) তারপর?…

ভগবতী। (ব্যাকুলভাবে) দয়া করুন গাঙুলি মশাই—আমার একটি মাত্র ছেলে—

ধর্ম্মদাস। (অক্ষয়ের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে) ঘোষাল কি বল?

অক্ষয়। (মাথা চুলকে)—আজ্ঞে—তা—তা—

ভগবতী। (ব্যাকুলভাবে) আপনি দয়ার সাগর—আমায় রক্ষা করুন।

ধর্ম্মদাস। (গম্ভীরভাবে) হুঁ—(তারপর অক্ষয়ের দিকে ফিরে) কই? ঘোষাল, তোমার মত কী বললে না?

অক্ষয়। (চিন্তা করবার ভান ক'রে) আজ্ঞে তা আপনি পারেন।

ধর্ম্মদাস। (অতিরিক্ত গম্ভীর ভাব দেখিয়ে) পারি?—কি পারি?—(অক্ষয়ের থতমত ভাব দেখে) অচলকে চালাতে পারি?—(ঈষৎ হেসে) দিনকে রাত করতে পারি?

ভগবতী। কিন্তু, আপনি না রাখলে, গাঙুলি মশাই—

ধর্ম্মদাস। (বাধা দিয়ে) থাক্—(তারপর অক্ষয়ের দিকে ফিরে) তুমি বলছিলে না ঘোষাল—আমি সব পারি?—তা কিন্তু পারি না। সত্যকে মিথ্যা ব'লে চালাতে আমার বাধে। (সহসা গম্ভীর হ'য়ে ভগবতীর দিকে ফিরে) আমায় মিছে অনুরোধ করবেন না, চাটুজ্জ্যে মশায়,—সব জিনিষের একটা সীমা আছে।

ভগবতী। আমার সাজানো সংসার ভেসে যাবে, গাঙুলি মশাই!

ধর্ম্মদাস। তা আমি কি করব?—আপনার কৃত কর্ম্ম—প্রায়শ্চিত্ত আপনাকেই করতে হবে—

ভগবতী। আপনি গ্রামের রাজা, সমাজের মাথা,—না-হয়, জরিমানা করুন।—হুকুম দিন—পাঁচশ, হাজার এখুনি হুজুরে ভেট দিচ্ছি—

ধর্ম্মদাস। (রাগে মুখ লাল হয়ে উঠল) কী! ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চান! ধর্ম্মদাস গাঙুলির!—আপনার পুত্র-পুত্রবধূ সমাজকে কলুষিত করবে—আমি টাকা নিয়ে তার লাইসেন্স দোব—?

ভগবতী। দোহাই ধর্ম্ম! আমি তা বলিনি।—ওই জরিমানার টাকায় কোন দাতব্য—

ধর্ম্মদাস। কলঙ্কের টাকা নিয়ে দাতব্য!—আপনার পুত্র বিধবার জারজ কন্যাকে বিবাহ করেছে, সে কথা গোপন রেখে তো একদফা সকলকে কলুষিত করেছেন—

ভগবতী। ছিঃ ছিঃ ও কথা বলবেন না।—নবীন মুখুজ্জ্যে বিধবাকে বিবাহ করেছিল—

ধর্ম্মদাস। বিয়ে?—বিধবাকে?—হ'তে পারে। কিন্তু, হিন্দুর সমাজ তাদের সন্তানকে জারজ ছাড়া কিছু বলে না।—যাক্—এ নিয়ে

আর আমি কথা কইতে চাই না। সমাজপতি হিসেবে আমার যা কর্ত্তব্য আমি করেছি। (উঠে দাঁড়ালেন)

ভগবতী। (কাতরভাবে) গ'ঙুলিমশাই!

ধর্ম্মদাস। আপনার পুত্রবধূকে ত্যাগ করুন—

ভগবতী। (ব্যাকুলভাবে) আমি ত রাজী আছি, গাঙুলিমশাই—কিন্তু, ছেলে সে কথা কানে তুলতে চায় না।

ধর্ম্মদাস। তাহ'লে দুজনকেই ত্যাগ করুন।

ভগবতী। মহীনকে! ত্যাগ!—সে আমার কী ছেলে, আপনারও অজানা নেই, গাঙুলি মশাই।

ধর্ম্মদাস। (গম্ভীর ভাবে) যা ভাল বোঝেন।

প্রবেশ **নবীন**। **নবীনের** গায়ে একটা ফতুয়া এবং কাঁধে একখানা ঝাড়ন। তার চৌকো মুখ, বড় জুলফি এবং গোঁপের আকার ও চোখের ভঙ্গী সব এক সঙ্গে মিলে তার মুখমণ্ডলে বুলডগের মত একটা ভাব এনে দিয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, বুলডগের প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা তার মধ্যে আছে। তার কাঁধে যদি ঝাড়ন না থাকত তাহ'লে বাইরের অজানা লোক ফট্ ক'রে তাকেই জমিদার ব'লে মনে ক'রতে পারত। সে যে কখনও হাসে অথবা লঘুভাবে কথা বলে, তা ভাবাও দুষ্কর।

নবীন। বাবু! খোকাবাবুকে নিয়ে আসব?

ধর্ম্মদাস। (নবীনকে) একটু পরে। (ভগবতীর দিকে ফিরে) সমাজকে পবিত্র রাখার জন্যে যা দরকার, সমাজ তা করবে। (নবীন চ'লে যেতে যেতে কথা শোনবার জন্য ফিরে দাঁড়াল—নবীনকে) মিনিট দশেক পরেই খোকাকে নিয়ে আসিস্—যা—।

[**নবীনের** প্রস্থান

ভগবতী। আপনারও একটি মাত্র সন্তান, গাঙুলি মশাই!

ধর্ম্মদাস। হ্যাঁ, একটি মাত্র। কিন্তু, সে জারজও নয় এবং সে জারজ মেয়েকে বিবাহও করেনি।

ভগবতী। (অক্ষয়ের ইঙ্গিতে অত্যন্ত কাতর হ'য়ে হাত-জোড় ক'রে) গাঙুলি মশাই!

ধর্ম্মদাস। (বাধা দিয়ে) থাক্।—(তারপর অক্ষয়ের দিকে ফিরে ঈষৎ হেসে) তারপর ঘোষাল! তোমার সব খবর বল শুনি।—তোমার ধলা গাইটার বাছুর হয়েছে নাকি? ক'সের ক'রে দুধ দিচ্ছে?

ভগবতী। (অক্ষয় একটু কাষ্ঠ-হাসি হেসে কী বলতে যাচ্ছিল—তার আগেই সহসা ঝেঁকে উঠে) এই আপনার দয়া-ধর্ম্ম! সতী-সাধ্বীকে তার স্বামীর কাছ থেকে তফাৎ করা! একমাত্র সন্তানকে—

ধর্ম্মদাস। (বিস্ময়-গম্ভীর দৃষ্টিতে ভগবতীর দিকে চেয়ে—তারপর বাধা দিয়ে) হুঁ।—আপনার যদি অন্য কিছু বক্তব্য না থাকে, চাটুজ্জ্যে মশাই, আপনি আসতে পারেন।

ভগবতী। হ্যাঁ যাচ্ছি! (যেতে যেতে) পিতৃপুরুষের ভিটের মায়া—প্রতিষ্ঠা করা রাধারমণ—যদি না থাকত, তাহ'লে আপনার এই গ্রামের আর সমাজের মুখে ঝাঁটা মেরে, মহীনের সঙ্গেই যেতুম! (অক্ষয়ের দিকে ফিরে) এই তোমার দয়ার সাগর ধর্ম্মদাস গাঙুলি! হুঁ—

[প্রস্থান

ধর্ম্মদাস। (খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থেকে) হুঁ—(তারপর নিজেকে সম্বরণ ক'রে অক্ষয়ের দিকে ফিরে) কই, বললে না ঘোষাল—ক'সের ক'রে দুধ দিচ্ছে?

অক্ষয়। (মুখে জোর ক'রে হাসি টেনে আনার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে) হ্যাঁ, দিচ্ছে! তা ঠিক মেপে দেখিনি—(তারপর সহসা) আমি কিন্তু চাটুজ্জ্যেকে ডেকে আনিনি বাবু! ওই আমাকে টেনে নিয়ে এলো! —ভারী বদ্ মুখ!

ধর্ম্মদাস। (হো হো ক'রে হেসে উঠে) সত্যি নাকি ঘোষাল? আমার কিন্তু মনে হয়, তুমিই ওকে নিয়ে এসেছ।

অক্ষয়। না, না,—সত্যি বলছি বাবু—মাইরি বলছি—না।—আপনি আমাকে স্নেঁহ করেন কিনা, তাই যত শালা এসে ধরে—

ধর্ম্মদাস। (কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে) ছিঃ ঘোষাল! তোমার মুখও তো কম বদ্ নয়!

প্রবেশ স্থানীয় স্কুলের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার **রেবতীমোহন লাহিড়ী**। গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ। বয়স সাতাশ আটাশ। চোখ দুটি বড় বড় মুখ দেখলেই বোঝা যায় লেখাপড়ার দিকে একটা অদম্য অনুরাগ আছে। গায়ে কোট—পায়ে অ্যালবার্ট শু।

ধর্ম্মদাস। আসুন মাষ্টার মশায়—বসুন। (ঘোষালকে) আচ্ছা ঘোষাল —এখন এসো!—কাল আসবার আগে ধলা কতখানি ক'রে দুধ দিচ্ছে মেপে এসো। হ্যাঁ, আর ছ্যাখো—যাকে-তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো না। বুঝলে?—(একটা টাকা বের ক'রে ঘোষালকে দিয়ে) এইটে বৌমার আশীর্ব্বাদী টাকা।

অক্ষয় কি বলতে যাচ্ছিল—**ধর্ম্মদাস** তাকে বাধা দিয়ে হাত নেড়ে চলে যাবার ইঙ্গিত করলেন। প্রস্থান **অক্ষয় ঘোষাল**

ধর্ম্মদাস। (রেবতীর দিকে চেয়ে) তারপর—মাষ্টার মশায়—কত টাকা চাই?

রেবতী। (একটু ইতস্ততঃ-ভাবে) আমি ঠিক তারই জন্য আসিনি!—

ধর্ম্মদাস। ওঃ!—তার জন্য নয়? আমার মনে হয়েছিল, হয়তো টাকা কম পড়বে—

রেবতী। আপনি থাকতে ভালো কাজে টাকার অভাব হবে না, তা আমরা জানি—কিন্তু—

ধর্ম্মদাস। বলুন, আর কি চাই।

রেবতী। (একটু ইতস্ততঃ ক'রে) আমি মহীন্দ্র বাবুর কথা বলতে এসেছিলুম।

ধর্ম্মদাস। (গম্ভীরভাবে) কিন্তু, মাপ করবেন, ও বিষয় নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করব না।

রেবতী। এ কাজে তিনিই আমাদের মাথা ছিলেন—তাঁর অভাবে—

ধর্ম্মদাস। কিছু ক্ষতি হবে?—হোক্।

রেবতী। এ সব তাঁরই পরিকল্পনা!—এই সাত আট মাসের মধ্যেই গ্রামের চেহারা বদলে গিয়েছে। কী অক্লান্ত কর্ম্মনিষ্ঠা তাঁর!

ধর্ম্মদাস। আমি সবই জানি।

রেবতী। গ্রামের বলুন, স্কুলের বলুন, যা কিছু উন্নতি—

ধর্ম্মদাস। এই উন্নতির সম্ভাবনা ছিল ব'লেই অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করিনি।

রেবতী। আমার মনে হয়, তাঁকে গ্রামে ধ'রে রাখায় তাঁর নিজের চেয়ে এ গ্রামের স্বার্থই বেশী।

ধর্ম্মদাস। আপনার মনে হয়?

রেবতী। এখানে প'ড়ে থাকায় তাঁর কী স্বার্থ?—অমন brilliant

scholar, অমন কর্ম্মশক্তি! যে কোন কলেজে অধ্যাপনার কাজে তাঁকে আদর ক'রে নেবে। কিন্তু গ্রামে তাঁর স্থান পূর্ণ করবে কে?

ধর্ম্মদাস। (শুষ্কস্বরে) ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গের স্থান পূর্ণ হবার সম্ভাবনা না থাকলেও, তাকে অনেক সময় ত্যাগ করতে হয়।

রেবতী। গ্রামের দুর্ভাগ্য!

ধর্ম্মদাস। দুর্ভাগ্য নিশ্চয়ই। নইলে মহীনের মত ছেলে—তার এমন বিপরীত বুদ্ধি হবে কেন?

রেবতী। এটা কি এতই গুরুতর অপরাধ?

ধর্ম্মদাস। আপনি কী বলতে চান?

রেবতী। (একটু দ্বিধার ভাবে) আমি বলছিলুম যে, বিধবা-বিবাহ তো ঠিক অশাস্ত্রীয় নয়, বিদ্যাসাগর মশায় পর্য্যন্ত—

ধর্ম্মদাস। থাক্—এসব ব্যাপারে আপনার আমার চেয়ে, এমন কি বিদ্যাসাগর মশায়ের চেয়েও যাঁরা বেশী জানতেন, তাঁদের আদেশই মাথা পেতে নিতে হবে।

রেবতী। আপনি কি বলেন, বিদ্যাসাগর মশায়—

ধর্ম্মদাস। তর্ক থাক্ রেবতী বাবু। এ তর্কের কথা নয়—

রেবতী। তা ছাড়া মহীন্দ্র বাবু নিজে তো বিধবা-বিবাহ করেননি—

ধর্ম্মদাস। বিধবা-বিবাহের ফলে যে কন্যা—তাকে বিবাহ করেছে। একই কথা।

রেবতী। (নিঃশ্বাস ফেলে) তাহ'লে তাঁকে গ্রাম ত্যাগ করতেই হবে!

ধর্ম্মদাস। তার ইচ্ছা হ'লে সে গ্রামে থাকতে পারে—

রেবতী। অপাংক্তেয় হ'য়ে? অপমান, হীনতা সহ্য ক'রে?

ধর্ম্মদাস। (শুষ্কস্বরে) যার কাজ, ফল তাকেই ভোগ করতে হয় মাষ্টার মশায়।

রেবতী। কিন্তু তার এই অপমানে কি গোটা গ্রামটা—সারা বাংলা দেশটা অপমানিত হচ্ছে না?

ধর্ম্মদাস। (ঈষৎ হেসে) আচ্ছা, মাষ্টার মশায়, ধরুন্—আপনার স্কুলের খুব ভাল একটি ছেলে—স্কুলের গৌরব—সে যদি দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করে, তাহ'লে কী করেন?

রেবতী। এ উপমা এখানে কি—

ধর্ম্মদাস। (গম্ভীরভাবে) সব জায়গাতেই অনুশাসনের প্রয়োজন আছে। সমাজকে যদি পবিত্র রাখতে হয়, এ ছাড়া উপায় নেই।

রেবতী। আমি পবিত্রতার কথাই বলছি।—যার জন্যে মহীন বাবুর উপর এই শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে—তা কি এতই গর্হিত যে—

ধর্ম্মদাস। (ঈষৎ উত্তেজনার সঙ্গে) সমাজের বিশুদ্ধি রক্ষার দিক দিয়ে খুবই গর্হিত। যে দ্বিচারিণীর সন্তানকে বিবাহ করে, সমাজে তার স্থান হওয়া উচিত নয়।

রেবতী। আপনি একটু strong term ব্যবহার করছেন—'দ্বিচারিণী'—

ধর্ম্মদাস। তার কারণ এর চেয়ে stronger term নেই। একনিষ্ঠতার ব্যতিক্রম কোন দিক দিয়েই সমর্থন-যোগ্য নয়।

রেবতী। তাহ'লে এ সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা—

ধর্ম্মদাস। হ্যাঁ, অসম্ভব। আপনি এ গ্রামের কেউ নন, তাই এই প্রস্তাব করছেন। এ গ্রামের—এ সমাজের সবাই জানে যে, বিশেষ বিবেচনা না ক'রে আমি কোন কাজ করি না। কাজেই পুনর্ব্বিবেচনার প্রশ্ন ওঠে না।

রেবতী। তবুও একটা কথা না ব'লে পারছি না যে, এই রকম কৃতীদের সমাজ থেকে বহিষ্কার ক'রে, সমাজ নিজেই দুর্ব্বল ও পঙ্গু হ'য়ে উঠছে।—আচ্ছা আসি—নমস্কার।

ধর্ম্মদাস। নমস্কার। (প্রস্থান রেবতী বাবু—খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে নিশ্বাস ফেলে) হুঁ—তাইত! এ তো ভাবিনি। নবীন—

প্রবেশ **নবীন**।

একবার ম্যানেজার বাবুকে খবর দে—

[প্রস্থান **নবীন** অফিস ঘরের দিকে

রেবতী বাবু বিদ্বান্।—কিন্তু—তাঁর আদর্শ—?

প্রবেশ **ম্যানেজার বাবু**

ম্যানেজার। ডাকছিলেন?

ধর্ম্মদাস। বিজ্ঞাপনটা পাঠিয়ে দিয়েছেন?

ম্যানেজার। আজ্ঞে না—এখনও—

ধর্ম্মদাস। একটু বদলাতে হবে। "হেডমাষ্টার" কথাটির পর "এবং একজন এম্-এ পাশ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার" এইটুকু জুড়ে দিতে হবে।

ম্যানেজার। (আশ্চর্য্যভাবে) রেবতী বাবুও কি—

ধর্ম্মদাস। না।—রেবতী বাবুকে তিন মাসের মাইনে আগাম দিয়ে একটা নোটিস্ পাঠিয়ে দিন্—কাল থেকে তাঁর স্কুলে যাবার প্রয়োজন নেই। সেকেণ্ড মাষ্টারকে চার্জ্জ বুঝিয়ে দিতে বলবেন।

ম্যানেজার। (একটু কেসে—ইতস্তত: ক'রে কি বলতে যাচ্ছিলেন)

ধর্ম্মদাস। (বাধা দিয়ে) রেবতী বাবু মাষ্টার হিসাবে ভালই। কিন্তু ছেলেদের ওপর নৈতিক প্রভাবটা সকলের আগে দেখা দরকার।

ম্যানেজার। তাহ'লে—

ধর্ম্মদাস। হ্যাঁ—নোটিস্, বিজ্ঞাপন অবিলম্বে পাঠিয়ে দিন।—আচ্ছা—

[প্রস্থান **ম্যানেজার**

নবীন!

প্রবেশ **নবীনের** সঙ্গে **খোকা**। **খোকার** সু-গৌর মুখ-কান্তির সঙ্গে চোখের একটা সরল ও শান্তিময় ভাব তার কমনীয়তাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। বয়স ৭।৮ বৎসর, কিন্তু মুখের ভাবে মনে হয় আরও ছোট। তার পরণের ব্রীচেজ্, রাইডিং কোট ও শু খুলে নিলে, যে কোন চিত্রকর তাকে দেবদূতের মডেল ব'লে নিতে আপত্তি করত না।

ধর্ম্মদাস। এসো খোকা।—পড়া হয়েছে?

খোকা। পড়তে ভাল লাগে না বাবা! মাষ্টার মোশাই কেবলই বলেন, মুকস্ত করো—মুকস্ত করো—

ধর্ম্মদাস। তুমি মুখস্থ কর না?

খোকা। মুকস্ত করি তো!···আবার ভুলে যাই যে! মাষ্টার মোশাই যা বলেন, মোট্টে মনে থাকে না। মা যা গপ্প বলেন, ঢের বেশী মনে থাকে।

ধর্ম্মদাস। (ঈষৎ হেসে) তাহ'লে এবার থেকে তোমার মা'র কাছেই পোড়ো!

খোকা। (একটু বিস্ময়ের ভাবে) সত্যি বাবা? (তার পর হাত-তালি দিয়ে) আমি মাকে বলিগে···

প্রবেশ **সাত্ত্বিকা**—ছিপছিপে একহারা গড়ন। বয়স সাতাশ-আটাশ। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। মুখে কমনীয়তা ও দৃঢ়তা দুয়েরই সমাবেশ দেখা যায়। কোন বৃথা গর্ব্ব বা অহঙ্কার নেই বটে, কিন্তু তার মধ্যে এমন একটা আভিজাত্য

আছে, যা লোককে দূরে রাখে। একটী লাল পেড়ে স্মার্ট সাড়ী সেকেলে ধরণে পরা। গলায় হার, হাতে চুড়ি, কানে দামী হীরের দুল। চোখের ও ঠোঁটের ভঙ্গীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট।

খোকা। (দৌড়ে লতিকার কাছে গিয়ে) মা! মা! বাবা বলছিলেন, এবার থেকে তোমার কাছে পড়তে।

লতিকা। (বিস্মিতভাবে ধর্ম্মদাসের দিকে চাইলেন—তার পর) আমার একটু কথা ছিল—

খোকা। (ধর্ম্মদাসকে আবদারের স্বরে) মাকে বলুন বাবা আমায় পড়াতে।

লতিকা। আচ্ছা, এখন খেলা করগে তো—সে হবে এখন। (নবীনকে) নবীন খোকাকে নিয়ে যাও তো।

খোকা। আমাকে কিন্তু ঠিক পড়াতে হবে মা!—নিশ্চয়! নিশ্চয়!

[নবীনের সঙ্গে প্রস্থান

লতিকা। (একটু ইতস্ততঃ ক'রে) চাড়ুজ্যে গিন্নী এসেছিলেন···

ধর্ম্মদাস। চাটুজ্যে কর্ত্তাও একটু আগে উঠে গেলেন।—কিন্তু, সে হবে না লতা!—মিছে সুপারিস ক'রে মুখ নষ্ট ক'রো না।

লতিকা। বৌটি কিন্তু চমৎকার! যেমন রূপ তেমনি গুণ—

ধর্ম্মদাস। খুব সম্ভব।—কিন্তু, তুমি তাদের হ'য়ে কেন বলতে এসেছ লতা? তুমি ত জান—আমি সব সহ্য করতে পারি, ভ্রষ্টাচার ক্ষমা করতে পারি না। হিন্দুর মহত্ত্ব—হিন্দুর গৌরব তার স্ত্রী-জাতির একনিষ্ঠতায়! যে স্ত্রীর হাতে তার মর্য্যাদা নষ্ট হয়—

লতিকা। কিন্তু, এতে ঐ নিরীহ বেচারীর নিজের তো কোন হাত ছিল না। মাধবী তো কোন দোষে দোষী নয়।

ধর্ম্মদাস। তার মস্ত দোষ এই যে, সে ভ্রষ্টা মা'র গর্ভে জন্মেছে!—এর মার্জ্জনা নেই।—যাক্—ও কথা যেতে দাও, লতা।

লতিকা। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়—এই কি ঠিক? এই অন্যায়—?

ধর্ম্মদাস। (ঈষৎ হেসে) আচ্ছা, বল শুনি তোমার ওকালতি!

লতিকা। না, সত্যি—ঠাট্টা নয়।—সমাজের এই একটা রীতি—এইটেই সবার ওপরে চলে যাবে? স্নেহের ভালবাসার কোনই দাম নেই?—মহীন চাড়ুজ্জ্যে মশায়ের উপযুক্ত ছেলে—মাধবীও গুণবতী—কিন্তু সে তো গেল বাইরের কথা।—আসল কথা হচ্ছে, দু'জনে দু'জনকে ভালবাসে।—সে এমন ভালবাসা যে, সকলে যদি ওদের ত্যাগ করে, তা'হলেও ওদের ছাড়াছাড়ি হবে না।

ধর্ম্মদাস। (ঈষৎ হেসে) অতএব, উকিলের ওকালতির ফলে এই রায় দেওয়া যেতে পারে যে, সকলে ওদের ত্যাগ করবে।

লতিকা। (হঠাৎ স্তম্ভিতভাবে ধর্ম্মদাসের দিকে চেয়ে) না, না, তুমি এত নিষ্ঠুর হ'তে পার না।

ধর্ম্মদাস। থাক্, লতা।—সমাজপতি হিসেবে যা করা উচিত, আমাকে করতেই হবে। সমাজের চোখে স্নেহ ভালবাসা দয়া-মায়ার সত্যিই কোন দাম নেই।

লতিকা।—কিন্তু—কিন্তু—ধর, তোমারই যদি এই রকম কোন ব্যাপার হ'ত।

ধর্ম্মদাস। (হেসে উঠে) আমি তো কোন অজ্ঞাত-কুলশীলাকে বিবাহ করিনি—যে, ও রকম কোন ব্যাপার হবে!

লতিকা। ধর, যদিই হ'ত।—যদিই আমার মহীনের স্ত্রীর মত—

ধর্ম্মদাস। ছিঃ লতা! এ কথা মুখে আনছ কী ক'রে?

লতিকা। তাহ'লে তুমি আমায় ত্যাগ করতে?—করতে পারতে?

ধর্ম্মদাস। যা সত্যি নয়, তা নিয়ে কেন মিছে মাথা খারাপ করছ লতা!

লতিকা। না, সত্যি ক'রে বল—তুমি আমায় ত্যাগ করতে পারতে?

ধর্ম্মদাস। (ঈষৎ হেসে) আজ এই তেরো বছর পরে, আমার ভালবাসা যাচাই ক'রে নিতে চাও? (উঠে লতিকার হাত ধ'রে এনে নিজের কাছে বসিয়ে) একটা অনুরোধ রাখা না রাখাতেই কি ভালবাসার পরীক্ষা হয়ে যায়?—তুমি কী মনে কর? তোমার এই অন্যায় অনুরোধ যদি না রাখতে পারি, তাহ'লেই তোমায় ভালবাসি না?—ছিঃ!

লতিকা। অনুরোধের কথা আমার মনে ছিল না।—কিন্তু, আমার সত্যিই জানতে ইচ্ছে করছে যে, আজ হঠাৎ যদি আমার এমন একটা খুঁত বেরিয়ে পড়ে, যা সত্যিই পাপ নয়, অথচ সমাজে নিন্দা হ'তে পারে—তাহ'লে, তুমি কি সত্যি সত্যিই আমাকে তোমার কাছ থেকে ছুড়ে ফেলে দেবে?—কোথাও একটুও বাধবে না?

ধর্ম্মদাস। (গম্ভীরভাবে) ত্যাখ লতা, সুন্দরী দেখে ঝোঁকের মাথায় তোমায় বিবাহ করিনি। তোমার মার টাকা ছিল না—কিন্তু তোমাদের বংশ-পরিচয় ছিল নিখুঁত। তোমার দিদিমার সঙ্গে আমার মা'র বাল্য-পরিচয় তোমারও অজানা নেই।

লতিকা। সবই জানি—তবু—

ধর্ম্মদাস। এর মধ্যে আর কি 'তবু' থাকতে পারে?—তোমার মাতামহের—জলানগরের হরি গোঁসাইএর কুল-গৌরব বাংলা দেশে সকলেই জানে—

লতিকা। যদি তা না হ'ত?—যদিই আমার কোন খুঁত থাকত—?

ধর্ম্মদাস। নাঃ!—তোমার সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে লতা—নইলে যা অসম্ভব, হ'তে পারে না, তা মনে আসবে কেন?

লতিকা। (নেমে ধর্ম্মদাসের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে দু'হাত ধর্ম্মদাসের জানুর উপর রেখে) না, সত্যি বল।—একেবারে বিনা দ্বিধায় আমাকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারবে?

ধর্ম্মদাস। (একটু তীক্ষ্ণ স্বরে) তোমার কী হয়েছে বলতো লতা?

লতিকা। না, তুমি আমাকে সত্যি বল।

ধর্ম্মদাস। সত্যি?—কি ক'রে বলব?—যা আমি কল্পনাও করতে পারি না, সে অবস্থায় কি করতুম কি ক'রে বলব?

লতিকা। তুমি কল্পনাও করতে পার না?

ধর্ম্মদাস। (উঠে দাঁড়িয়ে) নাঃ—এ নিয়ে আর পাগলামি করবার সময় নেই লতা! স্কুলের ব্যাপারে কতকগুলো জরুরী বন্দোবস্ত করতে হবে। (ঈষৎ হেসে) যাও, এখন স্নান টান ক'রে ঠাণ্ডা হওগে—যাও, লক্ষ্মীটি!

[প্রস্থান

লতিকা। (ভিতরের দ্বারের দিকে চেয়ে)—খোকন! খোকন!

নবীন ও **খোকার** প্রবেশ। **খোকার** হাতে একখানা ছেলেদের মাসিক পত্র

খোকা। (দৌড়ে লতিকার কাছে এসে) মা, এইবার পড়াও—এই বইএর ভাল ভাল গল্প।—আমি মুকস্ত কোরতে পারবো না—তা কিন্তু ব'লে দিচ্ছি।—গল্প কোরে কোরে পড়াতে হবে।

লতিকা। (খোকনকে কাছে টেনে এনে তার হাত থেকে বই নিয়ে)

আচ্ছা খোকন! (খোকা সপ্রশ্ন চোখে লতিকার দিকে চাইলে) কাশী তোমার ভাল লাগে?

খোকা। হুঁ—উ—খুব ভাল লাগে।—কাশীর রাবড়ী খুব ভাল। আর—

লতিকা। আর— ?

খোকা। —আর কড়াই-শুঁটি—আর—আর—বিশ্বেশ্বরের আরুতি—আর—আর—

লতিকা। আমরা যদি কাশী যাই?

খোকা। সে বেশ হবে মা!—কত রকমের খেলনা!—

লতিকা। উনি কিন্তু যাবেন না—

খোকা। কে? বাবা?—বাঃ—তা কি হয়! তাহ'লে সব জিনিষ কিনে দেবে কে? তোমার চেয়ে বাবাই তো বেশী কিনে দেন।

লতিকা। আমি যদি একলা যাই?—তুমি এখানে থাকতে পারবে?

খোকা। উঁহুঁ—তা হবে না।—তুমিও যাবে—বাবাও—আমিও (নবীনের দিকে হঠাৎ নজর পড়াতে) নবীনও যাবে—নৈলে আমাকে আরুতি দেখাবে কে?

লতিকা। (নবীনকে দেখে গম্ভীর হ'য়ে) আচ্ছা এইবার পড় (বইয়ের পাতা খুলে খোকার সামনে ধ'রে) পড় দেখি—

রতনের প্রবেশ। একে দেখলে তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি হয় যে, এ বড়লোকের বাড়ীর চাকর। নবীন যেমন গম্ভীর, এ তেমনি চটপটে। তার বিশ্বাস সে বুদ্ধিমান এবং বোঝে খুব বেশী

রতন। মা! (লতিকা রতনের দিকে চাইলেন) একজন বাবু এসেছেন —বলছেন—বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন।

লতিকা। কে বাবু?

রতন। চিনি না মা। নতুন লোক।

লতিকা। (নবীনকে) নবীন, এইখানে থাকো বাবা—বাবুটির তামাক টামাক যদি দিতে হয়। (রতনকে) যাও বাবুকে নিয়ে এসো। (উঠে খোকার হাত ধ'রে) চল খোকন, ভেতরে গিয়ে পড়বে চল।

[খোকা ও লতিকার প্রস্থান

নবীন সোফা চেয়ারগুলি ঝেড়ে ও তক্তপোষের চাদরটা ঠিক ক'রে দিলে

প্রবেশ রতন ও অধীর। অধীরের বয়স ত্রিশের কোঠাতেই—কিন্তু ঠিক কত, তা বোঝা মুস্কিল—ত্রিশও হ'তে পারে, আবার আটত্রিশ হওয়াও অসম্ভব নয়। লোকটিকে দেখলে কিন্তু দ্রষ্টার ধারণা হয় যে, একটি বস্তু বটে। কী থেকে এ ধারণা মনে আসে, তা বিশ্লেষণ ক'রে বোঝান যায়না। তার চোখ মুখ গড়ন ইত্যাদি কোনটারই যে বিশেষত্ব আছে, এমন নয়। সে-ক্ষেত্রে সে পাঁচজনের একজন। সে কুরূপও নয়, সুশ্রীও নয়। তার অঙ্গসৌষ্ঠব বা মুখশ্রী নিখুঁত ও নয়—একেবারে বেমানান বেয়াড়াও নয়। সে যদি নিশ্চুপ হ'য়ে ব'সে থাকে, তাহ'লে কেউ তার দিকে চেয়েও দেখবে না। কিন্তু, সে সামান্য একটা কথা উচ্চারণ করুক, অথবা হাত নাড়ুক বা মাথা সঞ্চালন করুক, অমনি তার দিকে চেয়ে দেখতেই হবে। তার সামান্য কথা বা অঙ্গভঙ্গীর মধ্যেও একটা অসাধারণ নির্ভীকতা—একটা বে-পরোয়া ভাব ফুটে বেরোয়। কথা বলবার সময় তার চোখের এমন একটা ভঙ্গী হয়, যাতে বোঝা কঠিন হয়ে ওঠে যে, সে যা বলছে, তা যথার্থ না ব্যঙ্গ উক্তি। অধীরের বেশভূষা সাধারণ। তার হাতে খবরের কাগজে মোড়া একটা বাণ্ডিল।

অধীর। (রতনকে বলতে বলতে আসছিল) তোমার নাম কি বললে? রতন?—রতন!—বেশ নাম! এ কি তোমার বাপ-মার দেওয়া

নাম?—না তোমার মনিবের দেওয়া?—তা যারই দেওয়া হোক্, নামটি বেশ!—রতন! র—ত আর দন্ত্যেন্ন—

রতন। (একটু অবাক হ'য়ে) বাবু—?

অধীর। র—ত আর দন্ত্যেন্ন—র-ত-ন—ছোট ছেলেতেও বানান করতে পারে।—এইটে তোমার বাবুর বসবার ঘর? বেশ ঘর!

নবীন। (এগিয়ে এসে) আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু এই ঘরে ব'সেই সবার সাথে কথাবাত্রা বলেন—তামাক দেব বাবু? (রতনকে) তুই যা রতন—

রতন চ'লে যেতে যেতে নিজের মাথা দেখিয়ে ইঙ্গিতে **নবীনকে** বুঝিয়ে দিলে 'বাবুর মাথা খারাপ'—**নবীন** ঘাড় নাড়লে

নবীন। (অধীরকে) তামাক দেব বাবু?

অধীর। (হাতের বাণ্ডিলটা সোফার ওপর ফেলে, একটা চেয়ারে বসেছিল, নবীনের কথা শুনে) না, ওপাট আমার নেই।—হ্যাঁ, তোমার বাবু জলানগরে বিয়ে করেছেন তো?—তোমার বাবুর স্ত্রী এখানে আছেন?

নবীন। মা?—আজ্ঞে আছেন বাবু।

অধীর। এইখানে? এই বাড়ীতে?

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ (অন্দরের দিকে দেখিয়ে) ভেতরেই আছেন—খোকাবাবুকে পড়াচ্ছেন।

অধীর। পড়াচ্ছেন?—খোকা বাবুকে?—তাহ'লে তিনি লেখাপড়া করেন এখনো! (উঠে অন্দরের দিকে অগ্রসর হ'য়ে) আচ্ছা চল—তাঁর সঙ্গেই দেখা করব।

নবীন। (অন্দরের পথ আগলে দাঁড়িয়ে) আজ্ঞে, মা'র হুকুম না পেলে—

অধীর। হুকুম ?—ওঃ—হুকুম ! (ফিরে এসে সোফায় ব'সে) তোমাদের এখানে কাগজ পেন্সিল আছে ?

নবীন। কাগজের প্যান্সিলের ভাবনা কিসের বাবু ?

অধীর। তাহ'লে নিয়ে এসো দিকি চট্ ক'রে খানিকটা কাগজ আর একটা পেন্সিল।—তামাক চাই না—চাই কাগজ পেন্সিল।

নবীন কাগজ পেন্সিল আনতে ভিতরে গেল। অধীর হঠাৎ তড়াক্ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে—ধর্ম্মদাসের বড় অয়েল পেন্টিংটার সামনে গিয়ে দেখতে লাগল। **নবীন** কাগজ পেন্সিল নিয়ে এসে **অধীরের** কাছে গেল—**অধীর** হাত বাড়িয়ে কাগজ পেন্সিল নিলে, চোখ তার ছবির দিকে

অধীর। (ছবির দিকে চোখ রেখেই) এ তোমার বাবুর ছবি ?

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।

অধীর। বেশ ছবি। (কাগজটা দেওয়ালের গায়ে রেখে পেন্সিল দিয়ে লিখতে লিখতে) ভাল ছবি ! (নবীনকে) তোমার বাবুর কি এখনও ঐ রকম গোঁপ আছে ?—না, কামিয়েছেন ?

নবীন। (বিস্মিত ভাবে) আজ্ঞে বাবু ?

অধীর। আমি জিজ্ঞাসা করছি, তোমার বাবু কি গোঁপ কামিয়েছেন ?

নবীন। গোঁপ ?—না বাবু !

অধীর। (লেখা শেষ ক'রে কাগজটা ভাঁজ করে)—আচ্ছা রতন !—না, না, রতন বুঝি সেই—তোমার নামটি কি ?

নবীন। আজ্ঞে—আমার নাম নবীন।

অধীর। নবীন ! বেশ নাম !—আচ্ছা নবীন, তোমার বাবুকে প্রথম দেখে কী মনে হয় বল দেখি ?

নবীন। তা কেমন ক'রে বলব বাবু!

অধীর। ওঃ—তুমি বুঝি তোমার বাবুকে প্রথম দেখনি!—এই কাগজটা বাবুর স্ত্রীকে দেবে (কাগজটা নবীনের হাতে দিলে)—বাবুর স্ত্রীর নাম ত লতিকা দেবী?

নবীন। (যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে) আজ্ঞে, তা জানি না বাবু।

অধীর। আচ্ছা, যাও—

[**নবীনের** প্রস্থান

অধীর ফিরে এসে সোফায় ব'সে কাগজ-মোড়া বাণ্ডিলটা কোলে তুলে নিলে—তারপর আবার কি মনে ক'রে, সেই বাণ্ডিলটা হাতে নিয়েই, অয়েল-পেণ্টিংটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো

ব্যস্তভাবে **লতিকার** প্রবেশ। তার হাতে অধীরের লেখা কাগজখানা। পিছনে **খোকা** ও **নবীন**।

লতিকা। (দ্রুতগতিতে অধীরের কাছে গিয়ে) অধীর-দা! তুমি! তোমায় ছেড়ে দিয়েছে!

অধীর। (ঘাড় না ফিরিয়েই) হ্যাঁ লতি! আমি! (তারপর ঘাড় ফিরিয়ে লতিকাকে দেখে) উঃ—তুমি যে মস্ত বড় হ'য়ে গেছ লতি! —চেনাই যায় না! সেই যে কাশীতে রতন-দা—

লতিকা। (অধীরের কথায় বাধা দিয়ে খোকার দিকে ফিরে) খোকন! ইনি তোমার মামাবাবু।—প্রণাম কর।

খোকা এসে অধীরকে প্রণাম করলে

লতিকা। নবীন, খোকাকে ভেতরে নিয়ে যাও তো বাবা।—তোমার বাবু যতক্ষণ না আসেন, আমি আছি। দরকার হ'লে, আমি রতনকে ডাকব।

[খোকা ও নবীনের প্রস্থান

অধীর। তোমার একজন চাকরের নামও রতন—না, লতি?—তুমি তো তার নাম ধ'রেই ডাক, দেখতে পাই।

লতিকা। (তীক্ষ্ণভাবে) অধীরদা! (হাতের কাগজ দেখিয়ে) তুমি এই চিঠি লিখেছ?—তোমার সঙ্গে যদি দেখা না করি, আমার বিপদ ঘটবে!—তুমি কি মনে কর!—ভয় না দেখালে দেখা করতুম না? (চিঠিখানা ছিঁড়তে লাগল)

অধীর। কী জানি!—এখন তো আর কাশীর সে লতি নেই—এখন পুরাণপাড়ার মস্ত জমীদারের ঘরণী!—(ছবি দেখিয়ে) এই ছবি তোমার স্বামীর লতি?

লতিকা। তুমি আমায় এত ছোট মনে কর অধীর-দা? (কুচি-কুচি কাগজগুলো দলা পাকিয়ে ফেলে দিলে)

অধীর। এই চোদ্দ বছর যাদের সঙ্গ করেছি লতি, তারা আমায় স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে—মানুষের মনের একটা মাত্র গতি আছে।—সেটা হচ্ছে নীচের দিকে।—কাশী থেকে সোজা চ'লে আসছি এইখানে, (হাতের বাণ্ডিল দেখিয়ে) গাড়ীতে এটাকেও বিশ্বাস ক'রে পাশে ফেলে রাখতে পারিনি—মাথার নীচে রেখে শুয়েছি।

লতিকা। এই ট্রেণে এলে?—তোমার জিনিষ-পত্তর—?

অধীর। জিনিষের মধ্যে আমার এই (বাণ্ডিল দেখিয়ে), পত্তর পকেটে

দু-চারটে থাকতে পারে। (একটু হেসে) আমি তো ঠিক দিগ্বিজয় ক'রে ফিরছি না লতি যে, হীরে, মুক্তো, অশ্ব-গজ-পদাতিক নিয়ে ফিরব। কালাপানির পারে চোদ্দ বছর রাজার সম্মানিত অতিথি হ'য়ে ছিলাম বটে—কিন্তু, রাজা যা উপহার দিয়ে বিদেয় দিয়েছেন—তা লোক-সমাজে দেখাবার নয়। (বাণ্ডিল দেখিয়ে) এর মধ্যে কি আছে জান লতি?—একটা ছেঁড়া কম্বল—দু'খানা কাপড়—একখানা জামা—আর একখানি তোয়ালে—ব্যস্!—যাক্ গে সে কথা।—তোমার জমিদার স্বামীর ছবি দেখছিলুম, লতি, আর রতন-দার সঙ্গে মেলাচ্ছিলুম! রতন-দার চেহারা তোমার মনে আছে, লতি?

লতিকা। (এতক্ষণ ডান হাতে আঁচলের একটা খুঁট নিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জ্জনীতে জড়াচ্ছিল—হঠাৎ আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল) অধীর-দা!

অধীর। নিশ্চয় ভোলনি!—সেই একহারা ছিপ্‌ছিপে গড়ন!—সেই খাঁড়ার মত নাক!—সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখে প্রতিভার ছাপ!—সেই ঢল-ঢলে ভাসা-ভাসা চোখে বুদ্ধির দীপ্তি!

লতিকা। (আর্ত্তস্বরে) থাক্—থাক্—অধীর-দা!—চুপ কর—

অধীর। জেলে যখন যাই, রতনদার একখানা ফটো সঙ্গে ছিল।—কেড়ে নিয়েছিল—চোদ্দ বছর পরে, বেরোবার সময়, দয়া ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছে।

লতিকা। চোদ্দ বছর!

অধীর। হয়েছিল যাবজ্জীবন। (হঠাৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লতিকাকে দেখে) সেটা অক্ষরে অক্ষরে যদি সত্যি হ'ত—তাহ'লে বেশ হ'ত লতি,

নয়? তোমার জীবনের সে ঘটনার একমাত্র সাক্ষী আমি!—যাবজ্জীবন বন্ধ থাকলে—তুমি নিষ্কণ্টক নিরুদ্বেগ থাকতে পারতে!—বেশ হ'ত!—নয়?

লতিকা। অধীর-দা, অধীর-দা! তুমি আমায় এত হীন ভেবেছ? তুমি জান না, অধীর-দা, তোমার ধরা পড়ার খবর যেদিন জলানগরে পৌঁছয়, আমি কত কেঁদেছিলুম!

অধীর। জানি না—কিন্তু কল্পনা করেছিলুম অনেক কিছু!—ফিরে এসে, বাস্তবের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাচ্ছি না।—যাক্ সে কথা—আমি ভাবছি কি জান, লতি? রতন-দা যদি আজ বেঁচে থাকত—ফুল-শয্যার আগেই সে যদি না আত্মহত্যা ক'রে বস্ত—

লতিকা। (ব্যাকুল ভাবে আর্ত্তস্বরে) চুপ করো, চুপ করো; অধীর-দা—

অধীর। না,—আমি তাই ভাবছি—সে-ও কি (ছবি দেখিয়ে) ঐ রকম গোঁপ রাখত?—তারও কি ঐ রকম নেয়াপাতি ভুঁড়ি নাবত?

লতিকা। (দু'হাতে কপাল টিপে ধ'রে একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে)—উঃ!

অধীর। তোমার জমিদার স্বামীর এই ছবি দেখে কি মনে হচ্ছে জান লতি?

লতিকা দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে নিস্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল

আমার জেল-দারোগাকে মনে পড়ছে।—গোঁফের ভাবটা অবিকল এক। কেবল লোককে শাসাচ্ছে—চুপ করো—ভাল মানুষ হ'য়ে থাকো নইলে 'সলিটারী সেল'! (লতিকার কাছে এসে) আচ্ছা লতি, তুমি তো লেখাপড়াও শিখেছিলে—এই স্বামীর সঙ্গে আসতে তোমার সমস্ত শরীর-মন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে নি?

লতিকা। (সহসা মুখ তুলে দৃপ্ত-ভাবে) চুপ করো অধীর-দা,—আমার স্বামী সত্যিকার পুরুষ—সত্যিকার মানুষ।

অধীর। (একটু বিদ্রূপের স্বরে) তোমার কোন্ স্বামী? (পকেট থেকে একটা ফটো বার ক'রে দেখিয়ে) এই?—না, (অয়েলপেণ্টিংটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে) ওই?

লতিকা। (অয়েলপেণ্টিংএর দিকে চেয়ে) ওই আমার একমাত্র স্বামী, আমার সত্যিকার স্বামী।—আর কাউকে আমি জানি না।

অধীর। জানো না? সত্যি নাকি? (ফটোখানা লতিকার চোখের সামনে ধ'রে) ভাল ক'রে দেখ দেখি—চিনতে পার কি না?

লতিকা। (হাত দিয়ে ফটোখানা ঠেলে দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে) দেখতে চাই না।

অধীর। দেখতে চাও না? (হাত সরিয়ে নিয়ে ফটোখানা পকেটে রাখলে—তারপর হাতের বাণ্ডিলটা একটা চেয়ারে রেখে লতিকার সামনে এসে দাঁড়িয়ে) তাহ'লে শোনো—কতদিনের কথা?—বছর পনেরো হবে বোধ হয়?—তোমার বয়স ছিল কত?—বারো—তেরোও হ'তে পারে। শ্রাবণ মাস—সময় রাত্রি ৯টা—খুব ঝেঁকে জল এসেছিল। কাশীর একটা সরু গলিতে—একটা বাড়ীর মধ্যে বিবাহের আয়োজন—জলানগরের ঘটার আয়োজন নয়—কাশীর নিভৃতে নিরালায়—লোকজন কেউ নেই—শুধু নাপিত, পুরোহিত, বর, আর বরের একটি মাত্র বন্ধু।—সম্প্রদান করছিলেন কনের বিধবা মা।—মনে পড়ছে কি?

লতিকা। (বিবর্ণ মুখে) এই অপমান করবার জন্যেই তাহ'লে তুমি কাশী থেকে এতখানি এসেছ!

অধীর। সত্যি কথাগুলো বড় বাজে—না, লতি?—আচ্ছা, ফুলশয্যার আগেই রতন-দা আত্মহত্যা করেছিল কেন—জানো কি? (লতিকা অবনত মস্তকে চুপ ক'রে ব'সে রইল) জানো না।—জানবার দরকারই বা কি?—সে আত্মহত্যা করেছিল ব'লেই তো আজ তোমার এই ঐশ্বর্য্য!—বাড়ী-ঘর—লোক-জন—সোনা-দানা—স্বামী-পুত্র—লক্ষ্মীশ্রী উথলে উঠছে!

লতিকা। (সহসা উঠে দাঁড়িয়ে)—অধীর-দা,—যাও, যাও,—তুমি যাও—

অধীর। চাকর ডাকবে নাকি?—অর্দ্ধচন্দ্র দেবে?—কি নাম?—রতন? রতন নামে একটি চাকরও পেয়েছ!—বেচারী রতন-দা! আজ যদি বেঁচে উঠে দেখতে পেত—খুসীতে তার মনটা একেবারে ভ'রে উঠত—কেমন?

লতিকা। কিন্তু তুমি নিজেই কি বলনি—সে আমার কেউ নয়—? সে বিবাহ বিবাহই নয়? তুমিই যে মাকে বুঝিয়েছিলে—আমি কুমারীই র'য়ে গেলাম—তুমিই যে আমাদের মামার বাড়ী পৌছে দিয়ে ব'লে গেলে—আমি কুমারী!

অধীর। হ্যাঁ, আমিই! কিন্তু, তখন আমি জানতুম না, পনেরো বছর পরে আমাকে এই দৃশ্য দেখতে হবে!—চোদ্দ বছর জেলে ব'সে অনেক কল্পনা করেছি—কিন্তু, এ সম্ভাবনা মনের কোণেও উঁকি মারে নি। তুমি তোমার ঐ স্থুলোদর জমিদারকে বিবাহ করছ—এ খবর যদি পেতুম—তাহ'লে জেল ভেঙে—সাগর সাঁতরে এসেও তোমাকে উদ্ধার করতুম!

লতিকা। চুপ করো অধীর-দা!—উনি আমার স্বামী—আমি আমার স্বামীকে সত্যিই ভালবাসি!

অধীর। তুমি—? তোমার—? (এমনি বিকটভাবে হো হো ক'রে হেসে উঠল যে, লতিকা চমকে ব'সে পড়ল)—তুমি আমায় এই কথা বিশ্বাস করতে বল ?—অবশ্য, এই অভিনয়ের সার্থকতা আছে !—সহজে কে ঐশ্বর্য্যের মায়া কাটাতে পারে ?

লতিকা। চোর-ডাকাতের সঙ্গে থেকে তুমি সত্যিই নীচ হ'য়ে গেছ, অধীর-দা।—তোমার কাছে একলা থাকতেও আর আমার ভরসা হচ্ছে না।

উঠে ভিতরের দিকে এগিয়ে গেলেন

অধীর। (হুকুমের স্বরে) দাঁড়াও !—শোন ! (লতিকা ফিরে দাঁড়ালে —স্বর কঠোর ক'রে)—কাছে এসো—

লতিকা। (সেইখানে দাঁড়িয়েই দৃঢ়স্বরে) না—

অধীর। (লতিকার দিকে অগ্রসর হ'য়ে) এর ফল কি হবে, বুঝতে পারছ ? (লতিকা কথা কইলে না দেখে) তোমার এই স্বামী সব জানেন ?

লতিকা। না।

অধীর। কিছু জানেন ?

লতিকা। না।

অধীর। (পকেট থেকে একখানা সীল-করা লেফাপা বের ক'রে দেখিয়ে) তাহ'লে প্রমাণ-সমেত আজ সব জানবেন।—তোমার প্রেম এ ধাক্কার বেগ সামলাতে পারবে ? পরগণার জমিদার—সমাজের সমাজপতি তার পরেও তোমাকে আদর ক'রে ঐ কঠিন চরণতলে স্থান দেবেন মনে কর ?

লতিকা। (থর্ থর্ ক'রে কেঁপে ব'সে প'ড়ে আর্ত্তস্বরে) অধীর-দা, অধীর-দা, এই জন্যে তুমি এসেছ !

অধীর। (ঈষৎ হেসে) যে জন্যে এসেছি, তা যথাসময়ে জানতে পারবে —এখন, এইটুকু বুঝেছ তো, যে আমার আদেশ অবহেলা করা তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়—আঙুলের একটা টুস্‌কিতে তোমার এই তাসের পুরী আমি ধূলোয় লুটিয়ে দিতে পারি।

লতিকা। (সহসা দাঁড়িয়ে উঠে) পারো, তুমি পারো।—কিন্তু, আমি তার সুযোগ দোব না।—আমি এখনি নবীনকে ডাকছি—তোমার সব প্রমাণ-পত্র কেড়ে নিয়ে—বিদেয় ক'রে দেবে।—আর এ বাড়ীতে ঢোকবার পথ তোমার থাকবে না।

অধীর। হাঃ হাঃ হাঃ—নবীনকে কেন ?—রতনকে ডাকো না—শোনাবে ভাল !—র—ত—আর দন্ত্যেন্ন, র-ত-ন—ছোট ছেলেতেও বানান করতে পারে।

লতিকা। (ক্রোধে আত্মহারা হয়ে) তুমি—তুমি—

অধীর। না-হয় আমিই ডাকছি !—রতন ! রতন !

প্রবেশ **রতন**

রতন। ডাকছিলেন বাবু ?

অধীর। হ্যাঁ।—স্নান করব।—রেলে সটান কাশী থেকে আসছি কিনা—মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে—

রতন। (লতিকার দিকে চেয়ে) চানের ঘরে নিয়ে যাব মা ?

অধীর। তোমাদের এখানে গঙ্গা নেই বুঝি ?—কাশীর মত গঙ্গা ?—তুমি কাশী গেছ ?

রতন। গেছি বাবু।—(লতিকাকে) তাহলে বাবুকে কোথায়—

অধীর। আমি বাবু নই রতন!—চল, একটা পুকুর-টুকুর দেখে নিচ্ছি—(লতিকাকে) তাহ'লে আমি চল্লুম লতি—(বাণ্ডিলটা একটা চেয়ারে রেখে) আমার জিনিষ সব তোমার জিম্মায় রইল—(পকেটে হাত দিয়ে) পত্তর সব সঙ্গে ক'রেই নিয়ে চললুম—খাবার-টাবার সব তৈরী থাকে যেন—চান করেই আসছি।

রতন লতিকার দিকে চাইলে

লতিকা। (ক্ষীণ স্বরে রতনকে) নিয়ে যাও—

রতন ও অধীরের প্রস্থান

(সোফায় গিয়ে ব'সে দুই কপাল টিপে ধ'রে)—উঃ—

প্রবেশ **মাধবী**।—বয়স কুড়ি-একুশ, কিন্তু মুখের ভাব তার চেয়েও কচি। রঙ খুব ফরসা না হ'লেও, ফরসা বলা চলে। গোল-গাল নরম গড়ন। খুব সুশ্রী নয় বটে, কিন্তু বেশ একটা কমনীয়তা আছে। চোখ বড় বড় এবং তার চোখের মধ্যে ও সুপুষ্ট অধরে ভাবপ্রবণতার একটা আভাস পাওয়া যায়। পোষাক সাদা-সিদে হ'লেও, তা হালফ্যাশানে পরা।

লতিকা। (মুখ তুলে) কে?

মাধবী। (এগিয়ে লতিকার কাছে এসে) তোমার কাছে বিদেয় নিতে এসেছি দিদি—আমার ছোঁয়া লেগে, তোমার ঘর অপবিত্র হচ্ছে না তো—তাহ'লে বল চ'লে যাই—

লতিকা। মাধবী!—আয়—বোস্—

মাধবী। আসতে সাহস করেছি, এই ঢের দিদি—এর ওপর বসবার

ভরসা হয় না।—আমার শ্বশুর-শাশুড়ী কিম্বা উনি যদি জানতে পারেন, তাহ'লে ঢের লাঞ্ছনা সইতে হ'বে—তবু জন্মের মত গ্রাম ছেড়ে যাবার আগে, তোমার সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে মন সরল না।

লতিকা। তোর এ দুঃখের জন্যে আমাকে দায়ী করিসনে ভাই!—আমি কতবার বলতে গেছি—উনি কানেই তুললেন না—

মাধবী। সে ভালই হয়েছে দিদি।

লতিকা। আর লজ্জা দিস্‌নে মাধবী।

মাধবী। না, দিদি,—সত্যিই ভাল হয়েছে।—গাঙুলিমশাই যদি তোমার কথা শুনতেন—তাহ'লে আজ যা বুঝেছি, তা তো বুঝতে পারতুম না।

লতিকা। পুরুষ বড় কঠিন মাধবী।—তারা শুধু বোঝে, নিজেদের মান নিজেদের মর্য্যাদা।—কোথায় কোন্ মেয়ে মানুষের বুক ফেটে কান্না বেরুচ্ছে—এ দেখবার অবসর তাদের নেই।

মাধবী। আমি সে কথা বলছি না, দিদি।

লতিকা। (আপন মনে)—সমাজ! সমাজের রীতি! এই তাদের কাছে সব চেয়ে বড়।—(মাধবীর দিকে ফিরে) আমায় মাপ কর্ মাধবী—মহীনকেও বলিস্ মাপ করতে।

মাধবী। কিসের জন্যে দিদি?—আমি যদি তোমার চেয়ে বড় হতুম, তাহ'লে আজ প্রাণ খুলে তোমার স্বামীকে আশীর্ব্বাদ করতুম।—আজ আমার বড় আনন্দের দিন!

লতিকা। মাধবী!

মাধবী। ব্যথা যে মোটে লাগেনি, তা নয়। মহাদেবের মত শ্বশুর, অন্নপূর্ণার মত শাশুড়ী—তাঁরা কাঁদছেন—বুকে বাজছে বৈ কি!—

কিন্তু, তোমার কাছে লুকোবো না দিদি, এ ব্যথা ছাপিয়ে জাগছে একটা আনন্দের রেশ !—আমায় কী ভালোই বাসেন !

লতিকা। (একটা ম্লান হাসি হেসে) আমার কিন্তু হিংসে হচ্ছে মাধবী।

মাধবী। ভাল তো দিদি অনেকেই বাসে।—কিন্তু, এই যে আমার জন্মে বাপ, মা, গ্রাম, সমাজ, সব ছেড়ে চলেছেন—এ কত বড় ত্যাগ বল দেখি ?

লতিকা। (গদগদ স্বরে) আশীর্ব্বাদ করি ভাই, তোদের এই আনন্দ অক্ষয় হোক্ !

মাধবী। তাই কর দিদি !—জীবনে এর বাড়া আনন্দ আর কিছু চাই না—

লতিকা। কী জানি কেন, সমাজের বুকে আনন্দ সয় না !

মাধবী। তাইতো আনন্দটুকু সম্বল ক'রে সমাজ ছেড়ে চলেছি দিদি !

প্রবেশ **ধর্ম্মদাস**

ধর্ম্মদাস। জানো লতা, আজ রাস্তার মাঝখানে চাটুজ্জ্যে আমাকে পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়েছে—

ধর্ম্মদাস প্রবেশ করতেই **লতিকা** উঠে এগিয়ে এসেছিল এবং **মাধবী** ঘোমটা টেনে ভিতরের দিকে স'রে গিয়েছিল।

ধর্ম্মদাস। বলে, "আমি যদি ব্রাহ্মণ হই, তাহ'লে তে-রাত্রের মধ্যে তোমাকে স্ত্রী-পুত্রের শোক পেতে হবে।"

লতিকা। (চমকে উঠে) অভিশাপ ! ব্রাহ্মণের !

ধর্ম্মদাস। সকলে হাঁ হাঁ ক'রে উঠেছিল !—আমি যদি তাদের ঠাণ্ডা না করতুম, তাহ'লে চাটুজ্জ্যের দুর্দ্দশার অবধি থাকতো না।

লতিকা। (ধর্ম্মদাসের কাছে এসে) মাপ করা কি একেবারে অসম্ভব?

ধর্ম্মদাস। (ঈষৎ হেসে) ব্রাহ্মণের অভিশাপ! কাজেই ভয়ের কথা! —কেমন?—কিন্তু কে ব্রাহ্মণ?—যে এতদিন ধ'রে সমাজের শুচিতা নষ্ট ক'রে আসছে, তারও যদি ব্রাহ্মণত্ব থাকে—

লতিকা। আমি সে কথা বলছি না—

ধর্ম্মদাস। জানো মহীন আজ স্পষ্ট বলেছে যে সে গোড়া থেকেই সব জানত—জেনে-শুনেও সে বিবাহ করেছে—তার বিশ্বাস এটা কোন পাপ বা অন্যায় নয়—

লতিকা। তার যদি সত্যিই সে বিশ্বাস থাকে—

ধর্ম্মদাস। তাহ'লে তাকে সমাজচ্যুত হ'তে হবে।—খুনী যদি বলে যে—খুন করাটা সে খারাপ জিনিষ মনে করে না—তখন জজের ফাঁসির হুকুম দেওয়া ছাড়া উপায় কী?—অজ্ঞানে যে পাপ করে, তার মাপের কথা উঠলেও উঠতে পারে—কিন্তু জ্ঞান-পাপী যে—

লতিকা। কিন্তু সত্যিই যদি তার জানা না থাকে, সেটা পাপ?

ধর্ম্মদাস। কী বলছ লতা! হিঁদুর ঘরের একটা আট বছরের মেয়েও জানে—এ পাপ।—মহীন ভ্রষ্টার জারজ মেয়েকে—

লতিকা। (বাধা দিয়ে মিনতির স্বরে) চুপ করো—মাধবী শুনতে পাবে—

ধর্ম্মদাস। কে?—কে শুনতে পাবে? (চোখ ফিরিয়ে মাধবীকে দেখে—কঠোর স্বরে)—উনি এখানে কেন এসেছেন?—ওঁকে বল ভদ্রবংশের মেয়েদের পাশে ওঁর জায়গা নেই—

লতিকা। ছিঃ! কি বলছ!

ধর্ম্মদাস।—যা ঠিক্—আমি তাই বলছি।

মাধবী। (সহসা নিজের অবগুণ্ঠন সরিয়ে—লতিকাকে) আমি চল্লুম দিদি—(দু'হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে) দূর থেকে তোমায় প্রণাম কচ্ছি—(ধর্ম্মদাসের দিকে চেয়ে) আপনার ওপর আমার কিছুমাত্র রাগ হচ্ছে না, গাঙুলিমশাই—আপনি দয়ার পাত্র!

[প্রস্থান

ধর্ম্মদাস। (কিছুক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে রইলেন—তারপর লতিকার দিকে ফিরে) এই তোমার গুণবতী মাধবী?

লতিকা। এই আঘাতটা পেয়ে—

ধর্ম্মদাস। কিছু না। ও রক্তের দোষ!—এই দোষ থেকে সমাজকে মুক্ত রাখতেই হবে—

লতিকা। আমি কিন্তু—

ধর্ম্মদাস। বার বার এক কথা তেতো হ'য়ে উঠছে লতা!—এখনো তো স্নান করনি দেখতে পাচ্ছি। যাও—স্নান ক'রে ঠাণ্ডা হও গে—

প্রবেশ অধীর

অধীর। অবগাহন স্নানের মত আর জিনিষ নেই লতি—মাথা একদম ঠাণ্ডা!—মাথার যত গরম রক্ত সব উদরে হাজির—কাজেই দস্তুর মত ক্ষুধার উদ্রেক—(ধর্ম্মদাসকে দেখে) এই যে, আপনি!—আপনি কি বলেন?—স্নানে মাথা ঠাণ্ডা হয় কি না?

ধর্ম্মদাস। (গম্ভীর ভাবে) আপনাকে কখনো দেখেছি ব'লে তো মনে পড়ছে না—

অধীর। তার কারণ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ আপনার কখনও ঘটেনি—

ধৰ্ম্মদাস। আপনি—?

অধীর। আমি আসছি কাশী থেকে।—একটা মস্ত বাধা ছিল—নৈলে এর অনেক আগেই আপনার সঙ্গে দেখা-শোনা হ'ত—

ধৰ্ম্মদাস। কাশীতে, কোথায়—?

অধীর। কাশীতে অনেক জায়গায় ছিলুম, কিন্তু সে আজকের কথা নয়—তখন আপনার বিবাহই হয়নি—লতি, গাঙুলি মশায়ের সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দাও।

লতিকা। (এতক্ষণ হেঁটমুখে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেজের উপর আঁক কাটছিল—চমকে উঠে) অধীর-দা!—

অধীর। (ধৰ্ম্মদাসকে) ব্যস্ ঐ একটি কথাতেই পরিচয় সম্পূর্ণ।—আমি হচ্ছি লতির অধীর-দা।—আর কিছু পরিচয় জানতে চান?

ধৰ্ম্মদাস। হুঁ—আচ্ছা, সে পরে হবে এখন।—আপনার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে—এখন পেটটা ঠাণ্ডা হোক্—তারপরে সে কথা। আপাততঃ জানা রইল, আপনি লতার অধীর-দা—যাও লতা, তোমার অধীর-দাকে ভেতরে নিয়ে যাও।

অধীর। যাবার আগে—আমার একটা অনুরোধ আছে—

ধৰ্ম্মদাস। অনুরোধ!

অধীর। আমি অতি দরিদ্র—পৃথিবীতে আমার নিজস্ব বলতে যা কিছু, তা আছে ঐ বাণ্ডিলটার মধ্যেই।—কিন্তু, আমার কাছে কিছু কাগজ-পত্তর আছে (পকেট থেকে সীলমোহর করা লেফাপাখানা বের ক'রে) যা আমি নিরাপদ জায়গায় রাখতে চাই—

ধৰ্ম্মদাস। খুব দামী দলীল?

অধীর। তা নির্ভর করছে অবস্থার উপর—অবস্থা-বিশেষে মিনি পয়সাতেও

কেউ নিতে চাইবে না—আবার তেমন-তেমন হ'লে, লাখ টাকা দিয়ে নেওয়াও বেশী ব'লে মনে হবে না—(লতিকা লুব্ধ দৃষ্টিতে লেফাপার দিকে চেয়ে আছে দেখে) অমন লোভীর মত তাকিয়ো না, লতি—কোন লাভ নেই।—(ধর্ম্মদাসকে) দামী জিনিষ শুনলেই, মেয়েরা কেমন লোভে প'ড়ে যায়, না গাঙুলি মশাই ?

ধর্ম্মদাস। সে সম্বন্ধে আমার খুব বেশী অভিজ্ঞতা নেই—

অধীর। নেই বুঝি ? ও না থাকাই ভাল—কি বল লতি ?—যাক্ সে কথা—(লেফাপাটা ধর্ম্মদাসকে দিয়ে) এইটে দয়া ক'রে এমন একটা জায়গায় রাখিয়ে দেবেন যে, কেউ ওতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে—

ধর্ম্মদাস। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অধীরের দিকে চেয়ে, তারপর) আচ্ছা, আমি নিজে এটাকে আমার ষ্ট্রং-রুমে আয়রণ-সেফে রেখে আসছি—

অধীর। ওঃ সহস্র ধন্যবাদ !

ধর্ম্মদাস। (লতিকাকে) লতা—শোন ! (লতিকা এগিয়ে গেলে—অফিস ঘরের দরজার দিকে আরও সরে গিয়ে) এই দিকে এসো (লতিকা কাছে এলে—স্বর খাটো ক'রে) তোমার এই অধীর-দার মাথাটা কি একটু খারাপ ?

লতিকা। (যন্ত্রচালিতের মত) খারাপ ! কী জানি !

অধীর। (চেঁচিয়ে ধর্ম্মদাসকে) গাঙুলি মশাই ! দলীল সাবধান ! দেখছেন না—লতি চোখ দিয়ে লেফাপাখানাকে গ্রাস করছে ! দামী জিনিষ এবং স্ত্রীলোক—অনেকটা শৃগাল এবং দ্রাক্ষাফলের মত, কী বল লতি ?

ধর্ম্মদাস। (নীচুস্বরে) নাঃ! বদ্ধ পাগল!—আচ্ছা, তুমি ওকে খাইয়ে দাও—

[অফিসের দিকে প্রস্থান

লতিকা। (অধীরের কাছে ফিরে এসে সংযত কণ্ঠে) অধীর-দা তুমি কী চাও?

অধীর। কী চাই?—আপাততঃ খাবার চাই—খিদে পেয়েছে—

লতিকা। (মেজেতে পা ঠুকে) আমি জানতে চাই—তোমার মতলব কী?

অধীর। মতলব কী? জানতে চাও?—সত্যি জানতে চাও?

লতিকা। হ্যাঁ সত্যি জানতে চাই—আমি এ সন্দেহ দোলায় আর থাকতে পারছি না—তুমি কি বুঝতে পারছ এই দুই আড়াই ঘণ্টায় আমার বয়স দশ বছর বেড়ে গিয়েছে—

অধীর। দু ঘণ্টায় দশ বছর!—তাহ'লে চব্বিশ ঘণ্টায় একশো কুড়ি বছর—দু' দিনেই তাহ'লে তুমি পৃথিবীর সব চেয়ে বুড়ো-বুড়ীকেও বয়স-হিসেবে ছাড়িয়ে উঠবে—

লতিকা। আমি জানতে চাই, তুমি বলবে কি না?

অধীর। সত্যি জানতে চাও?

লতিকা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—চাই—চাই—

অধীর। এখুনি?—এই মুহূর্ত্তে?

লতিকা। হ্যাঁ—এই মুহূর্ত্তে—এখনি।

অধীর। (লতিকার সামনে এসে দাঁড়িয়ে—তার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে) শুনবে? তাহ'লে শোন—(তারপর

হঠাৎ ভাব পরিবর্ত্তন ক'রে—হেসে উঠে)—এখন এই তিন প্রহর বেলায় তোমায় আমি আমার ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালীর ফিরিস্তি দিতে থাকব—এই তুমি মনে করেছ?—খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে—চল।

অধীর এগিয়ে অন্দরের দরজার দিকে গেল—**অতিকা** যন্ত্র-চালিতের মত তার অনুসরণ করলে

প্রথম অঙ্কের **যবনিকা** নেমে এল

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য :—এক সময় :—অপরাহ্ণ

ধর্ম্মদাস সোফায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আলবোলা টানছেন, সামনে **অধীর**

ধর্ম্মদাস। আপনি এ বিষয়ে তাহ'লে আমার সঙ্গে এক-মত ?

অধীর। একেবারে।—হিন্দুর অন্তঃপুরের পবিত্রতা!—এর চেয়ে বড় জিনিষ আর আছে?—আমার মনে হয় আরব্য উপন্যাসের সেই দৈত্যের মত স্বামীদের উচিত স্ত্রীকে তালাবন্ধ ক'রে রাখা—

ধর্ম্মদাস। আরব্য উপন্যাস আমি পড়িনি।—কিন্তু, আমি হিন্দু স্ত্রীর মধ্যে একনিষ্ঠতা চাই বটে—তা ব'লে অবরোধ সমর্থন করি না!

অধীর। ওঃ! করেন না?—আমার কিন্তু মনে বড় দুঃখ যে, সহমরণটা উঠে গেছে—সেটা থাকলে আর কোন ভয় থাকতো না।

ধর্ম্মদাস। না, না, সহমরণের কোন মূল্য নেই।—হিন্দু বিধবার গৌরব তার তপস্যায়—তার ব্রহ্মচর্য্যে—

অধীর। ও দিক দিয়ে আমার কিন্তু বড় ভয়—মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আছে ত!

ধর্ম্মদাস। (উঠে ব'সে) তাইত! আমি তো আপনাকে ভুল বুঝেছিলুম! আপনার মধ্যে বেশ গভীরতা আছে দেখছি—

অধীর। (কৃত্রিম বিনয়ে) আজ্ঞে না, গভীরতা! আপনার কাছে! বলেন কি!

ধর্ম্মদাস। আপনি ঠিক বলেছেন।—স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আছে, আর তা আছে ব'লেই—হিন্দু স্ত্রীর একনিষ্ঠতা এত মূল্যবান্।

অধীর। কিন্তু, সে যদি অবরোধে না থাকে—

ধর্ম্মদাস। তাতে তার গৌরবের ওজন আরও বাড়বে।

প্রবেশ অক্ষয় ঘোষাল

অক্ষয়। আমি মেপে এলুম বাবু—পাক্কা দেড় পো—

অধীর। (কৃত্রিম বিস্ময়ে) অ্যাঁ বলেন কি? এর মধ্যে গৌরবের ওজন মেপে এলেন—

অক্ষয়। (একটু বিভ্রান্ত ভাবে অধীরের দিকে চেয়ে) গোবরের ওজন কেন হবে—দুধের—(তারপর ধর্ম্মদাসের দিকে চেয়ে) বাবু কি আমাকে গোবরও মেপে আসতে বলেছিলেন—আমি খালি দুধটাই মেপেছি—

ধর্ম্মদাস। (হেসে উঠে) সত্যি নাকি ঘোষাল!—তাহ'লে তো ভারি অন্যায় করেছ!—দুটোই মেপে আসা উচিত ছিল—

অক্ষয়। যাব নাকি বাবু?

ধর্ম্মদাস। থাক্। তুমি চুপ ক'রে ঐ চেয়ারটায় ব'সো দেখি—আমাদের অন্য কথা হচ্ছিল—(অধীরকে) হ্যাঁ আপনি কি বলছিলেন? —অবরোধ না থাকলে, আশঙ্কা থেকে যায়—কেমন?

অধীর। অবিকল না হ'লেও ভাবটা ঠিক আছে—এই কি জীবের স্বভাব নয় যে, আগড় খোলা পেলেই সে বাইরে ছুটে যেতে চায়?

অক্ষয়। (ধর্ম্মদাসের দিকে চেয়ে হেসে) হেঁ—হেঁ—হেঁ—তা কি কখনো পেরে থাকে বাবু? থাক্ না আগড় খোলা—খুঁটির সঙ্গে দড়া দিয়ে যদি মক্কম ক'রে বাঁধি—সাদ্দি কি?—

ধর্ম্মদাস। (হেসে উঠে) বাহবা ঘোষাল! ঠিক বলেছ! (তার পর অধীরের দিকে চেয়ে)—আমাদের পুরুষদের তো চিরকালই আগড় খোলা—কিন্তু মন যদি শক্ত খোঁটায় বাঁধা থাকে—একনিষ্ঠতার বাধা হয় না—অন্ততঃ আমার তো হয় নি—

অধীর। ওঃ তা ঠিক। (তারপর অক্ষয়কে দেখিয়ে গম্ভীর ভাবে) এঁরও হয়নি বোধ হয়।

অক্ষয়। (ধর্ম্মদাসকে) বাবু কি বলছেন বুঝতে পারলুম না।

ধর্ম্মদাস। (হেসে) বাবু বলছেন আগড় খোলা পেয়ে, কোন দিন তুমি ছুটে পালিয়েছো কি না—

অক্ষয়। আমি কি বাবু! বলুন, ধলা পালিয়েছে কি না—

ধর্ম্মদাস। (হেসে উঠে) ঐ একই কথা!

অক্ষয়। একটি দিন বাবু—দড়িটাতে যে পচ্ ধ'রেছিল, তা অত দেখিনি —শুধু সেই একটি দিন—

ধর্ম্মদাস। (হো হো ক'রে হেসে) খালি ওই একটি দিন—না আরও দু'চার দিন?—

অক্ষয়। সত্যি বলছি বাবু, মাইরি বলছি, না—

অধীর। তা হ'লে খালি খোটা শক্ত হ'লেই চলবে না, দড়িও পোক্ত হওয়া চাই—(স্বরে একটু শ্লেষের আভাস ছিল—কিন্তু তা এত সূক্ষ্ম যে সহজে কেউ ধরতে পারে না)

অক্ষয়। তা তো চাইই বাবু!—নৈলে, ও অমন জাতই নয় দড়া ছিঁড়বেই—

ধর্ম্মদাস। (গম্ভীর ভাবে) আচ্ছা ঘোষাল। তুমি একটু চুপ ক'রে ব'সো দেখি—(তারপর অধীরকে) এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে

ব'লেই তো এর মহিমা এত বেশী—"বিকার-হেতৌ সতি ন বিক্রিয়ন্তে যেষাং চেতাংসি ত এব ধীরাঃ" কুমার-সম্ভবে পড়েছেন তো ?

অধীর। আজ্ঞে না—আপনি যেমন আরব্য উপন্যাস পড়েন নি—আমি তেমনি কুমার-সম্ভব পড়িনি—

ধর্ম্মদাস। পড়া উচিত ছিল—আপনি এক-নিষ্ঠতার এত পক্ষপাতী—পড়লে আনন্দ পেতেন—একনিষ্ঠতার অত বড় আদর্শ—এমন কাব্য—আর কোথায় পাবেন—

অধীর। সময় পাই নি গাঙ্গুলি মশাই।—গেল চোদ্দ বছর যে জায়গায় বাস করেছি—সেখানে আর যাই চলুক কাব্য-আলোচনা চলে না—

অক্ষয়। (কৌতুহলের সঙ্গে) সে কোথায় বাবু ?

অধীর। (গম্ভীর ভাবে) দড়ির কারখানায় !

অক্ষয়। (বিস্ময়ের সঙ্গে) দড়ির ? কারখানায় ?—দড়ি তৈরীর আবার কারখানা হয় !—সেখান থেকে যদি কিছু দড়ি আনিয়ে দেন বাবু ! খুব মজবুত দড়ি—

ধর্ম্মদাস। (বাধা দিয়ে) থাক্ ঘোষাল—

প্রবেশ ঝড়ের মত বেগে **মহীন**। **মহীনের** বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ, দোহারা গড়ন, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গোঁপ-দাড়ি কামানো, চোখে চশমা, ভাব অত্যন্ত উত্তেজিত

মহীন। (উত্তেজিত ভাবে) এই যে গাঙ্গুলি মশায়, আছেন—

ধর্ম্মদাস। (ভ্রু কুঞ্চিত ক'রে) কী চাই ? (তার পর মহীন এগিয়ে আসছে দেখে—বাধা দিয়ে)—ঐ দিকে—ঐ দিকে—(মহীন থমকে দাঁড়িয়ে গেল)—কী চাই ?

মহীন। (তীব্র দৃষ্টিতে ধর্ম্মদাসকে দেখে) কী চাই ?—চাই বোঝা-পড়া—আপনি কি মনে করেন, সমাজপতি ব'লে আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন—যা ইচ্ছা করতে পারেন ?—

ধর্ম্মদাস। (গম্ভীর ভাবে) আমি যা করি, তার জবাবদিহি কারো কাছে করি না—

মহীন। আজ না করুন—একদিন করতেই হবে !—আপনি নিজেকে মনে করেন পরম ধার্ম্মিক, অতি মহৎ, দয়ার অবতার, পণ্ডিতের অগ্রগণ্য—(ঘোষাল ও অধীরকে দেখিয়ে) আপনার চাটুকারেরা তার প্রতিধ্বনিও করে নিশ্চয়। আপনি সত্যি যা, তা আমার মুখে শুনুন,—আপনি আত্মম্ভরী, ধর্ম্মধ্বজী, নির্ব্বোধ, স্বার্থপর—

অধীর। চুপ্ ছোকরা! জানো কার সঙ্গে কথা কইছ !

মহীন। নিরীহ বালিকাকে অপমান করতেও আপনার আটকায় না !

অধীর। (ধর্ম্মদাসকে) ছোকরার সাহস আছে।

অক্ষয়। (অধীরকে) ও আমাদের মহীন—ভগবতী চাটুজ্যের ছেলে—

মহীন। রেবতী বাবু আমার কথা বলেছিলেন ব'লে,তাঁকেও রেহাই দিলেন না। জেনে রাখবেন, আপনিও সহজে রেহাই পাবেন না।

অধীর। (কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে) ভয় দেখাচ্ছ নাকি ছোকরা ! গাঙ্গুলি মশায়কে—? জানো এখনি—

ধর্ম্মদাস। (বাধা দিয়ে) থাক্—ও কথায় কান দেবার দরকার নেই—আমাদের যা কথা হচ্ছিল, হোক্—

অক্ষয়। (অধীরকে) আজকেই ওদের একঘরে করবার ঘোঁট হয়েছে কি না—লুকিয়ে বিধবার মেয়েকে বে করবার জন্যে—

মহীন। (আরও উত্তেজিত হ'য়ে) সবারই খুঁত আছে কেবল আপনিই

নিখুঁৎ—? আপনার পিতৃকুলে—শ্বশুরকুলে কোথাও কোন কলঙ্ক নেই?

(কৃত্রিম উত্তেজনা দেখিয়ে) কী! শ্বশুরকুলে কলঙ্ক! জানো, সে কুলের সঙ্গে আমার যোগ আছে—? জানো, উনি জলানগরের কুলীন শ্রেষ্ঠ হরি গোস্বামীর দৌহিত্রীকে বিবাহ করেছেন—?

ধর্ম্মদাস। থাক্ থাক্ উত্তেজিত হবেন না—

অধীর। কী বলেন গাঙুলি মশায়! (তারপর মহীনের দিকে ফিরে) উনি তো আর তোমার মত পরিচয় গোপন রেখে বিধবা কিম্বা তার মেয়েকে বিবাহ করেন নি—উনি বিবাহ করেছেন, প্রকাশ্য-ভাবে সবার সামনে।—(মহীন কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে) ব্যস্ চেঁচিয়ো না—গরজ থাকে, যেখানে হয় গিয়ে খোঁজ নাও—

মহীন। আমিও নেহাৎ ভিখিরী নই গাঙুলি মশায়—যদি কোন খুঁত পাই জানবেন আপনাকে চূর্ণ করব—

অধীর। কী! চূর্ণ করবে!—(চেঁচিয়ে) নবীন! নবীন! রতন! রতন!

মহীন। যা অপরাধ নয়, তার জন্যে আপনি আমায় গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন—

প্রবেশ নবীন ও রতন

অধীর। (মহীনকে দেখিয়ে) বাবুকে বাইরে নিয়ে যাওতো—

ধর্ম্মদাস। (বাধা দিয়ে) থাক্—তোরা যা নবীন—

নবীন সরে একদিকে দাঁড়াল—রতন বাইরে গেল

(মহীনকে) একটা কথা শুনে যাও, মহীন—যদি সত্যিই খুঁত থাকত তাহ'লে আমি নিজেই নিজেকে রেহাই দিতুম না—(হাত দিয়ে বাইরের দরজা দেখিয়ে) যাও।

মহীন। মনে রাখবেন, আজ থেকে এই হবে আমার জীবনের একমাত্র ব্রত!

[প্রস্থান

অধীর। (হঠাৎ দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল) যাও! (তারপর বসে ধর্ম্মদাসের দিকে ফিরে)—আপনার ধৈর্য্য বেশী আর কি বলব গাঙুলি মশায়—অসাধারণ! (অক্ষয়কে) আপনি কি বলেন?

অক্ষয়। বাবুর কথা বলছেন? ওঁর দয়াতেই ত বেঁচে আছি—(ধর্ম্মদাসের দিকে ফিরে) যাই বলুন বাবু—বাপ-ব্যাটা ও দু-শালারই ভারী বদ্ মুখ!

ধর্ম্মদাস। ছিঃ ঘোষাল!—আবার! (অধীরের দিকে ফিরে ঈষৎ হেসে) গরম কথায় তো গায়ে ফোস্কা পড়ে না—(অক্ষয়কে) কি বল ঘোষাল—

অক্ষয়। কী জানি বাবু!—আমার বামনীর কথাগুলো অমনিধারা গরম, ফোস্কা পড়ে না—তবে মাথায় গিয়ে চড়াক্ ক'রে লাগে!

ধর্ম্মদাস। (হেসে) সত্যি নাকি ঘোষাল—?

অধীর। (নিরীহভাবে অক্ষয়কে) আপনি কি করেন?

অক্ষয়। দিই আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে।—ছাড়তে আছে? ও কুকুরের জাত!—নোলকাছি দিলেই, মাথায় ওঠে!

ধর্ম্মদাস। থাক্ ঘোষাল—এইবার একটু চুপ ক'রে ব'সো দেখি।—(তারপর অধীরকে) হ্যাঁ, আমাদের কি কথা হচ্ছিল—

অধীর। (উঠে দাঁড়িয়ে) আজ আর সে কথা জমবে কি? তা ছাড়া এলাম আপনাদের গ্রামে একবার সব দেখে যাব না?

অক্ষয়। (উঠে দাঁড়িয়ে) যাবেন বাবু? চলুন, আমি দেখিয়ে দোব। মনসাতলা, গাজনডাঙ্গা, ভাঙনের বিল—সব—

অধীর। (ঈষৎ হেসে ধর্ম্মদাসের দিকে একবার চেয়ে, তারপর অক্ষয়কে) শুধু তাই দেখালেই হবে না, ঘোষাল মশায়—আপনার ধলা, ধলার গোয়াল, খোঁটা, দড়ি, আগড়—এগুলো সবও দেখান চাই।

অক্ষয়। তা আর শক্ত কি বাবু! চলুন (অধীর বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলে, তার কাছে গিয়ে চুপি-চুপি) আমায় কিন্তু বাবু কিছু মজবুত দড়ি আনিয়ে দিতে হবে—আপনার সেই কারখানা থেকে।

প্রস্থান **অধীর** ও **অক্ষয়**

ধর্ম্মদাস। (আধশোয়া ভাবে চোখ বুজে আলবোলা টানতে লাগলেন,—ধোঁয়া বেরুলো না দেখে)—নবীন!

নবীন। (এগিয়ে এসে) বাবু!

ধর্ম্মদাস। (হাত দিয়ে কলকেটা দেখিয়ে দিলেন—নবীন কলকেটা তুলে নিলে—তারপর) খোকা কোথায়—

নবীন। (যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে) আজ্ঞে খোকাবাবু বাগানের মাঠে বল খেলা কচ্ছেন—

ধর্ম্মদাস। বেশ!

নবীন। ভিতরের দরজায় ঢুকতে যাচ্ছিল এমন সময় সেই দরজার মুখে **লতিকার** প্রবেশ, **নবীন** সরে দাঁড়ালো

লতিকা। বাইরে কে আছেন নবীন?

নবীন। বাবু আছেন মা।

লতিকা। আর?

নবীন। আর কেউ নেই মা, বাবু একাই আছেন—

লতিকা ঘরের মধ্যে এলে, সেই দরজা দিয়ে **নবীনের** প্রস্থান—
লতিকা এগিয়ে **ধর্ম্মদাসের** কাছে গেল

ধর্ম্মদাস। জান লতা, তোমার অধীর-দাকে যা মনে করেছিলুম সে ঠিক তা নয়—

লতিকা। (চমকে উঠে) অ্যাঁ!—নয়?

ধর্ম্মদাস। না।—ওর মধ্যে গভীরতা আছে।

লতিকা। ওঃ—

ধর্ম্মদাস। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, হিন্দু স্ত্রীর একনিষ্ঠতা, এ সব নিয়ে ও বেশ গভীরভাবে চিন্তা করেছে দেখলুম—

লতিকা। হবে!

ধর্ম্মদাস। 'হবে' নয়।—আমার সঙ্গে এ বিষয়ে ওর মতভেদ নেই—বিধবা-বিবাহের ভয়ানক বিরোধী—

লতিকা। (একটু অসহিষ্ণু-ভাবে) আমি অধীর-দার কথা আলোচনা করবার জন্যে তোমার কাছে আসিনি—

ধর্ম্মদাস। কিন্তু মহীন বা মাধবীর হ'য়ে কোন কথা ব'ল না লতা—আমি তা রাখতে পারবো না—

লতিকা। মাধবী, মহীন, অধীর-দা—এদের ছাড়া কি কথা নেই? (ঈষৎ হেসে) আমি আজ তোমাকে একটা প্রশ্ন করব—

ধর্ম্মদাস। এগ্‌জামিন?—তাহ'লে পুরোনো পড়াগুলো একবার দেখে নিই—কি বল?

লতিকা। (সোফায় ব'সে—ধর্ম্মদাসের পায়ে একটা হাত দিয়ে) আচ্ছা !—একটা কথা সত্যি বলবে ?

ধর্ম্মদাস। হলফ করতে হবে না কি ? তাহ'লে পড়াও—পড়ছি—যাহা বলিব সত্য বলিব—সত্য বই মিথ্যা বলিব না—

লতিকা। (গম্ভীর হ'য়ে) না সত্যি বল—তুমি আমায় ভালবাস ?

ভিতরের দরজা দিয়ে কল্‌কেয় ফুঁ দিতে দিতে **নবীনের** প্রবেশ—**ধর্ম্মদাস** কি উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন…তাঁকে বাধা দিয়ে উঠে নবীনের কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে

তুমি যাও—আমি দিচ্ছি—

নবীনের হাত থেকে কল্কে নিয়ে ফিরে এসে আলবোলাতে বসিয়ে দিলে

[**নবীনের** প্রস্থান

ধর্ম্মদাস। (আলবোলায় টান দিয়ে) এ তো তোমার মুখস্থ-করা প্রশ্ন—তেরো বছর আগে আমিই তোমায় প্রথম এই প্রশ্ন করেছিলুম—

লতিকা। তেরো বছর পরে আমি না হয় ফিরে সেই প্রশ্নই করছি—

আবার ধর্ম্মদাসের পায়ের কাছে বসল

ধর্ম্মদাস। এক কথাতেই তো এর উত্তর দেওয়া যায়—

লতিকা। তাই দাও।

ধর্ম্মদাস। বেশ—"বাসি"।

লতিকা। কি রকম ভালবাস ?

ধর্ম্মদাস। (একটু গম্ভীর হ'য়ে) দেখ লতা, দশ বছর আগে এই ধারাবাহিক

প্রশ্ন হয়ত চলতে পারত—কিন্তু, আজ কি আর আমাদের এ-গুলো মানায় ?

লতিকা। (ব্যথিতভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) তাহ'লে এখন আর আমাকে তোমার ভাল লাগে না!

ধর্ম্মদাস। (ঈষৎ হেসে—লতিকার মাথায় হাত দিয়ে) পাগল! বল্লুম না, ভালবাসি—

লতিকা। আমার বড় জানতে ইচ্ছে করছে—আমাকে শুধু আমার জন্যেই ভালবাস—?

ধর্ম্মদাস। আর কার জন্য ? তোমাকে ভালবাসি তোমারই জন্য।

লতিকা। আমি লতিকা, শুধু এইজন্যে ? না, আমি বাড়ীতে তোমার খোকার মা, সমাজে তোমার সহধর্ম্মিণী, সংসারে তোমার গৃহকর্ত্রী—এই সবের জন্যে ? ঠিক ক'রে বল—

ধর্ম্মদাস। আজ হঠাৎ তোমার মনে এ কথা আসছে কেন লতা ?—তোমাকে ভাবতে গেলে, তুমি যে আমার ধর্ম্ম-পত্নী, আমার খোকার গর্ভধারিণী, আমার গৃহের গৃহলক্ষ্মী, এ-সব বাদ দিয়ে তো ভাবতে পারি না।

লতিকা। পারো না ?—আমি কিন্তু পারি। তুমি যদি আমার স্বামী না হ'তে—তাহ'লেও তোমায় ভালবাসতুম—

ধর্ম্মদাস। ছিঃ লতা! হিন্দু-স্ত্রীর স্বামী ছাড়া আর কাউকে ভাল বাসতে নেই।

লতিকা। হিন্দু স্ত্রীর কী উচিত, কী উচিত নয়—তা আমি জানি না। আমি জানি, আমি তোমার কাছে থাকতে চাই—তোমারই জন্যে—এ-ও জানতে ইচ্ছে করে—তুমি আমাকে খালি আমার জন্যেই চাও কি না।

ধর্ম্মদাস। বল্লুম তো, তোমাকে আমি আলাদা ক'রে দেখতে পারি না।

লতিকা। আচ্ছা ধর, এখনি যদি একজন পরী কি দৈত্য এসে উপস্থিত হয়—আর, তার যাদুমন্ত্র দিয়ে আর সব ঠিক রেখে, কেবল আমাদের বিবাহটাকেই নাকচ ক'রে দিয়ে যায়—

ধর্ম্মদাস। কী পাগলের মত বকৃছ লতা—দৈত্য-পরীদের কথা আমি জানিও না—আর যা অসম্ভব তা নিয়ে মাথাও ঘামাই না—

লতিকা। না, ধর, যদি এমন কিছু হয়, যাতে আর সব ঠিক থাকে, কেবল আমাদের বিবাহটাই মিথ্যে হয়ে যায়—তাহ'লে কি তোমার ভালবাসা থাকবে না ?

ধর্ম্মদাস। দেখ লতা, যখন সময় ছিল তখনও দৈত্যের গল্প, পরীর উপন্যাস এ-সব পড়িনি ; আর, আজ এই বয়সে মিথ্যে অসম্ভব ব্যাপার নিয়ে জল্পনা-কল্পনার সময় আছে কি ? সামনে আমাদের কত বড় কর্ত্তব্য প'ড়ে রয়েছে—খোকাকে মানুষ করা—

লতিকা। (অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে) ওঃ ! তোমার কাছে আমার তাহ'লে এই মূল্য !—আমার মধ্যে রক্ত-মাংসের হৃদয় নেই—তোমার কাছে আমি শুধু খোকাকে মানুষ করবার যন্ত্র !—বেশ, তাই হোক্— (উঠে দাঁড়াল)

ধর্ম্মদাস। (উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত দিয়ে লতিকাকে বেষ্টন ক'রে) লতা !

লতিকা। (নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা ক'রে) না,—আমাকে যেতে দাও—

ধর্ম্মদাস। (লতিকাকে ছেড়ে দিয়ে, তার সামনে এসে দাঁড়ালেন—তারপর লতিকার দু-হাত নিজের দু-হাত দিয়ে ধ'রে, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে) আমি জানতে চাই লতা—এর মানে কী ?

লতিকা। (একটু তীব্রভাবে) 'মানে'—?

ধর্ম্মদাস। হ্যাঁ।—আজ এই তেরো বছর পরে—মিছে একটা কল্পনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার মানে কী?—এই তেরো বছরের মধ্যে কোথাও—কোনখানে আমার কাছ থেকে এতটুকুও অনাদর পেয়েছ কী?—তোমার ভাল কাপড়ের জন্যে, গয়নার জন্যে, একটা মুখের কথাও বের করতে হয়েছে কী? তার আগেই কি, আমি তোমার মন বুঝে, তোমাকে সব দিইনি—?

লতিকা। দিয়েছ, দিয়েছ, ওগো দিয়েছ!—মাটির পুতুলকে রাংতা দিয়ে, ডাকের গহনা দিয়ে সাজিয়েছ!—আর—আর আমি নির্ব্বোধের মত তাই নিয়ে আনন্দ করেছি!—আমায় ছেড়ে দাও,—আমায় যেতে দাও—আমি রক্ত-মাংসের মানুষ নই—আমি মাটির পুতুল—ছেলে মানুষ করা কল!—দাও—যেতে দাও—

ধর্ম্মদাস। (জোর ক'রে লতিকাকে সোফার উপর বসিয়ে, হুকুমের স্বরে) বোসো!

লতিকা নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রেখে ফোঁপাতে লাগল। ইতি-মধ্যে, বাইরের দরজা দিয়ে **অধীর** ভিতরে ঢুকেই, এই দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—তার মুখে একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠ্‌লো—তারপর সে সকলের অলক্ষ্যে আবার বাইরে চ'লে গেল

ধর্ম্মদাস। (হুকুমের স্বরে) শোনো—কান্না বন্ধ করো— (লতা প্রাণপণ জোরে নিজেকে সম্বরণ ক'রে কাঠ হ'য়ে উঠে বসল—তার দিকে চেয়ে—আগের মত কঠোর স্বরে) জেনে রাখো—এ সব জিনিষের আমি প্রশ্রয় দিই না। (তারপর স্বর একটু মোলায়েম ক'রে) বড়ই দুঃখের

বিষয়, লতা, যে, তেরো বছরের মধ্যে যা করতে হয়নি—আজ আমায় তাই করতে হ'ল—আমি কোনদিন তোমাকে হুকুম করিনি—

লতিকা। (কষ্টে নিজেকে সংযত ক'রে)—যাক্—তেরো বছরের ভুল আজ ভেঙে গেল— (উঠে দাঁড়াল—তার পা টলছিল)

ধর্ম্মদাস। দাঁড়াও লতা—ভুল বুঝো না !—এ পৃথিবীতে মানুষের কামনার যদি কিছু থাকে—সে হচ্ছে কর্ত্তব্য করা—কর্ত্তব্য করবার শক্তি পাওয়া—

লতিকা। তুমি তাই মনে কর ?

ধর্ম্মদাস। শুধু মনে করি না, কাজেও করি—

লতিকা। কিন্তু স্নেহ-ভালবাসাও কি কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য মেনে চলে ?

ধর্ম্মদাস। চলা উচিত—সেই জন্যেই স্বামীর স্ত্রীকে ভালবাসা উচিত—স্ত্রীর স্বামীকে ভালবাসা উচিত—

লতিকা। উচিত মনে ক'রেই তাহ'লে তুমি আমাকে ভালবেসেছিলে !

ধর্ম্মদাস। আজ সে তর্ক তোমার সঙ্গে করব না লতা—আজ শুধু এইটুকু জেনে রাখো যে, এখন আমাদের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য হচ্ছে—খোকাকে মানুষ করা।—তার কাছে আর সব জিনিষকে স'রে দাঁড়াতে হবে—

লতিকা। (সহসা ঝেঁকে উঠে) আমি তা মানি না—মানি না—মানি না—

[জোরে পা ফেলে ভিতরে চ'লে গেল

ধর্ম্মদাস। (বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে, খানিকক্ষণ অন্দরের দরজার দিকে চেয়ে রইলেন—তারপর সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে) নবীন !

প্রবেশ **নবীন**

ধর্ম্মদাস। তামাক!

নবীন। (কল্কে তুলে নিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে) তামাক তো ঠিকই আছে বাবু! বড় তাওয়া দিয়েছিলাম যে—

ধর্ম্মদাস। ঠিক আছে।—আচ্ছা, যা— (আলবোলার নল মুখে দিলেন—নবীন অন্দরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল)—নবীন! (নবীন আবার ফিরে এলো) খোকা কি এখনো বল্ খেলছে?

নবীন। বোধ হয়।—দেখব বাবু?

ধর্ম্মদাস। না—থাক্—

নবীন আবার অন্দরের দিকে এগিয়ে গেল

ধর্ম্মদাস। ত্থাখ্ নবীন (নবীন আবার ফিরে এলো) সরমাকে গিয়ে বল্, তোর মা-ঠাক্‌রুণের কাছে থাকতে—তাঁর শরীর খারাপ—যা—(নবীন আবার অন্দরের দিকে এগিয়ে গেলে—তার উদ্দেশ্যে) না থাক্ (নবীন ফিরে দাঁড়াল—নিজে উঠে) আমিই যাচ্ছি—

প্রবেশ **নিতাই সরকার** ও একজন ভদ্রলোক—এদেশে ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায়, ইনি তাই। কিন্তু, এঁর চোখের দৃষ্টির একটু বিশেষত্ব আছে। ইনি কারো দিকে চাইলে মনে হয়, যেন তা তীক্ষ্ণ-মুখ অস্ত্রের মত দেহ ভেদ ক'রে অন্তরে প্রবেশ করতে চাইছে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হ'লেও, দেহ যুবার মতই সবল। **নিতাই সরকার** বাড়ীর সরকার

নিতাই। বাবু! এই বাবুটি এসেছেন—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। বলছেন—জরুরী কাজ আছে—

ধর্ম্মদাস। (আগন্তুক ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে ভ্রূ-কুঞ্চিত কোরে) জরুরী!

ভদ্রলোক। (বেশ সপ্রতিভ-ভাবে) জরুরী এবং গোপনীয়। (তারপর নিতাই এবং নবীনকে দেখিয়ে) এঁরা যদি এখানে না থাকেন, তাহ'লে কি বিশেষ ক্ষতি আছে?

ধর্ম্মদাস (নিজে ব'সে ভদ্রলোককে সামনের চেয়ার দেখিয়ে) বসুন— (ভদ্রলোক বসলেন) আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ভদ্রলোক। (সে কথার উত্তর না দিয়ে, নিতাই ও নবীনকে দেখিয়ে) এঁদের সঙ্গে চুকিয়ে নিলে হ'ত না—?

ধর্ম্মদাস। ওঃ!—নবীন! যা, ভেতরে সরমাকে গিয়ে বলগে যা;— নিতাই! একবার বাইরে যাও তো—

[প্রস্থান **নবীন** ও **নিতাই**

হ্যাঁ, তারপর?

ভদ্রলোক। (উঠে বাইরের দরজায় গিয়ে দেখে এলেন, নিতাই সত্য-সত্যই চ'লে গেছে কি না—তারপর ফিরে এসে চেয়ারে ব'সে, অন্দরের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে, ধর্ম্মদাসের দিকে ফিরে একটা নীরব হাসি হেসে) সাবধানের মার নেই—কি বলেন?

ধর্ম্মদাস। (গম্ভীরভাবে) আপনার কি দরকার বলুন—আমি বেশীক্ষণ বসতে পারব না।

ভদ্রলোক। (ধর্ম্মদাসের দিকে মুখ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে—স্বর নীচু ক'রে) আমি সি-আই-ডি ইন্‌স্পেক্টার—

ধর্ম্মদাস। সি-আই-ডি!

ভদ্রলোক। (বাধা দিয়ে নীচু স্বরে) আস্তে! এই আমার কার্ড (পকেট

থেকে কার্ড বের ক'রে ধর্ম্মদাসকে দেখালেন) আমিই ইন্‌স্পেক্টার কাঞ্জিলাল।

ধর্ম্মদাস। (কার্ড দেখে) বেশ!—আমার সঙ্গে আপনার প্রয়োজন?

কাঞ্জিলাল। আছে বৈ কি! নৈলে এতদূর এসেছি! কানপুরে জহরলাল শেঠের বাড়ীতে চুরির ব্যাপারটা শুনেছেন তো?

ধর্ম্মদাস। না, শুনিনি—

কাঞ্জিলাল। সে কি! মস্ত চুরি! আপনি খবরের কাগজ পড়েন না?

ধর্ম্মদাস। —কিন্তু, আপনার এখানে আসবার কারণ?

কাঞ্জিলাল। সেই কথাই তো বলছি।—এই চুরির তদন্তের ভার পড়েছে আমার ওপর।

ধর্ম্মদাস। ওঃ!—তা এখানে কী উদ্দেশ্যে এসেছেন?

কাঞ্জিলাল। এইবার সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম। খবরের কাগজ যদি পড়তেন, তাহ'লে আপনি দেখতে পেতেন, জনকতক বাঙালীর দ্বারা এই চুরি হয়েছে—

ধর্ম্মদাস। (একটু অসহিষ্ণু-ভাবে) কিন্তু এখানে কী মনে ক'রে এসেছেন?

কাঞ্জিলাল। (প্রশান্তভাবেই) ক্রমশঃ সেই কথাই আসছে। আমি তাদের একজনকে কানপুর থেকে কাশী পর্য্যন্ত ট্রেস্ করেছি। তারপর—সে মোগলসরায়ে এসে ডাউন ট্রেনে উঠেছে, এ-ও জানতে পেরেছি—তার হাতে কাগজে মোড়া একটা বাণ্ডিল—

ধর্ম্মদাস। বেশ! কিন্তু, এখানে কী দরকার—তা তো বললেন না—

কাঞ্জিলাল। বলছি—(ধর্ম্মদাসের মুখের উপর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি স্থাপন ক'রে

কিছুক্ষণ থেকে, সহসা) আজ আপনার এখানে কাশী থেকে কেউ এসেছে ?

ধর্ম্মদাস। এসেছে।

কাঞ্জিলাল। (উৎসাহের সঙ্গে) এসেছে ?—ব্যস্ !—সম্পূর্ণ অচেনা লোক তো ?

ধর্ম্মদাস। সম্পূর্ণ অচেনা কী ক'রে বলি !—আমার সম্বন্ধী।

কাঞ্জিলাল। (হতাশ হ'য়ে) আপনার সম্বন্ধী ?—আপনার স্ত্রীর—?

ধর্ম্মদাস। হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর দাদা।

কাঞ্জিলাল। তাইত ! (তারপর হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়াতে) কিন্তু, আপনার চাকর বললে যে নতুন লোক—

ধর্ম্মদাস। তার কাছে নতুন।—আমার সম্বন্ধী।চোদ্দ বৎসর বিদেশে ছিলেন—

কাঞ্জিলাল। চোদ্দ বৎসর বিদেশে !—নাঃ—তাহ'লে হ'ল না—এরা সবে বাংলা দেশ থেকে গিয়েছিল—(একটু হতাশ হ'য়ে) একেবারে false scent—

ধর্ম্মদাস। —আপনার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে ?

কাঞ্জিলাল। (উঠে দাঁড়িয়ে) নাঃ—(তারপর আপন মনে) বড় দাঁওটা ফস্কে গেল !—দলীলগুলোর জন্যে শেঠজী লম্বা বকসিস্ ঘোষণা করেছে—

ধর্ম্মদাস। দলীল ? তাঁর কি খালি দলীল চুরি হয়েছে ?

কাঞ্জিলাল। (একটু রুক্ষ-ভাবে) খবরের কাগজে দেখেন নি ?— টাকা-কড়ি, হীরে-জহরতের সঙ্গে কতকগুলো দামী দলীলও খোয়া গিয়েছে—শেঠজী হীরে-জহরতের পরোয়া করে না—তাঁর ঝোঁক ঐ দলীলগুলোর দিকেই—যাক্—নমস্কার। (এগিয়ে বাইরের দরজার

দিকে গেলেন, তারপর হঠাৎ কী একটা মনে পড়ায় ফিরে এসে) হ্যাঁ, দেখুন—এই—যিনি এসেছেন, ইনি যে আপনার সম্বন্ধী—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তো ?

ধর্ম্মদাস। সন্দেহ !

কাঞ্জিলাল। বলছেন—চোদ্দ বৎসর বিদেশে ছিলেন ;—এমনও তো হ'তে পারে—কেউ তাঁর নাম নিয়ে—

ধর্ম্মদাস। আপনাদের মন বড় সন্দিগ্ধ !

কাঞ্জিলাল। আমরা অনেক দেখেছি কি না !—এ-রকম কেস হ'য়েও গিয়েছে—

ধর্ম্মদাস। (একটু বিরক্তভাবে) আমার স্ত্রী কি তাহ'লে বুঝতে পারতেন না ?

কাঞ্জিলাল। স্ত্রীলোকের চোখে ধূলো দেওয়া মোটেই শক্ত নয়—

ধর্ম্মদাস। থাক্ ।—আপনি তাহ'লে আসুন—নমস্কার।

কাঞ্জিলাল। নমস্কার। —(যেতে যেতে) কিন্তু, এ সম্বন্ধে sure হওয়া দরকার।

[প্রস্থান

ধর্ম্মদাস। (বাইরের দরজার দিকে চেয়ে চিন্তান্বিত-ভাবে) দলীল চুরি ! (তারপর সোফায় হেলান দিয়ে আলবোলার নল মুখে দিয়ে)—দলীল ! (হঠাৎ কী মনে ক'রে আলবোলার নল ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—এমন সময় অন্দরের দরজা দিয়ে লতিকার প্রবেশ) এই যে লতা ! আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম—

লতিকা। (ধর্ম্মদাসের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চেয়ে)—আমার অসুখ করেছে ব'লে, তুমি সরমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলে ?

ধর্ম্মদাস। হ্যাঁ।—কিন্তু সে কথা থাক্—তার চেয়েও গুরুতর—

লতিকা। তোমার কাছে কথাটা তুচ্ছ হ'তে পারে—কিন্তু, আমার এই দুর্ব্বলতা কি ঝি-চাকরের কাছে প্রকাশ না হ'তে দিলে চলতো না?—সরমা যখন গিয়ে জিজ্ঞেস করলে "কী হয়েছে মা?"—লজ্জায় মাথা কাটা গেল!—ছিঃ ছিঃ!

ধর্ম্মদাস। (গম্ভীরভাবে) ও কথা পরে শুনব।—ওর চেয়েও গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে! তোমার অধীর-দা আমায় কতকগুলো দলীল রাখতে দিয়েছেন—দেখেছ তো?

লতিকা। (বিবর্ণ হ'য়ে) দলীল! অধীর-দা! দেখেছি—

ধর্ম্মদাস। হুঁ!—আচ্ছা, তোমার এই অধীর-দা—এ ঠিক তোমার অধীর-দা তো?—কোন ভুল নেই?

লতিকা। (রুদ্ধ-নিশ্বাসে) তার মানে?

ধর্ম্মদাস। মানে, তুমি ঠিক চিনতে পেরেছ তো? যে—এ তোমার অধীর-দা—আর কেউ নয়?

লতিকা। এ সন্দেহ তোমার আসে কী ক'রে?—যাকে আমি এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি, তাকে চিনতে পারব না?

ধর্ম্মদাস। (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে) যাক্—একটা ভারী বোঝা নেমে গেল।—বাস্তবিক, সঙ্গের প্রভাব বড় ভয়ানক!

লতিকা। তোমার কথা বুঝতে পারলুম না—

ধর্ম্মদাস। পুলিসের ইন্‌স্পেক্টার একটি বাবু এসেছিলেন—একজন লোক এক মহাজনের কতকগুলি দলীল চুরি ক'রে কাশী থেকে রেলে চড়েছে—

লতিকা। দলীল! চুরি ক'রে!

ধর্ম্মদাস। তাঁর কথাতেই—আমার মনে কী রকম সন্দেহ এল—অধীর-দা যে দলীলগুলো দিয়েছে, সেগুলো কি—

লতিকা। (আশঙ্কার সঙ্গে) ইন্‌স্পেক্টার বাবু কি বলেন ?

ধর্ম্মদাস। তিনি বলেন ও অধীর-দাই নয়—অন্য কেউ অধীর-দা সেজে এসেছে।—বড় সন্দিগ্ধ মন ওঁদের—রাত দিন চোর-ডাকাতের সঙ্গ করতে হয় কিনা--কাউকে বিশ্বাস হয় না ! (একটু হেসে) দেখ না তোমার অধীর-দাকেই চোর-ডাকাতের সামিল ক'রে দিয়েছিলেন।

লতিকা। অধীর-দা ! চোর-ডাকাত !

ধর্ম্মদাস। দেখি, তিনি আছেন না চ'লে গিয়েছেন। কে জানে হয়ত অধীর-দাকেই এ নিয়ে প্রশ্ন ক'রে বসবেন ! আমার এখানে সেটা বাঞ্ছনীয় নয়।

[প্রস্থান

লতিকা। (আপন মনে) দলীল ! চুরি !

সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজলে

প্রবেশ অধীর শিস্ দিতে দিতে

অধীর। (লতিকাকে) এই যে লতি !

লতিকা। (চমকে উঠে) অধীর-দা !

অধীর। (ঈষৎ হেসে) চমকে উঠলে যে ?—অপর কারো প্রতীক্ষা করছিলে ? (একটু শ্লেষের সঙ্গে) গাঙুলি মশায়ের বোধ হয় !—পণ্ডিত লোক ! বিচক্ষণ !

লতিকা। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অধীরের দিকে চেয়ে) একটা কথা আমি সঠিক জানতে চাই—তুমি সত্যি বলবে ?

অধীর। তোমার কী মনে হয়?

লতিকা। ওঁর কাছে তুমি যে কাগজগুলো রাখতে দিয়েছ—তার মধ্যে কোন চোরাই দলীল আছে?

অধীর। আছে।—নিশ্চয় আছে।

লতিকা। (দাঁড়িয়ে উঠে উত্তেজিত-ভাবে) আছে!—চোরাই দলীল আছে!

অধীর। তুমি লাফিয়ে উঠলে যে লতি! তুমি আমায় ঠাওরেছিলে কী? —আমি একজন নবীন যোগী?—যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম শেষ ক'রে, তোমার কাছে প্রত্যাহার-ধ্যান-ধারণা-সমাধি শিখতে এসেছি? আমি কালাপানি-ফেরত!—আমার কাছে দু'-চারখানা চোরাই দলীল যদিই বেরোয়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কী আছে?

লতিকা। (উত্তেজিত-ভাবে) তুমি কী করেছ তা জান?

অধীর। নিশ্চয়। আমি যা করেছি, তা আমি যদি না জানব—জানবে কে?

লতিকা। (উত্তেজনার সঙ্গে) তুমি একজন নির্দ্দোষী লোককে তোমার এই হীন কাজের সঙ্গে জড়িয়েছ।

অধীর। (বিদ্রূপের স্বরে) নির্দ্দোষী লোকটি কে? তোমার এই ধর্ম্মদাস গাঙুলি তো?—আমি তাকে জড়াই নি।—আমার ঢের আগে তুমিই লতার মত তার সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়েছ।—তোমায় কি ব'লে ডাকেন? 'লতা!'—নয়?—'লতা!'

লতিকা। তুমি এখন কী করবে ঠিক করেছ?

অধীর। আপাততঃ আহারাদি ক'রে নিদ্রা—

লতিকা। তার সুযোগ না-ও ঘটতে পারে।

অধীর। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লতিকাকে দেখে) অর্থাৎ—?

লতিকা। পুলিস তোমার পিছু পিছু এসেছে—তা জান ?

অধীর। পুলিস !—আমার পেছনে ?—আমি আপাততঃ এমন কিছু করিনি, যাতে পুলিস আমার পিছু পিছু ফিরতে পারে।

লতিকা। দলীল-চুরি কি পুলিসের এলাকার বাইরে ?—

অধীর। (তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লতিকার উপর ফেলে)—না—কিন্তু আজ পনেরো বছর পরে সে মামলা উঠতে পারে না।—ও চোরাই দলীল চোদ্দ বছর ধ'রে সরকারের ঘরেই জমা ছিল—সে সময় যদি কোন প্রশ্ন না উঠে থাকে, আজও উঠবে না—আর তার জন্যে পুলিসও পেছনে লাগবে না।

লতিকা। (গম্ভীরভাবে) তুমি বলতে চাও, কাশী থেকে এক মহাজনের কতকগুলি দামী দলীল চুরি ক'রে পালাও নি ?

অধীর। দামী দলীল ? মহাজনের ?—(একটু শ্লেষের হাসি হেসে) আমার চোরাই দলীলের মহাজন একমাত্র তুমি লতি !—আর, সে দলীলের দাম তোমার কি গাঙুলি মশায়ের কাছে হয়ত লাখ টাকা হ'তে পারে—কিন্তু অন্য কারো কাছে এক কাণাকড়িও নয়।

লতিকা। কাশী থেকে যে ইন্‌স্পেক্টার বাবুটি তোমার পিছু পিছু এসেছেন, তিনিই তা ভাল বুঝবেন।

অধীর। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লতিকাকে একবার দেখে নিয়ে, তারপর) নাঃ—তুমি আমায় খোঁচা দেবার জন্যে একথা বলছ না।—তোমার কথা সত্যি ব'লেই মনে হচ্ছে।

লতিকা। তুমি তোমার ওই দলীল নিয়ে, কবে এখান থেকে যাচ্ছ—?

অধীর। আপাততঃ এ জায়গাটা মন্দ লাগছে না !

লতিকা। তাহ'লে ঐ দলীলগুলো ইন্‌স্পেক্টার বাবুর হাতে দিতে তোমার কোন আপত্তি নেই ?

অধীর। (শ্লেষের সঙ্গে) জানো—ঐ সীল-করা লেফাপার মধ্যে কি আছে ?—রতন-দার ডায়রীর খান-চারেক ছেঁড়া পাতা—আর তোমার উদ্দেশ্যে লেখা তার একখানা চিঠি—

লতিকা। চিঠি! আমার উদ্দেশ্যে লেখা!

অধীর। আরও দু-চারখানা কাগজ আছে—যেমন,তোমার মার একখানা চিঠি—ভটচাজ্যির নাম ঠিকানা, ইত্যাদি, ইত্যাদি—মোট কথা, তোমার প্রথম বিবাহের সমস্ত প্রমাণ।—দিতে চাও ইন্‌স্পেক্টারকে—আমার কোন আপত্তি নেই—

লতিকা। (ক্রুদ্ধ হ'য়ে) আমায় ভয় দেখাচ্ছ, অধীর-দা ?

অধীর। (একটু হেসে) গাঙুলি মশায় এসব দেখলে খুব খুসী হ'য়ে উঠবেন!—কী বল ?

লতিকা। (আরও বেশী উত্তেজিত হ'য়ে) তুমি—তুমি—

অধীর। তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলে না লতি—আমার এখানে আসবার উদ্দেশ্য কি ? তাহ'লে শোনো—আমার উদ্দেশ্য তোমাকে এই বর্ব্বর জমিদারের হাত থেকে মুক্ত করা—

লতিকা। চুপ করো—কাকে কী বলতে হয়, তুমি জান না—

অধীর। খুব জানি! একটু আগে দেখেও গেছি। (লতিকা চমকে উঠল) তোমার লজ্জা করে না, লতি ?—ঐ বর্ব্বরের কাছে নিজেকে নত করতে ?

লতিকা। (ক্রুদ্ধ হ'য়ে) অধীর-দা!

অধীর। আমার মনে হচ্ছিল—তোমার ঐ স্বর্ণ-গর্দ্দভের ঘাড়টা ধ'রে মুচড়ে

দিই।—আর, তুমিও এত নীচে নেমে গেছ লতি—সোনার লোভ তোমাকে এমনি পেয়ে বসেছে যে, ওর পায়ের কাছে নিজেকে লুটিয়ে দিতে দ্বিধা করছ না!

লতিকা। আমি তোমাকে বলেছি অধীর-দা, আবার বলছি—ও কথা আমি শুনব না—শুনতে চাই না।—যে মহৎ তার নিন্দা করতে তোমার হয়ত বাধে না—কিন্তু শুনতে আমার বাধে।

অধীর। একদিনও তুমি রতনদাকে দেখেছিলে!—একদিনও তার হাতে হাত দিয়েছিলে!—(লতিকা কথা কইলে না দেখে) তারপরেও ঐ বর্ব্বরটার সাহচর্য্য করা তোমার সম্ভব হয়েছে!

লতিকা। (ভিতরের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে) আমি চললুম—তোমার যা বলবার, চেয়ারগুলোকে বলতে পার।

অধীর। (লতিকার সামনে এসে পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে) তোমায় শুনে যেতে হবে—

লতিকা। আমি যদি অস্বীকার করি?

অধীর। (অর্থপূর্ণ হাসি হেসে) অস্বীকার তুমি করবে না।—শোনো—রতন-দা তোমাকে যে চিঠি লিখে গিয়েছিল—কী লিখেছিল, কিছু আন্দাজ করতে পার?

লতিকা। বল—

অধীর। রতন-দা তার শেষ চিঠিতে তোমাকে পুনর্বিবাহের অনুমতি দিয়ে গিয়েছিল—(উত্তেজিত স্বরে) কিন্তু কোন জমিদারকে নয়।—বুঝতে পারছ?—কোন জমিদারকে নয়—

লতিকা। আমি শুনছি—

অধীর। ডায়রীর ছেঁড়া পাতা ক'খানাতে তার আত্মহত্যা করবার কারণ লেখা আছে—তোমার শুনতে কৌতূহল হচ্ছে না?

লতিকা। না—

অধীর। (আরও উত্তেজিত হ'য়ে) না?—সে একটা সমিতির সভ্য ছিল—যারা সকলেই প্রতিজ্ঞা করেছিল, তারা কখনো বিবাহ করবে না—তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই এখন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করছে—কেবল রতন-দা তার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের আত্মগ্লানিতেই আত্মহত্যা করলে।—বুঝতে পারছ?—ঝোঁকের মাথায় তোমাকে বিবাহ করেছিল ব'লেই সে আত্মহত্যা করেছিল!—তার আত্মহত্যার জন্য দায়ী তুমি!—বুঝতে পারছ?

লতিকা। (উদাসভাবে) বুঝলুম।

অধীর। (আরও উত্তেজিত হয়ে) বুঝলুম!—কত বড় একটা মহাপ্রাণ তোমার দোষে পৃথিবী থেকে চ'লে গেল!—তার জন্যে তোমার অনুতাপ হচ্ছে না?

লতিকা। আজ এই পনেরো বছর পরে তার জন্যে আমি শোক ক'রব—এই তুমি চাও?

অধীর। সে কত বড় ছিল! কী মহৎ!

লতিকা। পনেরো বছর আগে একদিন কেঁদেছিলুম—সে-ও মা'র কান্না দেখে—তার জন্যে নয়—

অধীর। তুমি বলছিলে না লতি, তুমি তোমার এই জমিদার স্বামীকে ভালবাস? (লতিকা কথা কইলে না দেখে) আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না—

লতিকা। (উদাসভাবে) তোমার ইচ্ছা।

অধীর। রতন-দার ছোঁয়াচ একদিনও যার গায়ে লেগেছে, সে-ও তাকে মনে রেখেছে—অনায়াসে ভুলতে পেরেছ খালি তুমি!—(রেগে উঠে) তুমি কাউকে ভালবাসতে পার না—তুমি ভালবাস নিজেকে—নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে—

লতিকা। তোমার আর কিছু বলবার আছে ?

অধীর। তোমাকে আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।—(উগ্রভাবে) তোমার এই আরাম-বিলাস আর থাকবে না—যদি আমার কিছুমাত্র হাত থাকে—

লতিকা। এবার তাহ'লে আমি যেতে পারি ?—

অন্দরের দিকে অগ্রসর হবার উপক্রম

অধীর। (সেইরকম উগ্রভাবে) আমি রহস্য করছি না, লতি!

লতিকা। (স্থির ও শান্ত ভাবে) আমি তা জানি।—কিন্তু, আমি নিজে গিয়ে এখনি আমার স্বামীর কাছে সব খুলে বলব।

অধীর। (অতিমাত্র বিস্মিত হ'য়ে) তুমি! তুমি!—নিজে!

লতিকা। হ্যাঁ, আমি নিজে। তিনি আমায় যা শাস্তি দেবেন, গ্রহণ করব—যতই কঠোর হোক্।—তোমার মুঠোর মধ্যে থেকে এই নির্য্যাতন সহ্য করব না।—আর এক মুহূর্ত্তও নয়! (যাবার উপক্রম)

অধীর। বলতে পারবে ? ধর্ম্মদাস গাঙুলির কাছে ? তাহ'লেও তো বুঝব, তোমার সৎসাহস আছে। যখন—সমাজপতি তোমাকে ভ্রষ্টা ব'লে—আর খোকনকে জারজ ব'লে, ত্যাগ করবেন—

লতিকা। (ক্রন্দন-রুদ্ধ স্বরে) খোকন! খোকনকে—

অধীর। খোকনকে তিনি ভালবাসেন বটে!—তা ছাড়া, তিনি জমিদার,

সমাজপতি,—মস্ত মানী লোক—অপমান হজম করতে না পেরে আত্মহত্যা করাও তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়—

লতিকা। অধীর-দা, তুমি কী?

অধীর। এই সৎসাহস যদি দেখাতে পার, তাহ'লেও বুঝব, রতনদার মুহূর্ত্তের সান্নিধ্যও ব্যর্থ হয়নি।

লতিকা। (ফিরে এসে সোফায় ব'সে, নির্জ্জীবভাবে) অধীর-দা, তোমার কাছে আর কিছু চাই না—খালি দয়া ক'রে আমায় একটুখানি একলা থাকতে দাও—

অধীর। আমি একেবারে হৃদয়হীন—মায়া-মমতা ব'লে আমার মধ্যে কিছু নেই—না, লতি?

লতিকা। তুমি যা চাইছ, আমি তাই করব—আমায় একটুখানি সময় দাও—

অধীর। (ঈষৎ হেসে) কিন্তু, তুমি যা ভাবছ, তা হবে না—(লতিকা অধীরের মুখের দিকে চাইলে) আমি তো জমিদার নই লতি!—আমার ভুঁড়িও নেই, গোঁপও নেই—কাজেই, তোমার মনটা সাফ আয়নার মত দেখতে পাই—

লতিকা। (একটু বিরক্তভাবে) আমি মিছে কথা বলছি না—আমি সত্যিই আমার স্বামীকে ছেড়ে যাব।

অধীর। (বিচিত্রভাবে হেসে) কিন্তু তা হবে না।

লতিকা। (মিশ্রিত বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গে) তুমি তো তাই চাও?

অধীর। তুমি যে-ভাবে চাইছ সে-ভাবে নয়!—তুমি ভাবছ—কোনটা সোজা হবে? দড়ি, আফিং, প্রভৃতি অনেকগুলো alternative মাথার মধ্যে খেলছে, কেমন? (লতিকা উত্তর দিলে না—অধীরের

দিকে খালি চেয়ে রইল) কিন্তু ও মোটেই চলবে না, লতি !—তোমার এই জীবন্ত শরীরটাকে নিয়েই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—

লতিকা। সে আমার ইচ্ছা—

অধীর। তোমার ইচ্ছার এতখানি স্বাতন্ত্র্য আছে মনে কর? তোমাকে আমার ইচ্ছায় চলতে হবে!

লতিকা। অর্থাৎ—?

অধীর। অর্থাৎ, বেয়াড়া কিছু করবার চেষ্টা করলেই, আমি সমস্ত কাগজ-পত্র মহীনের হাতে দেব। মহীন গাঙুলি মশায়কে কী ব'লে শাসিয়ে গেছে, তা বোধ করি তোমার অবিদিত নেই—

লতিকা। অধীর-দা, আমি তোমায় দাদা ব'লে ডেকেছি,—আমি যদি সত্যিই তোমার বোন হতুম, আমার যতই দোষ থাক্—আমি যতই অপরাধ করি—এই ভাবে পীড়ন করতে পারতে?

অধীর। একে তুমি পীড়ন বল লতি?—আমি মহাপাতক থেকে তোমায় রক্ষা করছি।—আত্মহত্যা মহাপাপ, এটা স্বীকার কর তো?

লতিকা। (সহসা খাড়া হয়ে উঠে ব'সে) বেশ! তুমি যা চাও, তাই হবে। এইবার একটু একলা থাকতে দাও—তোমায় মিনতি করছি —(দু' হাতে মুখ ঢাকলে)

অধীর। (খানিকক্ষণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে লতিকার দিকে চেয়ে রইল—তারপর যেন একটা ভাব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, স্থির স্বরে) ছাখ লতি —(লতিকা মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে অধীরের দিকে চাইলে)— আমি যদি প্রমাণের কাগজ-পত্র সব তোমার হাতে দিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করি?

লতিকা। (বিস্মিত হয়ে) অধীর-দা!

অধীর। তুমি সুখী হবে?

লতিকা। (আর-পারি-না-যা-হবার-হোক্ এই ভাবে) আর আমাকে পীড়ন ক'রে কোন লাভ আছে, অধীর-দা?

অধীর। (লতিকার মুখের দিকে চেয়ে একটু ইতস্ততঃ ক'রে, তার সামনে এসে দাঁড়াল—তারপর গম্ভীরভাবে) শোন লতি—(আবার একটু ইতস্ততঃ ক'রে) কিন্তু রতনদা!—নাঃ—থাক্—

প্রবেশ বিরক্তভাবে **ধর্ম্মদাস**

ধর্ম্মদাস। আচ্ছা সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক এরা!—বুঝেছ লতা? সেই এক কথা "কাশী থেকে যে এসেছে—" (সহসা অধীরকে দেখে) ওঃ! আপনি এখানে!

অধীর। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এখানে—কিন্তু, সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক কারা তা তো বললেন না—

ধর্ম্মদাস। (অধীরের দিকে চেয়ে একটু চিন্তার ভাবে) নাঃ, ও বলাই ভাল।—কি বল লতা?

অধীর। লতি যাই বলুক—আমি বলছি, কথা গোপন করার চেয়ে বলাই ভাল।

ধর্ম্মদাস। ঠিক বলেছেন, ব্যবহার সব সময়ে সোজা, সরল, খোলাখুলি হওয়াই বাঞ্ছনীয়—তাতে মনে কোন গ্লানি জমে ওঠবার অবকাশ পায় না।

অধীর। (লতির দিকে অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে) লতি কি বল?

লতিকা। (কি ভাবছিল—হঠাৎ চমকে উঠে) অ্যাঁ?

অধীর। (মুখে নিরীহ ভাব কিন্তু স্বর শ্লেষ-পূর্ণ) সোজা, সরল,

খোলাখুলি ব্যবহার সম্বন্ধে তোমার মত গাঙুলি মশাই জানতে চাইছেন।

লতিকা। (যন্ত্র-চালিতের মত) আমার মত !

অধীর। ঠিক ! তোমার আবার মত কিসের ? স্বামীর মতেই সাধ্বীর মত।—(ধর্ম্মদাসকে) ব'লে ফেলুন গাঙুলি মশাই—সন্দিগ্ধ-প্রকৃতির লোকেদের কথা—তারা কে ও কী।

ধর্ম্মদাস। (লতিকার দিকে চেয়ে) আমি ঐ ডিটেক্‌টিভ্ বাবুটির কথা বলছিলুম।—আমাকে আবার ধরেছিলেন—সেই কথাই বারবার !—বলেন—

অধীর। (বাধা দিয়ে) যে আমি একজন মহাজনের কতকগুলো দলীল চুরি ক'রে পালিয়েছি—?

ধর্ম্মদাস। ঠিক তাই।—(লতিকাকে) লতা বলেছে বুঝি ?—ভালই হয়েছে।

অধীর। তাই, আপনারও সন্দেহ হয়েছে বোধ হয়—যে, আপনাকে যে সীল-করা লেফাপাখানা রাখতে দিয়েছি, সেখানা হয়ত—

ধর্ম্মদাস। (বাধা দিয়ে) না, না, সে কি !

অধীর। সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক।

ধর্ম্মদাস। (গম্ভীর হ'য়ে দৃঢ়তার সঙ্গে) না, আমার কোন সন্দেহ নেই, (ভাব আরও গম্ভীর ক'রে) কিন্তু, আমি বলতে চাই যে, যেখানে এরকম কোন সন্দেহের ব্যাপার ওঠে, সেখানে সেটা সোজাসুজি মিটিয়ে ফেলাই উচিত !

অধীর। কি ক'রে মিটবে ?

ধর্ম্মদাস। আপনার দলীলগুলো কি দেখাতে আপত্তি আছে ?

অধীর। আপনি দেখতে চান্ ?

লতিকা। (সহসা উত্তেজিত স্বরে) না, না—

ধর্ম্মদাস। (আশ্চর্য্য হ'য়ে লতিকার দিকে চেয়ে) লতা—?

লতিকা। (অবনত-মুখে, পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে মেঝে খুঁটতে খুঁটতে) অধীর-দার হয়ত এমন কিছু—গোপনীয় কিছু—

ধর্ম্মদাস। (ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে) কিন্তু—এমন কি ?

অধীর। (বাধা দিয়ে) লতি ঠিকই বলেছে।—ও দলীলগুলি অপ্রকাশ্য।

ধর্ম্মদাস। সে কি !

অধীর। আমায় মাপ করবেন গাঙুলি মশাই, ও আমি কাউকে দেখাতে পারব না।

ধর্ম্মদাস। (একটু হতাশভাবে) আপনার ইচ্ছা !—কিন্তু দেখাতে পারলেই ভাল ছিল। কে জানে, একদিন হয়ত আমারই মনে সন্দেহ উঠতে পারে—

অধীর। আপনার মনকে সন্দিগ্ধ ক'রে তোলার বাড়া মর্ম্মান্তিক ব্যাপার আমার পক্ষে যে কী হ'তে পারে, তা কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু এ আশঙ্কা স্বীকার ক'রেও, এ দলীল আপনার চোখের অগোচর রাখা ছাড়া উপায় নেই।

ধর্ম্মদাস। কিন্তু, তাহ'লে—

অধীর। এ দলীলের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা প্রকাশ হ'লে একজন ভদ্রমহিলার মাথা খাড়া ক'রে চলবার জো থাকবে না।

ধর্ম্মদাস। ভদ্রমহিলা এমন কিছু করতে পারেন না, যাতে তাঁর মাথা হেঁট হয়—

অধীর। (একটু শ্লেষের সঙ্গে) এ সম্বন্ধে হয়ত মতভেদ থাকতে পারে—

ধর্ম্মদাস। যাক্, সে তর্ক ক'রে কোন লাভ নেই।—কিন্তু এ অবস্থায়, ও দলীল আমার জিম্মায়—

অধীর। রাখা উচিত নয়। ঠিক ঐ কথাই আমি বলতে যাচ্ছিলুম।

ধর্ম্মদাস। আপনি দাঁড়ান—আমি নিয়ে আসি—

অফিসের দরজার দিকে অগ্রসর

অধীর। দেখুন গাঙুলি মশাই (ধর্ম্মদাস ভিতরের দিকে ফিরলেন) এ দলীল যে কোন মূল্যবান্ চোরাই দলীল নয়—তার মস্ত প্রমাণ আমি দোব।

ধর্ম্মদাস। দেবেন প্রমাণ? তাহ'লে—

অধীর। না, দলীল আপনি নিয়ে আসুন। আমি আপনার সামনে সেই দলীলগুলো কুচি কুচি ক'রে পুড়িয়ে ফেলব (অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টিতে লতিকার দিকে চাইলে)

লতিকা। (কৃতজ্ঞভাবে) অধীর-দা!

অধীর। (ধর্ম্মদাসকে) তাহ'লে তো আপনার অবিশ্বাসের কারণ থাকবে না?

ধর্ম্মদাস। আমি অবিশ্বাস করিনি।—(সন্দিগ্ধভাবে) অন্য লোকের অবিশ্বাস কিন্তু এতে দূর হবে না। তারা মনে করতে পারে—

অধীর। তারা যা-ই মনে করুক, তাতে কিছু এসে যাবে না, গাঙুলি মশাই।—আপনার সন্দেহ না হ'লেই হ'ল।—যান, নিয়ে আসুন—

[ধর্ম্মদাসের প্রস্থান

মানুষের কল্পনা আর বাস্তবের অভিজ্ঞতায় কত তফাৎ!—আশ্চর্য্য!—নয় লতি?

লতিকা। (কোমল-ভাবে) অধীর-দা!

অধীর। হ্যাঁ, এইটে কি একটা পরম আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় যে, মানুষ সঙ্কল্প করে এক, আর কাজ করে ঠিক তার উলটো—? আমাকে যদি কাল কেউ বলত!—যাক্—খুসী হয়েছ লতি?

লতিকা। আমি বরাবর তোমায় আপনার মা'র পেটের বড় ভায়ের মতই ভেবে এসেছি, অধীর-দা!

অধীর। (অদ্ভুত দৃষ্টিতে লতির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে) কিন্তু—রতন-দার আত্মহত্যা! (সহসা নিজেকে সম্বরণ ক'রে) না—তুমি নিষ্কণ্টক, নিরুদ্বেগ হও। সে ব্যাপারের সমস্ত প্রমাণ তোমার চোখের সামনে ছাই ক'রে দিয়ে—আমি এখুনি বিদায় নোব।

লতিকা। না, আমি তোমাকে যেতে দোব না, অধীর-দা!—কিছুদিন অন্ততঃ—

অধীর। সাবধান, লতি! মানুষের মনকে বিশ্বাস ক'রো না।—তার এক মুহূর্ত্তের সাধু সঙ্কল্প পর মুহূর্ত্তের অসাধু প্রেরণায় বিধ্বস্ত হ'য়ে যায়। এই দেখনা, আজই পূর্ব্বাহ্ণে তুমি চাইছিলে আমায় বিদায় ক'রে দিতে—আর সায়াহ্নে চাইছ ধ'রে রাখতে।

লতিকা। (লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হ'য়ে) আমায় মাপ কর, অধীর-দা! আমি ভুল বুঝেছিলুম।

অধীর। ভুল-বোঝাটা একমাত্র তোমারই একচেটে মনে কর? আমি—! —কিন্তু, সে ইতিহাস বলবার আজ আর সময় হবে না—

লতিকা। (অধীরের দিকে উদ্বিগ্ন-ভাবে চেয়ে) তোমার মনে নিশ্চয় একটা মস্ত বড় দুঃখ আছে, অধীর-দা।

অধীর। (ঈষৎ শ্লেষের হাসি হেসে) অদ্ভুত কথা! জান লতি—চোদ্দ

বছর যেখানে ছিলুম, দুঃখ নিয়ে কেউ সেখানে বাঁচে না।—বরং বলতে পার, উচ্চ আশা—ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র—

অফিসের দরজা দিয়া **ধর্ম্মদাসের** প্রবেশ

ধর্ম্মদাস। (পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে) হ্যাঁ, আমি পরশুই মহালে যাচ্ছি—সব যেন ঠিক থাকে—

সামনের দিকে ফিরলেন। **ধর্ম্মদাস** অফিসের দরজা থেকে বেরুবা-মাত্র বাইরের দরজা দিয়ে দ্রুতপদে প্রবেশ করলেন ডিটেক্‌টিভ **কাঞ্জিলাল,** তাঁর হাতে রিভলভার

কাঞ্জিলাল। Halt! দাঁড়ান। (রিভলভার তুলে ধর্ম্মদাসকে লক্ষ্য ক'রে) আপনাকে আমি কভার করছি।

ধর্ম্মদাস। (দাঁড়িয়ে প'ড়ে—কাঞ্জিলালের দিকে চেয়ে) এর মানে?

কাঞ্জিলাল। (ধর্ম্মদাসের দিকে এগিয়ে গিয়ে—রিভলভার না নামিয়েই) আমাদের চোখে ধূলো দেওয়া শক্ত! (বাঁ-হাত বাড়িয়ে) আপনার হাতের ঐ এনভেলপ্‌খানা আমায় দিতে হচ্ছে!

ধর্ম্মদাস। (মুখ লাল হ'য়ে উঠল) এ অন্যের গচ্ছিত—

কাঞ্জিলাল। (বক্রদৃষ্টিতে অধীরকে একবার দেখে নিয়ে) তা আমি জানি।—কিন্তু ওটা আমার চাই—

ধর্ম্মদাস। (বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে) আমার বাড়ীতে—আমাকে—

কাঞ্জিলাল। (ঈষৎ শ্লেষের হাসি হেসে) মাপ করবেন!

ধর্ম্মদাসের দিকে আরও এগিয়ে গেলেন

অধীর এতক্ষণ একদৃষ্টে **কান্তিলালকে** দেখছিল—**কান্তিলাল** **ধর্ম্মদাসের** দিকে অগ্রসর হ'তেই, সে গিয়ে তাঁর উপর লাফিয়ে প'ড়ে, তাঁর রিভলভার-ওঁচান ডান হাতে আঘাত করলে—**কান্তিলালের** হাত থেকে রিভলভার পড়ে গেল—**অধীর** পা দিয়ে রিভলভারটাকে দূরে সরিয়ে দিতেই ফায়ার হয়ে গেল। **অধীর ধর্ম্মদাসের** হাত থেকে লেফাফা খানা নিয়ে পূব দিকের বারাণ্ডায় গেল

অধীর। গাঙ্গুলি মশায়, লতিকে দেখুন—

লাফ দিয়ে নীচে পড়ল

লতিকা তখন অবসন্ন হয়ে ব'সে পড়েছে

ডিটেক্‌টিভ্ **কান্তিলাল** এতক্ষণ যেন হতবুদ্ধির মত হয়ে গিয়েছিলেন। **অধীর** লাফ দিয়ে নীচে পড়তেই, তিনি তাড়াতাড়ি রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে, **অধীর** যে পথে নীচে লাফিয়ে পড়েছিল, সেই পথে ছুটে গেলেন এবং আন্দাজি একটা ফায়ার করলেন। তারপর তিনিও সেই বারাণ্ডা থেকে লাফিয়ে পড়লেন

ধর্ম্মদাস। (ত্রস্ত পদক্ষেপে লতিকার কাছে এসে) লতা! লতা!

দ্বিতীয় অঙ্কের **যবনিকা** নেমে এল

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য :—একই সময় :—দু'দিন পরে অপরাহ্ণ

ধর্ম্মদাস একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে, আলবোলা টানছেন—চোখ অর্দ্ধমুদ্রিত, যেন কিছু ভাবছেন—প্রবেশ **লতিকা**

লতিকা। অধীর-দাকে দেখতে গিয়েছিলে ?

ধর্ম্মদাস। (চোখ চেয়ে) লতা !—আমি দলীলগুলোর কথা ভাবছি।—আশ্চর্য্য !

লতিকা। আমি অধীর-দার কথা বলছিলুম—

ধর্ম্মদাস। যদি চোরাই দলীল না-ই হবে—কিসের জন্য অধীর-দা এমন দুঃসাহসিক কাজ করলেন—একজন রাজকর্ম্মচারীর কাজে বাধা দেওয়া—

লতিকা। কিন্তু, সেগুলো যখন পাওয়া যাচ্ছে না—তখন তা নিয়ে ভেবে লাভ কি ?

ধর্ম্মদাস। এখন পাওয়া যাচ্ছে না—কিন্তু ডিটেক্‌টিভ্ বাবু বলছেন—তিনি তা বের করবেনই—যেখানেই থাক্।

লতিকা। (চমকে উঠল—তারপর নিজেকে সংযত ক'রে) অধীর-দা হয়ত সেগুলো নষ্ট ক'রে ফেলেছেন—

ধর্ম্মদাস। সম্ভব নয়। অধীর-দা দলীল নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন—সঙ্গে সঙ্গে ডিটেক্‌টিভবাবুও তাঁর পেছনে ছুটলেন। তারপর—অধীর-দা পা পিছলে পগার থেকে নীচে পড়ে গেলেন—তাঁর মাথা কেটে গেল—

অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল—এর মধ্যে দলীল নষ্ট করবার সময় পেলেন কোথায়?—ডিটেক্‌টিভবাবুরও সেই মত।

লতিকা। (সহসা জোরের সঙ্গে) তা কখ্‌খনো পাওয়া যাবে না।

ধর্ম্মদাস। (আশ্চর্য্য হ'য়ে লতিকার দিকে চেয়ে) লতা!

লতিকা। (নিজেকে সংযত ক'রে) পাওয়া যাক্ আর না-ই যাক্, তোমার-আমার কি?

ধর্ম্মদাস। কিন্তু কী এ দলীল?

লতিকা। আমি এসেছিলুম অধীর-দার কথা জিজ্ঞাসা করতে।—তুমি তাকে দেখতে যাও নি?

ধর্ম্মদাস। আঘাত গুরুতর নয়। মাথা কেটে গিয়ে একটু বেশী রক্তপাত হয়েছে।—কিন্তু, দলীলটা কিসের—

লতিকা। আজ তুমি অধীর-দাকে দেখতে গিয়েছিলে?

ধর্ম্মদাস। ডাক্তারবাবু বলেছেন বিশেষ ভয়ের কিছু নেই।—চোরাই দলীল?—কিম্বা অধীর-দা যা বলছিলেন, কোন ভদ্রমহিলার—

লতিকা। (সহসা উত্তেজিতভাবে) না, না—এ সেই চোরাই দলীল।

ধর্ম্মদাস। (আশ্চর্য্য হয়ে) লতা!—তুমি জান? (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লতিকাকে দেখে)—জানতে?

লতিকা। (মাথা অবনত ক'রে) আমি—আমি—(তারপর সহসা যেন মন স্থির ক'রে দৃঢ়ভাবে) জানতুম।

ধর্ম্মদাস। (মুখ অন্ধকার ক'রে) চোরাই দলীল?

লতিকা। (অবনত মুখে মাথা নেড়ে ক্ষীণস্বরে) হ্যাঁ—

ধর্ম্মদাস। তাহ'লে তুমি জানতে!

লতিকা। (যেন মরিয়া হ'য়ে উঠে) বার-বার এক প্রশ্নের কোন সার্থকতা আছে কি?

ধর্ম্মদাস। জানতে! তুমি জানতে! না, আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি, লতা, তুমি জানতে যে এ দলীল সেই মহাজনেরই চোরাই দলীল, অথচ আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানাও নি! (নিশ্বাস ফেলে) এ আমি ভাবতেও পারিনি।

লতিকা। (মাথা তুলে তীক্ষ্ণ স্বরে) স্বামীর কাছে সত্য গোপন করার শাস্তি তোমাদের সামাজিক শাস্ত্রে কী লিখেছে?

ধর্ম্মদাস। (তীব্রভাবে) লতা! তুমি এ-রকম গুরুতর ব্যাপার নিয়ে শ্লেষ করতে পার!

লতিকা। হয়ত, বিধাতা মেয়ে মানুষকে এমনি ক'রেই গড়েছেন। নিজেকে কিম্বা আত্মীয়কে বাঁচাবার জন্য মিথ্যাচার করতেই তার জন্ম!

ধর্ম্মদাস। আমি কি এই বুঝব যে, তুমি তোমার এই মিথ্যাচার সমর্থন করতে চাইছ?

লতিকা। (শ্লেষের সঙ্গেই) সমর্থন!—মোটেই না। আমি শাস্তি নিতে চাইছি। স্বামীর কাছে স্ত্রী মিথ্যা উচ্চারণ করলে তার কী শাস্তি?

ধর্ম্মদাস। (ম্লান-গম্ভীর ভাবে) শাস্তি অন্য কাউকে দিতে হয় না।—মিথ্যা নিজের শাস্তি নিজেই নিয়ে আসে—

লতিকা। (উত্তেজিত-ভাবে) কিন্তু যাদের কতকগুলো অন্যায় বিধান লোককে মিথ্যাচরণে বাধ্য করে, তাদের কে শাস্তি দেয়? কী শাস্তি?

ধর্ম্মদাস। (শুষ্ক স্বরে) তোমাকে কতবার বলেছি লতা, আমি নাটুকে-

পণার প্রশ্রয় দিই না। মানুষ যদি কর্ত্তব্য না করে, যেখান থেকেই হোক্ শাস্তি সে পাবেই।

লতিকা। তাহ'লে মানুষকে চলতে হবে কলের নিয়মে—তার মধ্যে কোথাও এতটুকু দুর্ব্বলতা, স্খলন, ত্রুটির স্থান নেই।

ধর্ম্মদাস। এ নিয়ে তর্ক ক'রো না।

লতিকা। বেশ! এখন একটা কাজের জন্যে তোমার অনুমতি চাইছি—

ধর্ম্মদাস। অনুমতি!

লতিকা। অধীর-দা তো ভালই আছেন। ডাক্তারবাবু যখন বলেছেন ভয় নেই। তাকে আমি একবার দেখতে যেতে পারি কি?

ধর্ম্মদাস। অধীর-দাকে দেখতে যেতে চাও?

লতিকা। তোমার মতে এ বোধ হয় অন্যায়! তবু সে অতিথি—সে আর্ত্ত, সে পীড়িত, তার ওপর একটা কর্ত্তব্যও তো আছে।

ধর্ম্মদাস। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) এ ভাব আমি কল্পনাও করিনি—

লতিকা। অনুমতি কি পেতে পারি?

ধর্ম্মদাস। ভেবে দেখ লতা, মিথ্যাচার যত ক্ষুদ্রই হোক্—তার উদ্দেশ্য যত মহান্ই হোক্—তা মানুষকে কত দুর্ব্বল ক'রে ফেলে।—এর আগে এরকম কোন কাজে কখনও আমার অনুমতি চেয়েছ কী?

লতিকা। আমার দুর্ব্বলতা আমার অজানা নেই। কিন্তু সবলের কর্ত্তব্য বোধ হয়, দুর্ব্বলকে বার-বার তার দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া—?

ধর্ম্মদাস। (ব্যথিত ভাবে) থাক্।

লতিকা। তা হ'লে যেতে পারি? (ধর্ম্মদাস বিষণ্ণভাবে চুপ ক'রে রইলেন) তাহ'লে চল্লুম। স্বামীর অনুমতি পেলে অন্যায় কাজেও দোষ নেই।

[প্রস্থান

অতিকা চ'লে যাবার পর, **ধর্ম্মদাস** খানিকক্ষণ তেমনি চিন্তিতভাবে চুপ ক'রেই রইলেন—তারপর হঠাৎ যেন চটকা ভেঙে জেগে উঠে, আলবোলায় মুখ দিলেন

ধর্ম্মদাস। আশ্চর্য্য! এ-ও সম্ভব! এমন ভাবে কথা কইতে পারে!

প্রবেশ **কাঞ্জিলাল**

কাঞ্জিলাল। এই যে! আপনি একলা আছেন!—ভালই হয়েছে!

ধর্ম্মদাস। ব্যাপার কি বলুন দেখি!—দলীল পেলেন?

কাঞ্জিলাল। তা পেলে, আর আপনার কাছে আসবার দরকার কি?

ধর্ম্মদাস। আমি এ সম্বন্ধে কী ক'রতে পারি?

কাঞ্জিলাল। পারেন না, আবার পারেন-ও।

ধর্ম্মদাস। দেখুন, আমি সোজা স্পষ্ট কথা ভালবাসি।

কাঞ্জিলাল। আপনি একটা সলা-পরামর্শও তো দিতে পারেন!

ধর্ম্মদাস। ওঃ! পরামর্শ!

কাঞ্জিলাল। একটা লোক সীলমোহর করা লেফাপাখানা নিয়ে, ওই বারাণ্ডা থেকে লাফিয়ে পড়ল—পেছনে পেছনে আমিও লাফিয়ে পড়লুম এবং তার পিছু ধাওয়া করলুম।—এক মুহূর্ত্তও সে আমার চোখের আড়ালে গেল না। অথচ, সে যখন আছাড় খেয়ে পড়ল—দলীল অদৃশ্য! ঠিক যেন ভৌতিক ব্যাপার!—নয়?

ধর্ম্মদাস। এতে আমি কী পরামর্শ দোব?

কাঞ্জিলাল। আগে শুনুন।—তার নিজের কাপড়-চোপড় সব সার্চ্চ করা হ'ল—সে যেখান দিয়ে দৌড় দিয়েছিল, তার চারপাশ তন্ন তন্ন

ক'রে খোঁজা হ'ল—কিন্তু, সে লেফাপার চিহ্নমাত্রও নেই! দলীল গেল কোথায়?

ধর্ম্মদাস। সে তো আপনি খুঁজে বের ক'রবেন—আপনার তো তাই কাজ।—আমি কী বলব?

কাঞ্জিলাল। আপনাকে কিচ্ছু বলতে হবে না। আপনি শুধু শুনে যান। ধরে নিন্, আমি শারলক্ হোম্‌স্—আর আপনি ওয়াট্‌সন্।

ধর্ম্মদাস। (বিরক্তভাবে) যা বলতে চান্—সোজাভাবে বলুন—এ সব আবোল-তাবোল কথার প্রয়োজন নেই—

কাঞ্জিলাল। মোটেই আবোল-তাবোল নয়—আপনি কোনান্ ডয়েলের ডিটেক্‌টিভের গল্প পড়েন নি?

ধর্ম্মদাস। না। ডিটেক্‌টিভের গল্প আমি পড়ি না।

কাঞ্জিলাল। আশ্চর্য্য! কোনান্ ডয়েলের গল্প পড়ে নি, এমন লোকও আছে!

ধর্ম্মদাস। আপনার কী আর কিছু বলবার নেই? তাহ'লে—

কাঞ্জিলাল। (বাধা দিয়ে) কোনান্ ডয়েলের গল্পে একটা জটিল সমস্যা উপস্থিত হ'লে, শারলক্ হোম্‌স্ তা যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে যান, আর ওয়াট্‌সন্ শুনতে থাকেন—দেখতে দেখতে অমনি জটিল রহস্য জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে আসে।

ধর্ম্মদাস। আপনার বক্তব্যটা বলুন ত।

কাঞ্জিলাল। আমার বক্তব্য এই যে, আমি শারলক্ হোম্‌স্—আপনি ওয়াট্‌সন।

ধর্ম্মদাস। (অসহিষ্ণু ভাবে) সে তো অনেকবার বললেন—আর কিছু বলবার আছে?

কাঞ্জিলাল। এখন বিশ্লেষণ করা যাক্।—দলীলগুলো যে চোরাই দলীল, তার তো সন্দেহ নেই ?

ধর্ম্মদাস। না।

কাঞ্জিলাল। বেশ!—তারপরে আসুন!—দলীল-চোর দলীলগুলো নিয়ে বারাণ্ডা থেকে লাফ দিয়ে পড়ল;—আমিও তার পেছনে ছুটলুম—কিন্তু, দলীল পাওয়া গেল না।

ধর্ম্মদাস। এ সব তো একটু আগেই বললেন।

কাঞ্জিলাল। এখানে আর একবার বলা দরকার।—যাক্—দলীলগুলো কর্পূর বা ঐ রকম কোন volatile পদার্থে তৈরী নয় নিশ্চয়ই—কাজেই, তা উপে বা উড়ে যেতে পারে না—কেমন ?

ধর্ম্মদাস। বলুন।

কাঞ্জিলাল। তাহ'লে, ওয়াট্‌সন, দলীলগুলোর হ'লো কি ?

ধর্ম্মদাস। আপনি বলুন—

কাঞ্জিলাল। এই ঘর থেকে সুরু ক'রে যেখানে অধীর-বাবু আছাড় খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিলেন, দলীলগুলো তারই মধ্যে কোনখানে আছে।

ধর্ম্মদাস। কিন্তু এই দু'দিন ধ'রে সে সব জায়গাও তো আগাগোড়া খোঁজা হয়েছে।

কাঞ্জিলাল। তা হয়েছে। আমি একলা নয়, দশ-পনেরো-জন মিলে খোঁজা হয়েছে। অথচ, দলীল ঐখানেই কোথাও আছে!

ধর্ম্মদাস। তাহ'লে, খুঁজে পেলেন না কেন ?

কাঞ্জিলাল। তাই ভাবছি!

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে ভাবতে সুরু করলেন

ধর্ম্মদাস। (বিরক্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে) তাহ'লে আপনি ব'সে ব'সে ভাবুন।

কাঞ্জিলাল। না না, যাবেন না, বসুন। একজন সামনে না থাকলে, ভাবনা কোনমতেই জমাট বাঁধে না।

ধর্ম্মদাস। এই যে ডাক্তার-বাবু—

প্রবেশ **ডাক্তার অধিকারী**। বয়স পঞ্চাশের উপর। বেশ সৌম্য-মূর্ত্তি, মুখে একটা প্রসন্ন সহৃদয়তার ভাব প্রকট। ধুতি-পরা, গায়ে কোট।

ডাক্তার। আপনি দাঁড়াবেন না—বসুন।

ধর্ম্মদাস। (ব'সে) তারপর, খবর কি?

ডাক্তার। (পকেট থেকে থারমোমিটারের খাপ বের ক'রে, খাপ খুলে ভিতরকার থারমোমিটার নিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে) টেম্পারেচারটা-ও নেন-নি বোধ হয়?

ধর্ম্মদাস। টেম্পারেচার!

ডাক্তার। (বিনীত অনুযোগের স্বরে) এই দেখুন, এটা আপনাদের মত শিক্ষিতেরাও অবহেলা ক'রে থাকেন! শরীর অসুস্থ বোধ হ'লেই, গোড়াতে একবার টেম্পারেচারটা নেওয়া ভাল—নিন্—

থারমোমিটার **ধর্ম্মদাসের** দিকে এগিয়ে দিলেন

ধর্ম্মদাস। (ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে) ও কী হবে?

ডাক্তার। তবে কি পেটের trouble? আমার তো মনে হয়েছিল, এ টাচ্ অব্ ফ্লু (a touch of 'flu')—অসুখটা কী?—কী রকম বোধ হচ্ছে?

ধর্ম্মদাস। (চোখ বড় ক'রে ডাক্তার-বাবুর দিকে চেয়ে) আপনি কী বলছেন?—কার অসুখ?—কী অসুখ?

ডাক্তার। অসুখ তো আপনার।—কী অসুখ, তা না দেখলে ঠিক বলতে পারছি না। আচ্ছা থারমোমিটার থাক্, দেখি হাতটাই দেখি—

হাত বাড়ালেন

ধর্ম্মদাস। আমার অসুখ আপনাকে কে বললে?

ডাক্তার। (বিস্মিতভাবে) আপনার অসুখ নয়? সে কি! মায়ি যে বললেন—

ধর্ম্মদাস। তিনি বললেন?—আমার অসুখ?

কাঞ্জিলাল। (হঠাৎ উত্তেজিতভাবে) মায়ি! মায়ি কে? এঁর স্ত্রী?—মিসেস্ গাঙুলি?

ডাক্তার। হ্যাঁ, মায়ি। তিনি অধীর-বাবুকে দেখতে গিয়ে—

কাঞ্জিলাল। (দাঁড়িয়ে উঠে) অধীর-বাবুকে দেখতে গেছেন!—মিসেস্ গাঙুলি!

ডাক্তার। নিশ্চয়।—তবে, আপনার ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই। আমি বারণ ক'রে দিয়েছি—patientকে যেন বেশী বকান না হয়—দুর্ব্বল অবস্থায় কোনরকম strain বাঞ্ছনীয় নয়।

কাঞ্জিলাল। (ডাক্তারের কথায় কান না দিয়ে—ধর্ম্মদাসকে) আপনার শরীর কোন-রকম অসুস্থ বোধ হয় নি?

ধর্ম্মদাস। না, আজ তিন বছরের মধ্যে কোন অসুখ আমার হয় নি।

কাঞ্জিলাল। কিম্বা, দেহ খারাপ না হ'লেও, আপনার স্ত্রীর কাছে এরকম কোন ভাব দেখান নি, যেন আপনি অসুস্থ—?

ধর্ম্মদাস। মিথ্যা ক'রে? (তারপর শুষ্কস্বরে) মিথ্যাচার আমার স্বভাব নয়, ইন্‌স্পেক্টার-বাবু!

কাঞ্জিলাল। (ডাক্তার বাবুকে) এঁর স্ত্রী আপনাকে বললেন যে, তাঁর স্বামীর শরীর অসুস্থ?

ডাক্তার। এক-রকম বললেন বই কি!

কাঞ্জিলাল। তার মানে?

ডাক্তার। মানে, অধীর-বাবু বললেন, 'বাবুর অসুখ, আপনি এখনি যান' —মায়ি তাতে কোন কথা কইলেন না।

কাঞ্জিলাল। অধীর-বাবু বললেন! (হঠাৎ লাফিয়ে উঠে) আপনারা বসুন—কোথাও যাবেন না।—আমি এখনি আসছি। (দরজার দিকে দ্রুত অগ্রসর হ'য়ে) Oh! I must be the greatest fool alive!

[একরকম দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন

ডাক্তার। (দরজার দিকে চেয়ে) পাগলের মুখ দিয়েও এক-এক সময় সত্যি কথা বেরিয়ে পড়ে। লোকটি বোধ হয় neurotic—বায়ুগ্রস্ত।

ধর্ম্মদাস। (চিন্তিত-ভাবে) এর অর্থ কি?

ডাক্তার। এর জন্য ভাববেন না—এর সোজা অর্থ প'ড়ে রয়েছে।

ধর্ম্মদাস। (অন্যমনস্ক অর্থহীন দৃষ্টিতে ডাক্তার বাবুর দিকে চেয়ে) হুঁ—

ডাক্তার। অনেক সময়, দেহের সামান্য ব্যতিক্রম আমাদের নিজেদের কাছে ধরা পড়ে না—কিন্তু স্নেহশীলা নারীর তীক্ষ্ণ স্নেহ-দৃষ্টির সামনে তা লুকানো থাকে না।—সে ঠিক ধ'রে ফেলে। একদিন হয়ত একমুঠো কম খেয়েছি—নিজে তা বুঝতেই পারি নি, কিন্তু, তাঁর নজর এড়াবার জো কি! প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন!—কেন কম খেলে?—শরীর

খারাপ হয়নি তো?—গা ম্যাজ ম্যাজ করছে না তো?—পেট কী রকম?—প্রশ্নের আর অন্ত নেই।

ধর্ম্মদাস। (নিজের মনেই ভাবছিলেন) তাইত! (তারপর হঠাৎ যেন জেগে উঠে) নবীন!

প্রবেশ **নবীন** কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে

ধর্ম্মদাস। তামাক!

নবীন। এই যে এনেছি বাবু।

আলবোলা থেকে আগেকার কল্কে তুলে নিয়ে নূতন কল্কে বসিয়ে দিয়ে, নল তুলে **ধর্ম্মদাসের** হাতে দিলে—**ধর্ম্মদাস** চোখ বুজে তামাক টানতে লাগলেন—তাঁর কুঞ্চিত ভ্রু দেখে বোঝা গেল, তিনি কিছু ভাবছেন

নবীন। (একটু ইতস্ততঃ ক'রে) খোকা-বাবুকে নিয়ে আসব, বাবু?

ধর্ম্মদাস। (চোখ চেয়ে) খোকা?—হ্যাঁ—খোকা! আচ্ছা নিয়ে আসিস্—খানিকটা বাদে।

[প্রস্থান **নবীন**

ধর্ম্মদাস। (আবার চোখ বুজে) তাইত!

ডাক্তার। আমি বলি কি—কথাটা যখন মায়ির মনে উঠেছে, তখন একবার আপনাকে থরোলি এগ্‌জামিন্ (thoroughly examine) ক'রে দেখা মন্দ নয়।

ধর্ম্মদাস। (চোখ মেলে অর্থহীন দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চেয়ে) কী বলছেন!

ডাক্তার। একবার pulse, heart, lungs, এগুলো দেখে নিয়ে—তারপর urine, blood, এগুলো দেখিয়ে নিতে দোষ কি ?

ধর্ম্মদাস। এর প্রয়োজনই বা কী ? আমি বেশ আছি।

ডাক্তার। দেখুন, with due deference, আমি বলতে বাধ্য, এ বিষয়ে আমাদের দেশ miserably backward. ও-দেশে কিন্তু কোন definite অসুখ থাক্ আর না-ই থাক্, মাঝে মাঝে health examine করানোটা অধিকাংশ লোকে কর্ত্তব্য ব'লে মনে করে।

ধর্ম্মদাস। কোথায় কারা কী করে না করে—সে কথার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের আদর্শ আলাদা।

ডাক্তার। কিন্তু আপনার স্বাস্থ্যের যদি কোন ব্যতিক্রমই না হবে, মায়ি একথা বলবেন কেন ?

ধর্ম্মদাস। (হাত দিয়ে ইঙ্গিত ক'রে) থাক্।—এই কথাই জেনে রাখুন, আমার স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করবার কোন আবশ্যকতা নেই।

প্রবেশ **কাঞ্জিলাল** উত্তেজিতভাবে—প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে

কাঞ্জিলাল। আমি সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া জানতে চাই, ডাক্তার বাবু—ঠিক কী কথা হয়েছিল, কী ঘটেছিল—

ডাক্তার। ভ্রু উপরে তুলে) কিসের কি ঘটেছিল !

কাঞ্জিলাল। মিসেস্ গাঙ্গুলি—

ডাক্তার। (বাধা দিয়ে) মায়ি—?

কাঞ্জিলাল। হ্যাঁ, মায়ি। আপনার মায়ি যখন অধীর-বাবুকে দেখতে গেলেন, আপনি কোথায় ছিলেন ?

ডাক্তার। আমি অধীর বাবুর bedএর পাশে একটা চেয়ারে বসেছিলুম।

কাঞ্জিলাল। তিনি যেতেই আপনি উঠে দাঁড়ালেন—এবং তাঁর দিকে চেয়ারটা এগিয়ে দিলেন, কেমন ?

ডাক্তার। হ্যাঁ।—(একটু আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়ে) কিন্তু আপনি কি ক'রে জানলেন ?

কাঞ্জিলাল। (মুরুব্বিয়ানা চালে ঈষৎ হেসে) আমাদের দিব্য-দৃষ্টি আছে।—হ্যাঁ, তারপর, তিনি বসলেন—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন ?

ডাক্তার। That's it—আন্দাজ! অনুমান!—দিব্য-দৃষ্টি মোটেই নয়!

কাঞ্জিলাল। তিনি বসেন নি ?

ডাক্তার। হ্যাঁ, মায়ি বসলেন বটে, কিন্তু আমি একটু দূরে সরে গেলুম—

কাঞ্জিলাল। তাহ'লে অধীর-বাবু কি আপনাকে দূর থেকে হেঁকে বললেন—বাবুর অসুখ।

ডাক্তার। না।

কাঞ্জিলাল। তবে ?

ডাক্তার। আমি দূরে সরে যেতেই তাঁরা কথা কইতে লাগলেন।

কাঞ্জিলাল। কি কথা হ'ল কিছু শুনলেন ?

ডাক্তার। না তাঁরা চেঁচিয়ে কথা কন নি, তা ছাড়া আমার কানও সেদিকে ছিল না।

কাঞ্জিলাল। কেন ?

ডাক্তার। এ আবার জিজ্ঞাসা করছেন! কেউ নীচু সুরে আলাপ করলে, কোন ভদ্রলোক কি তা কান খাড়া ক'রে শুনতে চেষ্টা করে ?

কাঞ্জিলাল। ওঃ—ঠিক!—তারপর ?

ডাক্তার। খানিক পরে অধীর-বাবু উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন—

কাঞ্জিলাল। উত্তেজিত হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলেন!—That's significant. —তারপর?

ডাক্তার। কাজেই, ডাক্তারের কর্ত্তব্য হিসেবে, আমাকে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তে হ'ল।

কাঞ্জিলাল। উপস্থিত হ'য়ে—?

ডাক্তার। উপস্থিত হ'য়ে মায়িকে বললুম যে রোগীকে বেশী বকান তাঁর উচিত নয়—দুর্ব্বল শরীরে উত্তেজনা বা strain, হানিকর।

কাঞ্জিলাল। বলতে—?

ডাক্তার। বলতেই অধীর-বাবু ব'লে উঠলেন "ডাক্তার-বাবু এখনও আছেন?—আপনাদের বাবুর যে অসুখ! শিগ্‌গীর যান্—তিনি আপনাকে ডেকেছেন।"

কাঞ্জিলাল। আপনি অমনি চ'লে এলেন?

ডাক্তার। হ্যাঁ, থারমোমিটার আর ষ্টেথেস্কোপ্‌টা পকেটে নিতে যা দেরী।

কাঞ্জিলাল। ঠিক।—মিসেস্ গাঙ্গুলি, আপনার মায়ি, কিছু বললেন না?

ডাক্তার। তিনি কি বলবেন? তিনি মুখ নীচু ক'রে রইলেন।

কাঞ্জিলাল। ঠিক যা ভেবেছি।—যাক্—আপনাকে আর কষ্ট দোব না। আপনার patient একলা রয়েছে, তার কাছে আপনার যাওয়া দরকার।

ডাক্তার। একলা কেন? মায়ি—?

কাঞ্জিলাল। আমি গিয়ে দেখলুম, তিনি চ'লে গেছেন। I was too late.—এখন তাহ'লে আসুন, নমস্কার!

ধর্ম্মদাস। (এতক্ষণ চুপ ক'রে শুনছিলেন, এইবার ডাক্তারের দিকে মাথা ফিরিয়ে) আচ্ছা! ডাক্তার-বাবু!

ডাক্তার। আপনার healthটা কিন্তু একবার—

ধর্ম্মদাস। আজ সে কথা থাক্। (হাত নেড়ে ডাক্তার বাবুকে যাবার ইঙ্গিত করলেন)

[প্রস্থান **ডাক্তারবাবু**

ধর্ম্মদাস। (কাঞ্জিলালকে) হুঁ—তারপর—?

কাঞ্জিলাল। আপনি বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে, আপনার সঙ্গে আমার গোপনীয় কথা আছে।

ধর্ম্মদাস। হুঁ!

কাঞ্জিলাল। শুধু গোপনীয় নয়, জরুরীও বটে—অত্যন্ত জরুরী।

ধর্ম্মদাস। হুঁ।

কাঞ্জিলাল। অধীর-বাবু একটা ধাপ্পা দিয়ে ডাক্তার-বাবুকে কেন তাঁদের কাছ থেকে সরিয়ে দিলে, সে কথাও বুঝেছেন নিশ্চয়।

ধর্ম্মদাস। হুঁ।

কাঞ্জিলাল। দলীলটা যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল, তা আপনার স্ত্রীকে সে বলেছে এবং আপনার স্ত্রী সেখান থেকে দলীলটা নিয়েও এসেছেন।—

ধর্ম্মদাস। (হঠাৎ আলবোলার নল হাত থেকে ফেলে দিয়ে উত্তেজিত-ভাবে)—নিয়ে এসেছে? কে বললে?

কাঞ্জিলাল। (একটু হেসে) এর কোন সন্দেহ নেই।

ধর্ম্মদাস। হুঁ। এখন আপনি কী করতে চান?

কাঞ্জিলাল। তা নির্ভর করছে আপনার উপর।

ধর্ম্মদাস। যদি সত্যিই সে নিয়ে এসে থাকে—

কাঞ্জিলাল। বললুম তো, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।—এখন বলুন, আমার কী করা উচিত?

ধর্ম্মদাস। তার আমি কী বলব?—আপনার কর্ত্তব্য আপনি জানেন।

কাঞ্জিলাল। দেখুন, আমি একটা suggest করি।—আমার এটা মোটেই ইচ্ছে নয় যে, কোন ভদ্র-মহিলা এ-রকম একটা বিশ্রী ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।—বিশেষ ক'রে, আপনার মত মানী লোকের—

ধর্ম্মদাস। (হাত নেড়ে বাধা দিয়ে) সে কথা থাক্—

কাঞ্জিলাল। এক কাজ করুন। আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে দলীলগুলো নিয়ে আসুন। এনে privately আমার হাতে দিন। আমি এমনি manage ক'রে নেব যে, এর সঙ্গে আপনার স্ত্রীর সংশ্রব ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পাবে না।

ধর্ম্মদাস। হুঁ—

কাঞ্জিলাল। অবশ্য আপনাকে একটু বলতে হবে—

ধর্ম্মদাস। আদালতে দাঁড়িয়ে? ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে?

কাঞ্জিলাল। মিথ্যা কিছুই নয়—আপনাকে শুধু বলতে হবে, এ দলীল অধীর-বাবু আপনার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন, আর আপনি তা আমাকে দিয়েছেন।—দুটোর একটাও মিথ্যে নয়!

ধর্ম্মদাস। (শুষ্ক স্বরে) মিথ্যা নয়—কিন্তু মিথ্যার চেয়ে কমও নয়—

কাঞ্জিলাল। এতে কারো কোনও ক্ষতি নেই।—দেখুন যুধিষ্ঠিরকেও এক সময়—

ধর্ম্মদাস। (বাধা দিয়ে) যুধিষ্ঠিরের কথা থাক্।—আমার দ্বারা এ সম্ভব হবে না।

কাঞ্জিলাল। (যেন অপমানের আঘাত পেয়ে শুষ্ক স্বরে) তাহ'লে আমাকে অপ্রিয় কর্ত্তব্যই করতে হবে। আমার আর কী স্বার্থ?—আপনার ভালর জন্যই বল্‌ছি।

ধর্ম্মদাস। দেখুন ডিটেক্‌টিভ-বাবু, নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস-মত কখনও মিথ্যা বলিনি। আজ নতুন ক'রে তা সুরু করতে পারব না।

কাঞ্জিলাল। কিন্তু এর ফল কী হবে—বুঝতে পারছেন?

ধর্ম্মদাস। ফলের ভয় থাকলে, এর অনেক আগেই মিথ্যার আশ্রয় নিতুম।—এ সম্বন্ধে আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেলেছি।

কাঞ্জিলাল। আপনি তাহ'লে কী করতে চান?

ধর্ম্মদাস। আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে পাঠাচ্ছি। যদি দলীল তাঁর কাছে থাকে—এইখানে, আমার সামনে, তা আপনাকে ফিরিয়ে দেবেন।

কাঞ্জিলাল। দেখুন, আমার এখনও বিশ্বাস, তাঁর নিজের কোন criminal motive নেই। এ শুধু ভাইকে বাঁচাবার জন্য স্নেহ-পরবশ হ'য়ে—

ধর্ম্মদাস। উদ্দেশ্য যা-ই হোক্, যে অন্যায় করে—কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত তাকেই করতে হয়—

কাঞ্জিলাল। (বিস্ময়-সূচক দৃষ্টিতে ধর্ম্মদাসের দিকে চেয়ে) আপনার মত লোক এখনও আছে!

ধর্ম্মদাস। সে কথা থাক্। (ভিতরের দরজার দিকে চেয়ে) নবীন!

প্রবেশ নবীন

ধর্ম্মদাস। নবীন, তোর মাকে গিয়ে বল্ একবার এইখানে আসতে।

নবীন। (যেন ভুল শুনেছে এই ভাব দেখিয়ে) আজ্ঞে বাবু—?

ধর্ম্মদাস। তোর মাকে এইখানে আসতে বল্।

নবীন। (মুখে একটা বিস্ময় ফুটে উঠল—কাঞ্জিলালের দিকে একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে) এখানে! মাকে!

ধর্ম্মদাস। (অসহিষ্ণুভাবে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইখানে।—যা—যেন দেরী না করেন—এখুনি।

নবীন যেতে যেতে ফিরে আর একবার **ধর্ম্মদাসের** দিকে চাইলে। তার চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ গভীরতর হ'য়ে ফুটে উঠেছে

[প্রস্থান **নবীন**

কাঞ্জিলাল। (মনে হ'ল যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছেন) আমি বলছিলুম কি—

ধর্ম্মদাস। (হাত নেড়ে বাধা দিয়ে) থাক্।

কাঞ্জিলাল। এর পরে আমায় দোষ দেবেন না। বলবেন না—

ধর্ম্মদাস। (অসহিষ্ণুভাবে) আমি কিছু বলব না। আমি যা করি তার জন্যে অন্য কাউকে দায়ী করা আমার অভ্যাস নয়।

কাঞ্জিলাল। বেশ তাই হোক্—let the law take its own course.

প্রবেশ **নবীন**

ধর্ম্মদাস। কই?—তোর মা—?

নবীন। (নত মুখে) মা এলেন না, বাবু!

ধর্ম্মদাস। (ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে) এলেন না!

নবীন। না বাবু, তিনি বললেন তাঁর এখন সময় নেই।

ধর্ম্মদাস। (মুখ লাল হয়ে উঠল) হুঁ—তিনি কি কচ্ছেন?

নবীন। তা জানি না বাবু। (ধর্ম্মদাস বিস্মিতভাবে নবীনের দিকে চাইতেই) মা ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে রয়েছেন। ভেতর থেকেই ঐ কথা আমায় বল্লেন।

ধর্ম্মদাস। দরজা বন্ধ! (উঠে দাঁড়িয়ে কাঞ্জিলালকে) আপনি বসুন—আমি আসছি।

[প্রস্থান

নবীন কাঞ্জিলালের দিকে পিছন ফিরে, প্রস্থান-রত **ধর্ম্মদাসের** দিকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে খানিকটা চেয়ে রইল। তারপর তাঁকে অনুসরণ করতে উদ্যত হ'ল।

কাঞ্জিলাল। ওহে! ইয়ে!—নবীন!

নবীন। (সম্মুখ না ফিরে, ঘাড় ফিরিয়ে কাঞ্জিলালের দিকে চেয়ে) আজ্ঞে বাবু!

কাঞ্জিলাল। তোমার মা—তিনি কি ভেতর থেকে দোর বন্ধ ক'রে ব'সে আছেন?

নবীন। ব'সে আছেন কিনা কী ক'রে জানব বাবু! দরজা ত বন্ধ!

বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়াল

কাঞ্জিলাল। তোমার কী আন্দাজ হয়?

নবীন। আন্দাজ আমি কী ক'রে করব বাবু?

কাঞ্জিলাল। আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—

নবীন। না বাবু (ঘাড় ফিরিয়ে) আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না—

[ফিরে প্রস্থানোদ্যত

কাঞ্জিলাল। ওহে, শোন! শোন!

নবীন। (ঘাড় ফিরিয়ে) না, বাবু!

[প্রস্থান

কাঞ্জিলাল! (উঠে ভিতরের দরজার দিকে এগিয়ে) ওহে, ও নবীন! —নবীন!

প্রবেশ অধীর—তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—মুখ ঈষৎ পাণ্ডুর হ'লেও' দেহ বিশেষ দুর্ব্বল মনে হয় না

অধীর। ও-দিকে নয়, ও-দিকে নয়—এ-দিকে!

কাঞ্জিলাল। (চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে) একি! আপনি!

অধীর। (ঈষৎ হেসে) নবীনকে চাইছিলেন? আমাকে দিয়ে কি কাজ চলবে না? খুব নবীন নই বটে—কিন্তু ঠিক প্রবীণও তো বলা চলে না!

কাঞ্জিলাল। (অধীরের দিকে এগিয়ে এসে এবং তার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে) দেখুন, এখনও স্বীকার করুন।

অধীর। শিকারে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।—আসল অভাব হচ্ছে উপযুক্ত শিকারের। আপনাকে আপাততঃ ঠিক উপযুক্ত ব'লে মনে হচ্ছে না!

কাঞ্জিলাল। চালাকি ছাড়ুন। মনে ভাববেন না, আপনার ভগ্নীর হাতে দলীল চালান দিয়ে নিরাপদ হয়েছেন।

অধীর। (চোখে প্রশংসার দৃষ্টি, কণ্ঠে ব্যঙ্গ) অ্যাঁ! জানতে পেরেছেন?

কাঞ্জিলাল। আমি একটা কথা বলি শুনুন (স্বর মোলায়েম ক'রে) মনে রাখবেন, আপনার ভালর জন্যেই বলছি।

অধীর। নিজের ভাল কে না চায়!

কাঞ্জিলাল। হ্যাঁ—make a clean breast of it—সেই সব তো

জানা যাবেই—আমাকে trouble না দিয়ে, যদি নিজে হ'তে আমার কাছে confess করেন—

অধীর। তাহ'লে সাজাটা লঘু হবে— ?

কাঞ্জিলাল। বুঝতে পারছেন তো! তাহ'লে আর দেরী করবেন না— কী ভাবছেন ?

অধীর। আমি ভাবছি কি যে আপনার পেশা-নির্ব্বাচন ভুল হয়েছে। আপনি যদি ডিটেক্‌টিভের চাকরি না নিয়ে, ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখতেন, ঢের বেশী নাম করতে পারতেন।

কাঞ্জিলাল। (ক্রুদ্ধ হ'য়ে) বটে !

অধীর। উপন্যাসে আপনার কল্পনা অবাধে ছুটিয়ে দিতে পারতেন এবং পাঠককে আপনার ভ্রান্ত অনুমানও স্বচ্ছন্দে সত্য ব'লে নিতে বাধ্য করতেন।

কাঞ্জিলাল। চালাকি ক'রে পরিত্রাণ পাবার আশা করবেন না।— ধর্ম্মদাস বাবু তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে সে দলীল আনতে গেছেন।

অধীর। সত্যি ! (তারপর কি ভেবে নিয়ে মন স্থির ক'রে) আচ্ছা আপনার আদেশই শিরোধার্য্য। ওই যে নির্ম্মল বুক—clean breast—না কি বললেন, সেইটে করাই ভাল।

কাঞ্জিলাল। (ব'সে নোট বই বের ক'রে খুলে হাঁটুর উপর রেখে এবং ডান হাতে ফাউণ্টেন পেন নিয়ে) বলুন—

অধীর। প্রথম কথা—ও দলীল চোরাই দলীল নয় এবং আমি দলীল চোর নই—

কাঞ্জিলাল। (ফটাস্‌ ক'রে নোট বই বন্ধ ক'রে) সেই পুরোনো চালাকি !

অধীর। দাঁড়ান, ব্যস্ত হবেন না!—এর কারণ—যেদিন দলীল চুরি হয়, সেদিন আমি সুস্থ-শরীরে বহাল-তবিয়তে আন্দামানে রাজ-অতিথি হ'য়ে বিরাজ করছিলুম।

কাঞ্জিলাল। (বিস্মিত হ'য়ে) আন্দামানে!

অধীর। আপনাদের কাছে এ অধীন 'কাশীর অধীর চাটুজ্জ্যে' ব'লে পরিচিত।

কাঞ্জিলাল। অধীর চাটুজ্জ্যে! কাশীর!

অধীর। চোদ্দ বছর কেটে গেলেও, আপনাদের সে কেসের কথা অবিদিত নেই—

কাঞ্জিলাল। সুশীল গুহ detect করেছিল—?' রতন ঘোষাল ব'লে এক ছোকরা suicide করে—? অধীর চাটুজ্জ্যে ছিল দলের একজন বিশেষ দুর্দ্দান্ত—

অধীর। কেন আর মিছে লজ্জা দেন।—অধমই সেই অধীর চাটুজ্জ্যে।

কাঞ্জিলাল। কিন্তু সীল-করা লেফাপা!

অধীর। (একটু হেসে) কতকগুলো ছেঁড়া কাগজের টুকরো! স্রেফ্ একটু আনন্দ করা—বুঝলেন কিনা, একটা নিরীহ practical joke—

কাঞ্জিলাল। এ ধাপ্পাবাজি নয়?—আপনি সত্যিই অধীর চাটুজ্জ্যে?

অধীর। গাঙুলি মশাই বলেন ঠিক—আপনারা বড়ই সন্দিগ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি! —আচ্ছা আসুন, আপনাকে অকাট্য প্রমাণ দোব—

কাঞ্জিলাল। দেবেন?—আচ্ছা চলুন—

[প্রস্থান কাঞ্জিলাল ও অধীর

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই প্রবেশ **ধর্ম্মদাস** ভিতরের দ্বার দিয়ে—ভাব একটু উত্তেজিত

ধর্ম্মদাস। (এসে ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখে) গেলেন কোথায় ? নবীন !

প্রবেশ **নবীন**

নবীন, এই যে বাবুটি এখানে ছিলেন।—গেলেন কোথায় ?

নবীন। নীচেই কোথাও আছেন বোধ হয়।—দেখব বাবু ?

ধর্ম্মদাস। না থাক্ ! তুই একবার ম্যানেজার বাবুকে খবর দে—

নবীন। তামাক দিই বাবু ?

ধর্ম্মদাস। পরে।—আগে, ম্যানেজার বাবু—

অফিস ঘরের দরজা দিয়ে **নবীনের** প্রস্থান, **ধর্ম্মদাস** ঘুরে এসে তক্তপোষের উপর বসলেন

ধর্ম্মদাস। আশ্চর্য্য ! চোদ্দ বছর একসঙ্গে—অথচ একদিনের জন্যও বুঝতে পারিনি !—এত বড় মিথ্যাচার !—নাঃ—খোকাকে কোন মতেই এ সংসর্গে রাখা চলবে না—না, কোনও মতেই না।

প্রবেশ **ম্যানেজার বাবু** তার পিছনে **নবীন**। **ম্যানেজার বাবুর** হাতে কতকগুলো কাগজ-পত্র তিনি এগিয়ে **ধর্ম্মদাসের** কাছে গেলেন। **নবীন** গিয়ে ইজিচেয়ারের কাছ থেকে গড়গড়া তুলে নিয়ে, ভিতরের দ্বার দিয়ে চ'লে গেল

ম্যানেজার। নতুনগড়ের বাকী খাজনার list করতে বলেছিলেন—

ধর্ম্মদাস। ও এখন থাক, আপনাকে অন্য কাজের জন্য ডেকেছি—আপনার জানা-শোনা এমন কোন ব্রাহ্মণ আছেন—যিনি সত্যই নিষ্ঠাবান, সত্যই ব্রহ্মজ্ঞ—ব্রহ্মচারী ?

ম্যানেজার। আমার জানা একজন আছেন—কিন্তু, তিনি তো এখানে থাকেন না।—তা ছাড়া, তিনি বিশেষ বিখ্যাত বা সুপরিচিতও নন।

ধর্ম্মদাস। খ্যাতি বা পরিচয়ের বড় বেশী মূল্য নেই।—তিনি যদি সত্যই ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, আমার তাঁকে প্রয়োজন।

ম্যানেজার। তাঁকে কী লিখব?

ধর্ম্মদাস। না—লেখার কাজ নয়। আপনাকে নিজে যেতে হবে। তাঁকে নিয়ে আসা চাই।—কখন ট্রেন্?—তিনি থাকেন কোথায়?

ম্যানেজার। থাকেন তিনি বেহারে—পাটনা জেলায়।

ধর্ম্মদাস। তাহ'লে আপনি আজই রওনা হন। পাটনায় যদি নামলে চলে, তাহ'লে বর্দ্ধমানে গিয়ে, সেখান থেকে পাঞ্জাব মেলে চ'লে যান।

ম্যানেজার। (একটু আশ্চর্য্যভাব দেখিয়ে) ব্যাপারটা যেন জরুরী ব'লে মনে হচ্ছে—

ধর্ম্মদাস। খুব জরুরী!—আমি এই সপ্তাহের মধ্যেই এর শেষ করতে চাই—

ম্যানেজার। কিন্তু তাঁকে প্রয়োজনটা খুলে না বললে—

ধর্ম্মদাস। প্রয়োজন এই যে, আমি একটি গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করতে চাই—যেখানে নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের কাছে ব্রাহ্মণ-সন্তান, বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন ক'রে, আচার-সংযম-নিষ্ঠা অর্জ্জন করতে পারবে।

ম্যানেজার। (আশ্চর্য্য হয়ে) গুরুকুল প্রতিষ্ঠা! এখনকার দিনে—

ধর্ম্মদাস। সে তর্ক থাক্—

ম্যানেজার। কিন্তু, উপযুক্ত ছাত্র পাবেন কি?

ধর্ম্মদাস। আমি আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক এই উদ্দেশ্যে দান করব—

ম্যানেজার। কিন্তু, আজকালকার বাপ-মা তাদের ছেলেকে—

ধর্ম্মদাস। সে চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই।—কেউ না রাখে, আমি আমার ছেলেকে সেখানে রাখব—

ম্যানেজার। বলেন কী!—খোকাকে?—এত অল্প বয়সে!

ধর্ম্মদাস। (উত্তেজিতভাবে) অল্প বয়সেই লোকের চরিত্র গ'ড়ে ওঠে—সেই সময়েই তাকে বিশুদ্ধ আবেষ্টনে রাখা দরকার!—সংসারের চারদিকে মিথ্যা-কলুষের আবর্জ্জনা, তার মধ্য থেকে চরিত্র গ'ড়ে ওঠা অসম্ভব।—সেইজন্যই সেকালে পঞ্চম, সপ্তম, নবম বর্ষে উপনয়নের প্রথা ছিল।

ম্যানেজার। কিন্তু, খোকার কথা আলাদা নয় কি? আপনার এখানে আপনার সাহচর্য্যে, তার তেমন কোন আশঙ্কা—

ধর্ম্মদাস। (অসহিষ্ণুভাবে) না, না।—সে আশঙ্কা সংসারের মধ্যে সর্ব্বত্র আছে! আমি সংসারী—একলা নই।—আমার চারপাশে—থাক্ সে কথা—যান, আপনাকে যা বললুম করুন—

[প্রস্থান **ম্যানেজার**

ধর্ম্মদাস। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) যাক্—নবীন!

প্রবেশ **নবীন** হাতে গড়গড়া—গড়গড়ার নলের মাথায় টাট্‌কা সাজা বড় তাওয়ার কলকে

নবীন। (নবীন নীচে গড়গড়া নামিয়ে রেখে, নল ধর্ম্মদাসের হাতে দিয়ে) খোকাবাবুকে নিয়ে আসব বাবু?

ধর্ম্মদাস। খোকাকে? আচ্ছা, নিয়ে আয়।—না থাক্—এখন না।

[প্রস্থান **নবীন**

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আধ-শোয়াভাবে চোখ বুজে তামাক টানতে টানতে

নাঃ—এ ছাড়া উপায় নেই। নাঃ—

প্রবেশ কাঞ্জিলাল

কাঞ্জিলাল। এই যে গাঙ্গুলি মশায়!—ভেতর থেকে ফিরেছেন দেখছি!

ধর্ম্মদাস। নাঃ—সে দলীল উদ্ধার হ'ল না।

কাঞ্জিলাল। (হাসি-হাসি মুখে) কী রকম!

ধর্ম্মদাস। দলীল কোথায় ছিল, জানেন ত?

কাঞ্জিলাল। (তেমনি হাসি-হাসি মুখে) জানি বৈকি! লাফিয়ে পড়বার সময়, অধীর বাবু বারাণ্ডার নীচে যে পায়রার খোপ আছে তারই মধ্যে গুঁজে দিয়েছিলেন।—আমি তো আপনাকে গোড়াতেই বলেছিলুম, তা এইখানেই কোথাও নিশ্চয় আছে।

ধর্ম্মদাস। আমার স্ত্রী মালীকে দিয়ে তা বের ক'রে নিয়ে এসে পুড়িয়ে ফেলেছেন—তা ফিরে পাবার কোনই আশা নেই।

কাঞ্জিলাল। (হাসিমুখে) বড়ই দুঃখের কথা—কেমন?—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

ধর্ম্মদাস। (বিস্মিত হ'য়ে) তার মানে—?

কাঞ্জিলাল। বুঝতে পাচ্ছেন না? We have been taken in—both of us—ভাই-বোনে মিলে আমাদের বোকা বানিয়ে ছেড়েছেন।

ধর্ম্মদাস। (উঠে ব'সে) কী বলছেন!

কাঞ্জিলাল। অবশ্য, আমি গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলুম যে, এটা একটা false scent—ওটা সে চোরাই দলীল নয়।

ধর্ম্মদাস। চোরাই দলীল নয়!—আপনি সন্দেহ করেছিলেন!

কাঞ্জিলাল। নিশ্চয়!—ভাল ডিটেক্‌টিভ হ'তে হ'লে এই গুণটা থাকা

চাই, যে ভুল-সূত্র ধ'রে কাজ করতে থাকলেও, ভুল বোঝবামাত্র—তা স্বীকার করবে।

ধর্ম্মদাস। (উত্তেজিত ভাবে) চোরাই দলীল নয়—তাহ'লে কী ছিল ওতে?

কাঞ্জিলাল। মস্ত একটা ঠাট্টা! কতকগুলো ছেঁড়া চোতা কাগজ। যেমন শালী-শালাজে ভগ্নীপতির পানের ডিবেতে আরশোলা ভ'রে এগিয়ে দেয়—কতকটা সেইরকম আর কি!

ধর্ম্মদাস। বাজে চোতা কাগজ! এ সত্যি!

কাঞ্জিলাল। নিশ্চয়ই! একেবারে অকাট্য!

ধর্ম্মদাস। দাঁড়ান—এ কী ক'রে সম্ভব—!

কাঞ্জিলাল। কিছুই আশ্চর্য্য নয়—শালী-শালাজের তামাসায় অনেক সময় স্ত্রীরও complicity থাকে বৈকি!

প্রবেশ অধীর

কাঞ্জিলাল। আপনি আবার উঠে এসেছেন?

অধীর। আসতে হ'ল বই কি! আপনার শেষ-বিদায়ের মুহূর্ত্তে আমি অনুপস্থিত থাকব—সেটা কি ভাল দেখাবে?

কাঞ্জিলাল। কিন্তু, ডাক্তার বাবু—?

অধীর। তিনি নিশ্চিন্ত আছেন—আমি ঘুমুচ্ছি।—একটা বালিসের ওপর চাদর ঢাকা দিয়ে বিছানায় রেখে এসেছি। যাক্—আপনার কাজ শেষ করেছেন—এখন তো আপনি স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন—?

কাঞ্জিলাল। হ্যাঁ—false scentএর পেছনে অনেকটা সময় গেল—

অধীর। কাজেই, তাড়াতাড়ি right scentএর পেছনে ছোটা দরকার।—নইলে, অন্য কেউ rewardটা হাতিয়ে নেবে—

কাঞ্জিলাল। (উদ্বেগের সঙ্গে) reward! হাতিয়ে নেবে!—নাঃ—আর এক-মুহূর্ত্তও দেরী নয়—এখনো up-trainটা পাওয়া যেতে পারে!—কী বলেন—?

অধীর। ষ্টেশনে গেলেই, বুঝতে পারবেন।—অন্ততঃ, ষ্টেশন পর্য্যন্তও তো এগিয়ে থাকবেন—

কাঞ্জিলাল। ঠিক্ বলেছেন—তাহ'লে no time to lose—নমস্কার—নমস্কার—

[প্রস্থান কাঞ্জিলাল

অধীর। (ধর্ম্মদাস গম্ভীরভাবে বসেছিলেন—তাঁর দিকে চেয়ে) আমিও শেষ-বিদায় নিতে এসেছি।

ধর্ম্মদাস। (যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে) অধীর-বাবু! একটা কথা সত্য বলবেন?—কী ছিল ঐ লেফাপায়?

অধীর। হ্যাঁ, সে জন্যেও আমার মাপ চাওয়া উচিত।—কিন্তু ভগ্নী-পতির সঙ্গে হাসি-ঠাট্টার একটা license আমাদের দেশে চ'লে আসছে। তা ছাড়া—

ধর্ম্মদাস। (বাধা দিয়ে ম্লান-গম্ভীরভাবে) অধীর-বাবু! আমি একেবারে নির্ব্বোধ নই—কোন্‌টা ঠাট্টা, কোন্‌টা আসল তা বুঝতে পারি।

অধীর। (ব্যস্তভাবে) না, না, গাঙ্গুলি মশাই!—সত্যিই ও কতকগুলো বাজে কাগজ।

ধর্ম্মদাস। (তীক্ষ্ণ ভাবে) সত্যি!—কিন্তু, আপনাকে প্রশ্ন ক'রে লাভ নেই।—দেখি লতার কি বলবার আছে—

উঠে দাঁড়ালেন

অধীর। (বাধা দেবার উদ্দেশ্যে) গাঙ্গুলি মশাই !

প্রবেশ **নিতাই সরকার**, হাতে একখানা খাম

নিতাই। বাবু ! ষ্টেশন থেকে একটা কুলি এই চিঠিখানা নিয়ে এসেছে !

ধর্ম্মদাস। (ভ্রু কুঞ্চিত ক'রে) ষ্টেশন থেকে ! চিঠি !

নিতাই।—বললে, একটি স্ত্রীলোক ট্রেণে ওঠবার সময় চিঠিখানা তাকে দিয়েছে—

ধর্ম্মদাস। (চিঠি নিয়ে) স্ত্রীলোক ! কে স্ত্রীলোক ?

নিতাই। জানি না, বাবু।

ধর্ম্মদাস। (চিঠি খুলতে খুলতে) আচ্ছা !—

[প্রস্থান **নিতাই**

(চিঠি চোখের সামনে ধ'রে, বিবর্ণ মুখে কম্পিত-স্বরে) না—না— (হাত একটু একটু কাঁপতে লাগল)—না—(হাত থেকে চিঠি প'ড়ে গেল)

অধীর। (ধর্ম্মদাসের ভাব দেখে চমকিত বিস্ময়ের সঙ্গে) গাঙ্গুলি মশায় ! (ধর্ম্মদাসের দিকে এগিয়ে গেল—ধর্ম্মদাস গুম্ হ'য়ে ব'সে রইলেন—চিঠি তুলে নিয়ে দেখে) অ্যাঁ ! লতি !—লতি !

প্রবেশ **ম্যানেজার**

ম্যানেজার। এ ট্রেন্ তো চ'লে গেল—

অধীর। (উত্তেজিতভাবে) ট্রেন্ ! চ'লে গেছে !

ম্যানেজার। আজ্ঞে হ্যাঁ ! (তারপর ধর্ম্মদাসের দিকে চেয়ে) তাহ'লে মোটরে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাই ? সেখান থেকে Bombay Mail—

ধর্ম্মদাস। থাক্—দরকার নেই—

ম্যানেজার। (আশ্চর্য্য হ'য়ে) আজ্ঞে—?

ধর্ম্মদাস। হ্যাঁ—ও সব থাক্—মুলতুবি থাক্—

ম্যানেজার। মুলতুবি—?

ধর্ম্মদাস। (অধীরতার সঙ্গে) হ্যাঁ, হ্যাঁ—যান্।

[প্রস্থান **ম্যানেজার**

অধীর। (উঠে দাঁড়িয়ে চিঠি চোখের সামনে ধ'রে) "আমি চলিলাম, আমার সন্ধান লইবার চেষ্টা করিও না।"—(চিঠিখানা দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে) আমি আনব, তাকে ফিরিয়ে আনব !

ধর্ম্মদাস। (দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে) না।

অধীর। (উত্তেজিতভাবে) না ?—না ?

ধর্ম্মদাস। (ম্লান-গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে) একবার গেলে, আর ফেরাবার উপায় থাকে না—

অধীর। ঠিক ! আপনার যে সমাজ আছে !

ধর্ম্মদাস। (গম্ভীর মুখে চুপ ক'রে রইলেন)

অধীর। আমি তাকে খুঁজে বের করব—যেখানেই থাক্—পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যদি থাকে—তাহ'লেও !—আপনাদের আর কিছু নেই—আর কেউ নেই—আছে শুধু সমাজ !

[প্রস্থান

ধর্ম্মদাস। (হাত দিয়ে বুক চেপে ধ'রে) কেউ নেই !—কেউ নেই !—

আছে—আছে—খোকা !—(জানালার কাছে গিয়ে)—খোকা !—
খোকা !—নবীন !—খোকা !—রতন !—খোকা !

প্রবেশ ছুটে খোকা।

(খোকাকে বুকে তুলে ধ'রে)—খোকা !

তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা নেমে এল

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　প্রায় ছ'মাস পরে

মহীনের বসবার ঘর। ছোট ঘরটি, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরটির দু'টি দরজা একটি পিছনে এবং একটি বাঁ-পাশে! বাঁ পাশের দরজা দিয়ে অন্দরে যাওয়া যায়, পিছনের দরজাটি বাইরে যাবার পথ। পিছনে দু'পাশে দু'টি জানালা, ডানদিকে একটি জানালা এবং একদিকে একটি আলমারি। আলমারিতে বই ঠাসা। বাঁ দিকে একটি ছোট অর্গ্যান, অর্গ্যানের সামনে একটি মিউজিক্ টুল। মাঝখানে একটি রাইটিং টেবিল। রাইটিং টেবিলের ডান-দিকে একটি রিভলভিং চেয়ার, দু'পাশে দু'খানি এবং টেবিলের সামনে বাঁ-দিকে তিনখানি বেতের চেয়ার। পিছনের জানালা দু'টির গায়ে একখানা ক'রে ইজি-চেয়ার। আসবাবগুলি খুব দামী না হ'লেও, ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। দেখলে বোঝা যায়, গৃহস্থের রুচি আছে।

মহীন টেবিলের সামনে রিভলভিং চেয়ারটিতে ব'সে ঝুঁকে প'ড়ে একটা কাগজে কি লিখছে—তার বাঁ-পাশে একটা বই খোলা—দেখে মনে হয়, সেই বই থেকে কিছু টুকে নিচ্ছে। লিখতে লিখতে হঠাৎ তার লেখা বন্ধ হ'য়ে এল—সে কলমটা পাশে রেখে—চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসল—তার মুখে চিন্তার রেখা।

প্রবেশ অন্দরের দরজা দিয়ে ধীর পদক্ষেপে **মাধবী**। তার ভাবে বোঝা গেল যে সে **মহীনের** কাজের মধ্যে বাধা দিতে চায় না। সে **মহীনের** দিকে চেয়ে দেখে, ধীরে ধীরে বাইরের দরজায় গেল, গিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখে নিয়ে, ফিরে **মহীনের** পাশে এসে দাঁড়াল।

মহীন। (চমকে চোখ চেয়ে) মাধবী!

মাধবী। (মহীনের চেয়ারের পিছনে একটা হাত দিয়ে) তুমি আজকাল ব'সে ব'সে কী ভাব?

মহীন। (একটা ম্লান হাসি হেসে, নিশ্বাস ফেলে) নাঃ—কিছু না—

মাধবী। (আদরের স্বরে) বলবে না ?—আমায় বলবে না ?

মহীন। আমি কি ভাবছি জান, মাধবী। কী করতে চেয়েছিলুম, কী হ'ল ! এই ছ' মাস কী ভাবে কাটল !

মাধবী। (একবার মহীনের দিকে চেয়ে নিয়ে) কেন মন্দ কি ? এই যে তুমি কলেজের প্রোফেসর হয়েছ ! লক্ষ্ণৌএ সবাই তোমার কত সুখ্যাতি করছেন !

মহীন। কিন্তু, এই কি আমি চেয়েছিলুম ? কলেজ থেকে যখন বেরুই, কী আদর্শ নিয়ে, কী উৎসাহে কাজে লেগেছিলুম—আমার পুরাণ-পাড়াকে আদর্শ গ্রাম ক'রে তুলব ! কোথায় গেল আমার সেই স্বপ্ন ? আমার সেই স্কুল ! আমার সেই সমিতি ! আমার সেই—!—উঃ ! বুকের মধ্যে ব্যথায় টন্-টন্ ক'রে ওঠে !

মাধবী। (আর্দ্র-স্বরে) না, না, লক্ষ্মীটি—ওকথা ভেবো না ! যা চুকে গেছে—

মহীন। (উত্তেজিত স্বরে) চুকে গেছে !—(হতাশ ভাবে) হ্যাঁ চুকেই গেছে—

মাধবী। না, ও কথা তোমায় ভাবতে দোব না। আমি একটা গান গাই শোন। (মহীন কি বলতে যাচ্ছিল—তাকে বাধা দিয়ে) না, আর কথা নয়—শোন—চুপটি ক'রে।

মাধবী অর্গ্যানের সামনের টুলে গিয়ে ব'সে, গান গাইতে লাগল

গান

খেলে যায় এক নিমেষের খেলা।—
মনের ভুলে পথ চেয়ে তার
থাকা সারা বেলা।

তেপান্তরের হাওয়া এসে
দোল দিয়ে যায় ফুলে,
সুমুখ-পানেই ছুটে চলে
চায়না ফিরে ভুলে—
তার পায়েতে গন্ধটুকুন
উজাড় ক'রে দিয়ে,
আশার নেশায় দিন কেটে যায়,
স্মৃতিখানি নিয়ে।
পাপড়ি যখন পড়বে ঝরে'
বৃন্ত যাবে টুটে',—
সেই সন্ধ্যাবেলা,—
আসবে কি সে খেলতে আবার
এক নিমেষের খেলা ?

মহীন। তোমার গানে ব্যথা আরও জাগিয়ে তোলে মাধবী।

মাধবী। ব্যথা!

মহীন। তুমি গান গাইছিলে, আমি চোখ বুজে কী দেখছিলুম জান? আমাদের গ্রাম—আমাদের বাড়ী। সন্ধ্যার আবছায়া নেমে এসেছে—তুলসী-তলায় দীপ পড়েনি—উঠান আবর্জ্জনায় ভরা—বাবা মা দু'জনে দু'পাশে আকাশের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছেন—

মাধবী। না, না, তুমি মিছে ভেবো না—তাঁরা ভালই আছেন।

মহীন। ভাল আছেন! কী জানি!—আট-দশ দিন বাবার কোন চিঠি পাই নি—

দরজার ওপাশ থেকে টেলিগ্রাফ-পিয়নের গলা শোনা গেল—

"তার হ্যায় বাবু!"

মহীন ও মাধবী। (প্রায় এক সঙ্গে শঙ্কাকুল কণ্ঠে) তার!

মহীন দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই, একটি চাকর টেলিগ্রামের খাম নিয়ে এসে **মহীনের** হাতে দিলে। **মহীন** কম্পিত হাতে রসীদ সই ক'রে, তার হাতে দিতে, সে চ'লে গেল। **মাধবী** উদ্বিগ্নমুখে **মহীনের** মুখের দিকে চেয়ে রইল

মহীন। (টেলিগ্রাম চোখের সামনে ধ'রে আনন্দোজ্জ্বল মুখে) বাবা আসছেন মাধবী!

মাধবী। (আনন্দোদ্বেলিত কণ্ঠে) বাবা! আসছেন! মা-ও নিশ্চয় সঙ্গে আছেন—

মহীন। সম্ভব। টেলিগ্রামে অবশ্য কিছু লেখা নেই—কিন্তু—

সহসা গম্ভীর হ'য়ে উঠল

মাধবী। যাই—রান্নার যোগাড় করিগে।—আজ নিজের হাতে রাঁধব! চোবে মহারাজের আজ ছুটি। (মহীনের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে) ওকি! তোমার মুখ ওরকম হ'য়ে উঠল কেন? (ম্রিয়মাণ স্বরে) ওঃ! আমার হাতে হয়ত এখন আর খাবেন না।—না?

মহীন। তা নয়, মাধবী। আমি ভাবছি, হঠাৎ তাঁরা এখানে আসছেন কেন?—আমি চ'লে আসাতেও কি ধর্ম্মদাস গাঙুলির মন ভরেনি?—বাবা-মা'র ওপর এখনও সামাজিক ফতোয়া জারি হচ্ছে?—সমাজের নামে অত্যাচার চলেছে?—তা যদি হয়! (হাত মুঠো ক'রে—দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলে—তারপর যেন হতাশ-ভাবে) কিন্তু, আমি তার কী করতে পারি?—ছ'মাস হ'য়ে গেল—কী করতে পারলুম তার?

মাধবী। বেশ তো, তাঁরা যদি গ্রাম ছেড়ে চ'লেই আসেন, সে তো ভালই হবে। আবার সব একসঙ্গে থাকব—তুমি, আমি, বাবা, মা।

মহীন। কী বলছ মাধবী! একেবারে চ'লে আসবেন! ভিটে ছেড়ে?—রাধারমণকে ছেড়ে?—তাহ'লে কি এখানে আসবার সময় তাঁদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে পারতুম না?—আমি তাঁর একমাত্র ছেলে—বড় স্নেহের, বড় আদরের—কিন্তু তাঁর নিজের হাতে প্রতিষ্ঠা করা রাধারমণ!—সে তাঁর ছেলের চেয়েও বেশী।—দেখেছ তো—রাধারমণকে ছেড়ে, তিনি বেশী দিন কোথাও থাকতে পারেন?

মাধবী। আজ আনন্দের দিন! বাবা-মা আসছেন—ও কথা থাক্।—তুমি ষ্টেশনে যাও—আমি রান্নার যোগাড় দেখিগে—

নেপথ্যে ভগবতী। না, না, খবর দিতে হবে নারে বাপু—চল, চল, আমি যাচ্ছি—

মহীন! একি! বাবা!—এসে পড়েছেন!

বেরিয়ে গেল এবং একটু পরেই **ভগবতীকে** সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল

ভগবতী। না, না। কষ্ট কিছু হয়নি মহীন। ঠিকানা তো জানাই ছিল। গাড়োয়ানকে বলতেই, সোজা নিয়ে এসেছে।

মাধবী। (প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে) মাকে নিয়ে এলেন না, বাবা?

ভগবতী। রাধারমণকে একলা ফেলে দু'জনে কি ক'রে চ'লে আসি মা!—তাঁকে জানাইনি—জানালে হয়ত রেখে আস্‌তে পারতুম না!

মাধবী। মা ভাল আছেন, বাবা?

ভগবতী। (একটা বিষাদের হাসি হেসে) ভাল !—দেহে অবশ্য কোন অসুখ নেই।—বাইরেও বেশী কিছু দেখতে পাই না। প্রথম দিনের পর আর চোখের জল ফেলেন নি।—বলেন 'না—ওদের অকল্যাণ হবে'।—কিন্তু, নিজের মন দিয়ে তো বুঝতে পারি মা ! (দীর্ঘনিশ্বাস —মাধবীর চোখে জল দেখে) না, মা, চোখ মুছে ফেল।

মাধবী। (ক্রন্দন-রুদ্ধ স্বরে) বাবা !

মহীন। বাবা, এই যে আপনি এসেছেন আমাদের কাছে, এ যদি ধর্ম্মদাস গাঙ্গুলির কানে পৌঁছয়—তাহ'লে আবার আপনাকে নির্য্যাতন সহ্য করতে হবে তো ?

ভগবতী। তা হয়ত হবে।—কিন্তু, তবু না এসে তো পারলুম না মহীন !—কাশীতে এক যজমানের সঙ্গে এসেছিলুম—পাথরের বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা দেখতে দেখতে মন আকুল হ'য়ে উঠল—আমার বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণাকে না দেখে কী ক'রে ফিরে যাব !

মহীন। (উত্তেজিত-ভাবে) এই যে সমাজের নামে অত্যাচার ! এর প্রতিফল ধর্ম্মদাস গাঙ্গুলি পাবে না ?—এর শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে না ?

ভগবতী। না, না, অভিশাপ দিস্‌নে মহীন।—একদিন রাগের মাথায় আমিও অভিশাপ দিয়েছিলুম—'স্ত্রী-পুত্রের শোক পাবে'।—কে জানত তিনদিনের মধ্যেই তার অর্দ্ধেকটা ফ'লে যাবে !—এখন রাধারমণের কাছে প্রার্থনা করি, তার ছেলেটা ভাল থাক্।—তারও ঐ একমাত্র ছেলে !

মহীন। (চমকিত হ'য়ে) অ্যাঁ !—ধর্ম্মদাস গাঙ্গুলির স্ত্রী ! মারা গেছেন—?

~~ললিতকান্ত~~। [illegible] (ব্যথিত স্বরে) দিদি—?

ভগবতী। না, না, মারা যান নি।—কোথায় চ'লে গেছেন—খোঁজ নেই।

মাধবী। দিদি চ'লে গেছেন! দিদি!—কী দুঃখে!

মহীন। (বিদ্রূপের স্বরে) চ'লে গেছেন—না সমাজপতি মশায় তাড়িয়ে দিয়েছেন—তাঁর সঙ্গে মতের মিল হয়নি ব'লে!—যেমন রেবতী-বাবুকে স্কুল থেকে তাড়ালেন!—কিন্তু আপনি তো একথা কিছু লেখেন নি বাবা।

ভগবতী। লিখব কি বাবা! এ নিয়ে গাঁয়ে নানান্ গুজব—কত লোকে কত কী বলছে! এই নিয়ে নাকি পুলিশ পর্য্যন্ত ঘুরছে!—তার স্ত্রীর কে এক ভাই নাকি এসেছিল—সে নাকি মস্ত ডাকাতের সর্দ্দার! লিখে শেষ-কালে আবার কী ফ্যাসাদে পড়ব!

মাধবী। কিন্তু দিদি!—গেলেন কোথায়?—আমারি মতন তাঁরও তো মা-বাপ কেউই নেই!

ভগবতী। তা কে বলবে মা?

মাধবী। খোকা!—খোকা কোথায়?

ভগবতী। সে গাঙ্গুলি মশাইএর কাছেই আছে—

মাধবী। (ব্যথিত স্বরে) আমার জন্যে!—আমার জন্যেই তাঁর এই দশা!—আমি সেদিন দিদির সঙ্গে কেন দেখা করতে গেলুম!

মহীন। তার ফলও তো পেয়েছিলে!—সে কথা মনে করলে, আজও আমার গায়ের রক্ত টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটতে থাকে!

মাধবী। আমার জন্যে বলতে গিয়েছিলেন ব'লেই হয়ত গাঙ্গুলি মশায় তাকে ত্যাগ করেছেন!

মহীন। কিচ্ছু অসম্ভব নয়!—সে সব করতে পারে—

ভগবতী। কেউ কেউ তাই বলছে বটে—আবার অন্য রকমের কথাও শোনা যাচ্ছে—কেউ বলে, তার সেই ভাই-ই তাকে নিয়ে গেছে—আবার এ-ও শোনা যাচ্ছে—যে ও লোকটা তার ভাই-ই নয়—এমনি তার সঙ্গে গেছে—

মাধবী। না, বাবা! দিদি কোন অন্যায় কববেন না।

মহীন। গাঙ্গুলি কী বলে?—নিশ্চয় গাল-ভরা লম্বা-লম্বা কথা ব'লে, দোষ ঢাকতে চায়—

ভগবতী! তাঁর উচ্চবাচ্য নেই—শুনছি, রাতদিন ছেলেকে নিয়েই আছেন। তার পড়াশুনো, তার সুখ-সুবিধে—ছেলেকে তিনি মানুষ ক'রে গ'ড়ে তুলবেন!—একথা কে তাঁকে ভরসা ক'রে জিজ্ঞাসা করবে, বল?

মহীন। (উত্তেজিত-ভাবে) আমি করব! নিশ্চয় এর মধ্যে একটা মস্ত রহস্য আছে। তিনি সকলের ছিদ্র খুঁজে বেড়ান—তাঁর ছিদ্র কোন দিন বেরুবে না—এই তিনি ভেবেছেন!

ভগবতী। না মহীন,—কী দরকার?

মহীন। আপনি কী বলেন বাবা!—দরকার নেই?—সমাজের একটা জরাজীর্ণ আদর্শের নাম নিয়ে সে না করছে কী!—আমরা তার এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করে যাব?—না, বাবা।

ভগবতী। (নিশ্বাস ফেলে) কিন্তু উপায় নেই তো বাবা! তুমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই—গাঙ্গুলি মশাই কি তোমাকে সব কথা বলবেন?

মহীন। যাতে বলে, সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। আগে তার নিরুদ্দিষ্ট স্ত্রীকে খুঁজে বের করব—

মাধবী। কিন্তু দিদি কোথায় গেলেন!—আমার বড় ভাবনা হচ্ছে!

মহীন। যেখানেই যান্। তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ঐ গাঙুলির সামনে গিয়ে দাঁড়াব!—দেখি কী বলে!

ভগবতী। কোথায় খুঁজবে মহীন!

মহীন। আগে কাশীতে খোঁজ করব।—শুনেছি এক সময় তাঁরা কাশীতে থাকতেন।

ভগবতী। সে-ও তো একটুখানি একটা পাড়া-গাঁ নয়!

মহীন। ন্যায়বাগীশ মশায়কে নিয়ে যাব। গোটা কাশী তাঁর আঙুলের ডগায়!

মাধবী। আমিও যাব তোমার সঙ্গে।—গাঙুলি মশায় যদি তাড়িয়ে দেন, আমি এনে দিদিকে এইখানে রাখব!

মহীন। ভেতরে চলুন বাবা—একটু বিশ্রাম করবেন। দু'-তিন দিন পরে আপনার সঙ্গে এক গাড়ীতেই রওনা হব।—আপনি যাবেন পুরাণ-পাড়ায়, আমরা কাশীতে।

ভগবতী। (যেতে যেতে) কাজ কি, মহীন!

মহীন। না, বাবা। ধর্ম্মদাস গাঙুলিকে ব'লে এসেছি তাকে চূর্ণ করব।—চূর্ণ তাকে আমি করবই!

সকলে ভিতরে গেলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

তিন-চার দিন পরে বেলা আন্দাজ ৯টা। কাশীর বাঙালী-টোলায় এক গলির মধ্যে দোতালার একখানা ঘর। বেলা ৯টা হ'লেও, ঘরের মধ্যে এখনও রোদের আভাস নেই। পূবদিকের একটা জানালা আছে—তা খোলা, কিন্তু জানালা দিয়ে সরু গলির ওপাশের বাড়ীটাই দেখা যাচ্ছে—আলো বা হাওয়ার লেশ নেই। ঘরের মধ্যে জানালার দিকে বিছানা পাতা—বিছানা মানে একটা চাটাই এবং তার ওপর পাতলা একখানা তোষক।—তোষকের উপর একখানা জীর্ণ চাদর। মাথার দিকে ছোট্ট একটি বালিস্ এবং পায়ের দিকে একখানা পাঁশুটে রংয়ের সস্তা কম্বল। সামান্য হ'লেও, এগুলি সবই পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে বিন্যস্ত। বিছানার পাশে একখানা মাদুর বিছানো এবং বিছানার তলার দিকে একটা চৌকির উপর একটি সুটকেস। ঘরের উত্তর দিকে একটি দরজা, ঘরের আগম-নির্গমের একমাত্র পথ। সেই দরজার পশ্চিম পাশে একটি হুক এবং সেই হুক থেকে একটি সরু দড়ি উল্টোদিকের দেওয়ালের গায়ে আর একটি হুকে লাগানো। সেই দড়ির গায়ে কতকগুলি সাড়ী এমনিভাবে ঝোলানো যে, তা দিয়ে পরদা এবং পার্টিশানের কাজ চলে। আপাততঃ, সেই পরদা বা পার্টিশানের অর্দ্ধেকটা ফাঁকা। তার কাপড়গুলো গুটিয়ে উপরে ভাঁজ ক'রে দেওয়া হয়েছে। সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে—ওপাশে একখানি ফ্রেমে বাঁধান ছবি, দেওয়ালের গায়ে টাঙানো—ছবিতে কী আছে, তা স্পষ্ট দেখা যায় না। ছবিটিকে বেড় দিয়ে একটি সুন্দর ফুলের মালা ঝুলছে। ছবির নীচেই একটি ছোট্ট ঈষৎ উন্নত জল-চৌকি পাতা—জল-চৌকির উপরে একটি তামার টাট। তামার টাটে ফুল ও চন্দন। জল-চৌকির সামনে একটি আসন পাতা।

এই আসনের উপর **মল্লিকা** চোখ বু'জে বসে আছে। তার দেহ পূর্ব্বের চেয়ে শীর্ণ এবং মুখ পাণ্ডুর হ'য়ে গেছে। একটু পরেই সে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েও, ছবির দিকে খানিকটা চেয়ে রইল। তারপর ধীর পদক্ষেপে এপাশে এসে গুটিয়ে-রাখা শাড়ীগুলো ঝুলিয়ে দিলে—ও পাশটা একেবারে ঢাকা প'ড়ে গেল।

মল্লিকা তখন বিছানার কাছে গিয়ে চৌকি এবং সুট-কেস এনে

মাদুর ও পর্দ্দার মাঝামাঝি জায়গায়টায় রাখলে এবং নিজে মাদুরে ব'সে আঁচলে বাঁধা চাবি দিয়ে সুটকেস খুলে ফেলে, তা থেকে একটি ছোট সেলায়ের বাক্স এবং একটি বেনারসী শাড়ী বের ক'রে পাশে রেখে, চাবি বন্ধ করতে গিয়ে—আবার কি ভেবে ডালা তুলে সুটকেসের ভিতর থেকে একটা সুতোর বোনা পার্স বের করলে। পার্সের ফাঁস খুলে সেটা হাতের উপর উপুড় ক'রে ধরতেই, তার মধ্য থেকে একটি পয়সা বেরিয়ে হাতের তেলোয় পড়ল। সে আর একবার সেটা একটু জোরে হাতের উপর ঝাড়লে, কিন্তু কোন ফল হ'ল না।—তার মুখে একটা করুণ হাসি ফুটে উঠল। হাতের পয়সাটা সে সুট-কেসের ডালার উপর রেখে এবং পাসটা ডান পাশে ফেলে দিয়ে, সুট-কেসটা বন্ধ করলে। তারপর ঠোঁটের উপর দাঁত চেপে, বেনারসী কাপড়টা নিয়ে সুট-কেসের উপর ফেলে, সেলায়ের বাক্স থেকে ছুঁচ-সুতো বের ক'রে, ফুল তুলতে সুরু করলে

একজন **ভিখারী** গান গাইতে গাইতে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেল

গান

ফিরে ঘরের ছেলে চলরে ঘরে—
ডাকছে শোন্ ঐ খেয়া।
দুনিয়ার এই বাজারে চুকিয়ে নেরে
যত নেয়া-দেয়া।
ওপারে গ্যাখ্, সোনালি সাঁঝ
মেলে সোনার পাখা—
এ পারেতে আঁধার নামে
কালো ছায়ায় ঢাকা!
দেরি আর করিস্‌নেকো মিছে,
থাকুক্ প'ড়ে, থাকে যদি, সকল কিছু পিছে—
নিয়ে খালি পারের কড়ি, চট্ ক'রে ধর খেয়ার তরী,
আলোয়-আলোয় ঘরের কোলে নামিয়ে দেবে নেয়া।

ভিখারী। চাট্টি ভিক্ষে পাই মা, জননী!

লতিকা।—সব যে বাড়ন্ত বাবা! (ক্ষুণ্ণভাবে) না, না, আছে—দাঁড়াও—(উঠে স্যুট-কেসের উপর থেকে পয়সাটা নিয়ে ভিখারীকে দিয়ে)—এই নাও—

ভিখারী। রাজ-রাজেশ্বরী হও মা!

সুর ভাজতে ভাঁজতে সরে গেল

লতিকা। (ম্লান-হাসির সঙ্গে) রাজ-রাজেশ্বরী!—ছিলুম একদিন!

সেলাইএ মনোনিবেশ করলেন

মাসীমার প্রবেশ।—**মাসীমার** নাম কি, তা কেউ জানে না। ইনি কাশীর আবালবৃদ্ধের কাছে **মাসীমা** ব'লেই খ্যাত। **মাসীমার** বয়স পঞ্চাশের উপর গেছে—সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, তা ষাট পেরিয়ে সত্তরের দিকে চলেছে, না, পঞ্চাশের কোটার গোড়ার দিকে আছে, তা বলা শক্ত। **মাসীমার** মাথার চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু তা এখনো খুব পাতলা বা একেবারে সাদা হয়নি—মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, কিন্তু দাঁত এখনো অটুট—অন্ততঃ সামনের দাঁতগুলি। **মাসীমার** বেশ-ভূষারও একটু বৈচিত্র্য আছে—পরণে গেরুয়া থান। কিন্তু, তার ভিতরে একটি গেরুয়া সেমিজও আছে—সেমিজের উপর একটি নামাবলী এবং সর্বোপরি একটি ধূসর রঙের বেশ পুরু খেসের চাদর। এগুলি এমনিভাবে বিন্যস্ত যে, এদের মধ্য দিয়ে গলার সোনার বাঁধানো রুদ্রাক্ষের মালা নজর এড়ায় না। তাঁর চুলগুলি মাথার সামনের দিকে চুড়ো ক'রে বাঁধা। তাঁর ডান হাত একটি লাল রঙের গো-মুখীর মধ্যে—সম্ভবতঃ তার মধ্যে মালা আছে, এবং তিনি তা জপ করছেন। কেন-না, গো-মুখীর মধ্যে আঙুলের গতির স্পন্দন বাইরে থেকেও বোঝা যাচ্ছে।

মাসীমা। (ঘরে ঢুকেই একবার চারদিক দেখে নিয়ে) এই যে মেয়ে,সক্কাল বেলাই সেলাই! গুরু-গুরু! রান্নার কোন জোগাড় দেখছি নে যে?

লতিকা। (সেলাই থেকে চোখ না সরিয়েই) মাসীমা! আসুন—বসুন—

মাসীমা। না, ব'সবো না বাছা—ভাতটা চড়িয়ে ভাবলুম, মেয়ের খোঁজটা একবার নিয়ে আসি। গুরু-গুরু!—তোমার তো দেখছি এখনো উনুনে আগুনও পড়েনি।

লতিকা। আজ আর ও হাঙ্গাম ক'রব না মাসীমা—

মাসীমা। শরীর খারাপ নাকি? গুরু—গুরু! দেখো বাছা, আবার যেন এক কাণ্ড বাঁধিয়ে বোসোনা! এই তো এখনো একমাস হয়নি, ভুগে উঠলে! ভোগ তো তোমার একার নয়, আর পাঁচজনকেও ভোগান্তি নিতে হয়! গুরু-গুরু!

লতিকা। (মুখ নীচু ক'রেই) না শরীর খারাপ নয়—

মাসীমা। বাঁচলুম্ বাছা!—তা যাক্-গে—এখন টাকাটার কি করলে বল দেখি—

লতিকা। (নত-মুখেই) টাকা এখনও পাইনি, মাসীমা!

মাসীমা। গুরু-গুরু!—তা ব'ললে কি লোকে শোনে, বাছা! এনেছিলুম একমাসের কড়ারে, তা মাস উতরে—দু'মাস হ'তে চলল—

লতিকা। (মুখ তুলে পূর্ণদৃষ্টি মাসীমার মুখের উপর ফেলে) হোক্ না মাসীমা! শুধু হাতে তো টাকা নিইনি—

মাসীমা। দিয়েছ তো ভারী একটা আংটি!—নিয়েছ ষোল ষোলটা টাকা! দু'মাসে সুদই তার চার টাকা হ'য়ে গেল—

লতিকা। চার টাকা! সুদ!—বলেন কি মাসীমা? জিনিষ রেখে টাকায় দু' আনা সুদ!—কই, আগে তো বলেন-নি—

মাসীমা। পেয়েছি যে সেই আমার ভাগ্যি!—গুরু-গুরু! কেউ কি দিতে চায়! বলে, মেয়েমানুষের জিনিষ—থানা-পুলিসের হ্যাংগামা কে পোয়াবে?

লতিকা। (অপমান-হত-স্বরে) মাসীমা!

মাসীমা। থাকত একটা বেটা ছেলে মাথার ওপর—

লতিকা। (শুষ্ক স্বরে) সে কথা থাক্ মাসীমা!

মাসীমা। (শুষ্কস্বরে) থাক্ বাছা! ভাত চড়িয়ে এসেছি—কথা কইতে তো আসিনি! গুরু-গুরু! তাহ'লে টাকাটা দিচ্ছ কখন?

লতিকা। এখন আমি বলতে পারি না, মাসীমা!

মাসীমা। গুরু-গুরু! তা বললে কি চলে বাছা? নিদেন স্নদের চারটে টাকা আজ ফেলে দিতেই হবে।—

লতিকা। (ক্লান্ত স্বরে) আজ কোন উপায় নেই মাসীমা—

মাসীমা। সে হয় না বাছা!—স্নদের টাকাটা আজ চাই-ই। কামার-মেয়ে বলছিল, তা নইলে সে আংটি বেচে দেবে—গুরু-গুরু!

লতিকা। (স্থির গম্ভীর স্বরে) ও আংটি বেচা চলবে না—আপনি সেটা জেনে রাখুন মাসীমা—ও আমার মার স্মৃতি।

মাসীমা। গুরু-গুরু! কার কী, ধরতে গেলে কি বাছা তেজারতি চলে। কামার-মেয়ে সে পাত্তরই নয়—

লতিকা। থাক্ মাসীমা—হাতে মালা রয়েছে!

মাসীমা। অ্যাঁ—?

লতিকা। আমি জানি, টাকা আপনারই।

মাসীমা। সক্কাল বেলা ডাহা মিছে কথাটা ব'লো না বাছা। গুরু-গুরু!

লতিকা। এ-ও জানিয়ে রাখলুম, মাসীমা—যে, আমার জিনিষ আমার

অমতে বেচা চলবে না।—সে চেষ্টা করলে, সত্যি-সত্যিই থানা পুলিস হবে—

মাসীমা। গুরু-গুরু!—তুমি তো সহজ মেয়ে নও বাছা! আমাকে তুমি থানা-পুলিশ দেখাও? আমাকে?—আমি কে তা জান?—থানা-পুলিশ!

প্রবেশ **নিস্তারিণী দেবী**, বয়স আন্দাজ চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ, পরণে সাদা সেমিজের উপর গরদের থান, গলায় সরু চেন-হার, বেশ গোল-গাল মোটা-সোটা গড়ন—যৌবন পেরিয়ে এলেও, ঠোঁটে ও চোখে যৌবনের একটা ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়

নিস্তারিণী। (দরজার কাছে দাঁড়িয়েই) কী মাসীমা, সকাল-বেলাই থানা-পুলিশ কিসের?

মাসীমা। জানিস নিস্তার, এই এক ফোঁট্টা মেয়ে—এখনো গাল টিপলে দুধ বেরোয়!—আমায় বলে কিনা মিথ্যুক!—আমায় থানা-পুলিশ দেখায়!

নিস্তারিণী। বল কি মাসীমা?—তোমায় এত বড় কথা!—(ঠোঁটের কোণে হাসির একটু বঙ্কিম রেখা ছিল)

মাসীমা। অপ্‌রাধ্‌ আমার!—দরকারের সময় টাকাটা এনে দিয়েছিলুম! সুদে-আসলে কুড়ি টাকা দাঁড়িয়েছে—কামার-মেয়ে আজ আমায় দুশো কথা শুনিয়ে দিলে!—তার মুখ জানিস্‌ তো—?

নিস্তারিণী। (হেসে ফেলে) জানি বৈকি মাসীমা। বেয়াড়া মুখ!—কাউকে রেওৎ করে না—

মাসীমা। গুরু-গুরু! বল্‌ত বাছা—

নিস্তারিণী। (লতিকা কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে) সুদের কিছু দিয়ে দিলেই তো হয়।

লতিকা। (শুষ্ক স্বরে) উপায় থাকলে, আমায় বলতে হ'ত না।—আমার উপায় নেই।

নিস্তারিণী। তা বললে কি চলে ভাই? যার পাওনা, তার দিকটাও তো দেখা চাই!—এই ধরনা, আমারই তোমার কাছে তিন মাসের ভাড়া বাকী—আজ কিছু না দিলে, আমার চলে কী ক'রে?

লতিকা। আমি তো আপনাকে বলেছি—মাস-কাবারের আগে কিছু দিতে পারব না। এই কাজটা নিয়েছি—

নিস্তারিণী। বেনারসী-কাপড়ে ফুল তোলা—? ও আবার একটা কাজ! —আজ আছে কাল নেই—

লতিকা। দিন পনেরো যা করেছি, মাস-কাবারে তার টাকাটা পেলেও—

নিস্তারিণী। দেখ, ক' মাস-কাবার যায়!

লতিকা। তাঁরা তো বলেছেন—

নিস্তারিণী। (বাধা দিয়ে) সে তুমি বুঝবে, আর তাঁরা বুঝবেন।—আমার কথা হচ্ছে ভাই, আজ আমার কিছু চাই-ই।

লতিকা। (ক্লান্ত স্বরে) এক কথা বার-বার ব'লে কোন লাভ আছে কি?

মাসীমা। শুনলি নিস্তার?—শুনলি? গুরু-গুরু! অমনি একবার তাগাদা করতেই আমাকে থানা-পুলিস দেখিয়ে দিলে—

লতিকা। (শুষ্ক স্বরে) আপনি ঠিক কথা বলছেন না—

মাসীমা। নাঃ—আমি ঠিক বলব কেন? যত ঠিক-বোলনে-উলী তুমি!

লতিকা। (তীক্ষ্ণ স্বরে) মাসীমা!

মাসীমা। যত সব ঢলানি!—বাংলা দেশ ঢলিয়ে কাশীতে এসেছেন ঢলাতে—

লতিকা। (তীব্রতার সঙ্গে) মাসীমা!

উঠে মাসীমার সামনে এসে দাঁড়াল—তার নাসারন্ধ্র স্ফীত—অধর থর্-থর্ ক'রে কেঁপে উঠছিল—কিন্তু, আর কিছু বলবার আগেই, নেপথ্যে অধীরের কণ্ঠ শোনা গেল, "বাড়ীতে কে আছেন?"—**নিস্তারিণী দেবী** মাথার কাপড়টা কপাল পর্য্যন্ত টেনে, দরজার চৌকাটের পাশ থেকে দেহটাকে বাইরের দিকে হেলিয়ে, সামনের দিকে দেখতেই—

নেপথ্যে অধীর। এই বাড়ী কি নিস্তারিণী দেবীর?

নিস্তারিণী। (বাইরে বেরিয়ে চৌকাটের পাশে দাঁড়িয়ে) আপনি কী চান?

নেপথ্যে অধীর। (গলা একটু স্পষ্টতর হয়ে উঠল, যাতে বোঝা গেল, সে এগিয়ে এসেছে) আপনি নিস্তারিণী দেবী? আপনার বাড়ীটাই বাকী আছে—ব্যস্, তাহ'লেই খোঁজা শেষ হয়—আমিও নিষ্কৃতি পাই।

নিস্তারিণী। আপনার কী দরকার?

মাসীমা কৌতূহলী হ'য়ে দরজার পাশ থেকে উঁকি মারতেই—

নেপথ্যে অধীর। মাসীমা যে! আপনার অগম্য স্থান নেই দেখছি!

লতিকা অধীরের কণ্ঠস্বর শুনে, ফিরে এসে নিজের জায়গায় মুখ নত ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে পড়ল। বোঝা গেল, **অধীর** এগিয়ে আসছে—কেন-না **মাসীমা ও নিস্তারিণী দেবী** ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। প্রবেশ দরজার চৌকাঠের সামনে **অধীর**। মাসীমা এবং **নিস্তারিণী দেবী**

এমনি ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন যে, তাঁদের ভেদ ক'রে লতিকাকে স্পষ্ট দেখা যায় না।

মাসীমা। গুরু-গুরু! সব ভাল, বাবা?

অধীর। আপনার গুরুর কৃপায় যাচ্ছে কোন-রকমে কেটে। (তারপর নিস্তারিণীকে) আপনার এখানে মাস ছয়েক হ'ল কোন একটি মেয়ে এসেছে কি?—নাম লতিকা—? (মাসীমা ও নিস্তারিণীর মধ্যে একটা দৃষ্টির বিনিময় হ'য়ে গেল) কিন্তু সে তার ঠিক নাম দিয়েছে কিনা, কে জানে! (মাসীমা ও নিস্তারিণীর আর একবার দৃষ্টি-বিনিময় ক'রে দু'জনে দু'পাশে সরে যেতেই, অধীরের দৃষ্টি লতিকার উপর পড়ল—সে কাঠ হ'য়ে বসেছিল) বাঃ বেশ! চমৎকার! (মাসীমা ও নিস্তারিণীর মধ্যে পুনশ্চ দৃষ্টি-বিনিময়—লতিকা স্তব্ধ হ'য়েই ব'সে রইল) নীরবতা মহামূল্য!—কেমন লতি? (লতিকা মাথা হেঁট ক'রে, তেমনি-ভাবেই শক্ত হ'য়ে ব'সে রইল)

মাসীমা। গুরু-গুরু! এ তাহ'লে তোমার চেনা—

অধীর। হ্যাঁ মাসীমা!—কিন্তু আপনাদের নিশ্চয় অন্য কাজ আছে—আপনাদের আটকে রাখা তো ঠিক হবে না।—কি বল লতি?

মাসীমা। কি জান বাবা—ওর কাছে আমার কিছু—

নিস্তারিণী। (বাধা দিয়ে, চোখ টিপে) এখন চল মাসীমা—আমরা যাই। (অনিচ্ছুক মাসীমাকে নিয়ে যাবার সময়, অধীরের দিকে আড়-চোখে চেয়ে—খুব নীচু স্বরে) বুঝতে পারছ না? চল!—

[প্রস্থান মাসীমা ও নিস্তারিণী

অধীর। (ঘরের চারদিক একবার দেখে নিয়ে) বেশ আছ দেখছি, লতি! —অবশ্য, আমিও যে রাজার হালে আছি, তা নয়—তবে, তুমি সব বিষয়েই আমাকে হার মানিয়েছ!

লতিকা। (মুখ তুলে অধীরের দিকে চেয়ে) অধীর-দা!

অধীর। দেহখানিও বেশ আধ্যাত্মিক ক'রে তুলেছ দেখছি!—রক্ত-মাংস যে অনুপাতে কমিয়ে এনেছ, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে পরিণত হ'তে বিশেষ বিলম্ব নেই!

লতিকা। কিন্তু, এর কোন প্রয়োজন ছিল না, অধীর-দা।

অধীর। তোমাকে খুঁজে বের করায় আমার কী প্রয়োজন, সে আমি জানি।—কিন্তু, তোমাকে আমার একটা প্রশ্ন আছে।—এর মানে কী?—কেন তুমি এ কাজ করলে?

লতিকা। (ক্লান্ত স্বরে) তুমি অধীর-দা? তুমি এই প্রশ্ন করছ?—তুমি জান না?

অধীর। একটা ধাঁধায় পড়তে হয়েছে বৈকি!—রতনদার সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রমাণ-পত্র সব তো পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।

লতিকা। তা গেছে—কিন্তু, তাঁর চোখের প্রশ্নকে তো ছাই ক'রে দিতে পারিনি!—তুমি কী ভাব?—ওই দলীল নিয়ে তাঁর কাছে কতবার কতরকম কথা বলা হ'ল—তিনি এতই নির্ব্বোধ, যে, তাঁর মনে কোনই প্রশ্ন উঠবে না?

অধীর। যদিই ওঠে—কী এসে যায়?

লতিকা। সে তুমি বুঝবে না, অধীর-দা। যে সত্যাশ্রয়ী, তার চোখের একটা নীরব প্রশ্নেরও যে কতখানি শক্তি!—এর পর তাঁর সামনে আর একদিনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতুম?

অধীর। তবুও ধাঁধা ঘুচলো না। যদি সেই চ'লেই এলে—সত্যাশ্রয়ীকে সত্যের সন্ধানটা দিয়ে এলেই পারতে!

লতিকা। (শুষ্ক স্বরে) ও উপদেশ আপাততঃ থাক্।—আমায় খুঁজে বের করেছ তো—? ঘরও দেখে গেলে—এবার আমায় রেহাই দিলে নিজের কাজ করতে পারি। (সেলাই নিয়ে নাড়াচাড়া)

অধীর। আমি ঠিক একলা যাবার জন্যে আসিনি।—তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। (চারদিক আর একবার দেখে নিয়ে) এ আবেষ্টনের মধ্যে তোমাকে ফেলে যেতে—যার গায়ে মানুষের চামড়া আছে—সে পারে না।

লতিকা। তোমার মনে হয়, আমি যাব?

অধীর। (সে কথায় কান না দিয়ে) তোমার জিনিষ-পত্তর যা দেখছি তা বগল-দাবায় চ'লে যাবে।—তবে—এদিকটায় যদি গুরুতর কিছু থাকে—সে আলাদা। কী আছে এদিকে? (ঝোলানো সাড়ী তুলতে গেল)

লতিকা। (অস্বাভাবিক স্বরে) হাত সরাও, অধীর-দা! ওদিকে না।

অধীর। (চমৎকৃত ভাব দেখিয়ে) পবিত্র কিছু?—ঠাকুর ঘর? তুমি অবাক করলে, লতি!—এর মধ্যে জপতপ সুরু করেছ না কি? গুরু-করণও বাকী নেই বোধ হয়!

লতিকা। সে জেনে তোমার লাভ নেই। আপাততঃ, এইটুকু জেনে রাখো—আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

অধীর। তার মানে, তুমি কল্পনা করছ, আমি তোমায় এই অবস্থায় ফেলে যাব—?

লতিকা। দেহ আমার ভালই আছে।

অধীর। আমায় ভুলোবার চেষ্টা ক'রো না, লতি।—দেহ ছাড়াও একটি বস্তু আছে, যার অভাবে দেহ থাকে না—যার জন্যে লোকে দেহকেও তুচ্ছ করে।

লতিকা। (রক্তিম মুখে) অধীর-দা!

অধীর। আমি কিছু বুঝি না, লতি!—এতখানি বেলা হ'ল রান্নার জোগাড় নেই কেন?

লতিকা। তোমার এই রকম অবস্থায় তোমাকে যদি কেউ ঐ প্রশ্ন করত?

অধীর। (সে কথায় কান না দিয়ে) সকাল-বেলাতেই তোমার এখানে কাবলীওয়ালাটির আবির্ভাব কেন?

লতিকা। কী বলছ, অধীর-দা—

অধীর। আমাদের ঐ গুরুপদাশ্রিতা মাসীমা ঠাক্‌রুণ!—কাশীতে সবাই জানে, টাকা ধার দিয়ে মোটা সুদ আদায় করা ওঁর ব্যবসা।—তোমার কত দেনা, লতি?

লতিকা। তোমাকে আমি আবার বলছি, অধীর-দা, আমার দেনা থাক্, পাওনা থাক্, তা আমার আছে!—যদি পারি, আমার দেনা আমি নিজেই শোধ করব।—না পারি, যা হবার হবে। অপর কারো অনুগ্রহ আমি নোব না।

অধীর। আমিও তোমাকে আবার বলছি লতি—তোমায় নিয়ে তবে আমি যাব, নতুবা নয়।

লতিকা। স্বর্গের দেবতার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে এসেছি, তোমার আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্যে—এই তুমি ভেবেছ?

অধীর। (শ্লেষের সঙ্গে) দেবতা! স্বর্গের! (সাড়ীর পরদা দেখিয়ে) ঐ বুঝি তার মন্দির!

লতিকা। (ক্রুদ্ধস্বরে) অধীর-দা!

অধীর। (একটু যেন অপ্রতিভ হ'য়ে) আমায় মাপ কর, লতি।

লতিকা। থাক্। (তারপর সংযত স্বরে) আমি কারো আশ্রয় গ্রহণ করব না, এটা স্থির। একবার দেখব স্ত্রীলোকের নিজের কিছু মূল্য আছে কি না।—তুমি যাও, অধীর-দা!

অধীর। সাধু সঙ্কল্প!—কিন্তু পারবে না লতি! এ সে সমাজই নয়। তোমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে নাগ পাশ—অক্টোপাশের বাঁধন!

লতিকা। তবু চেষ্টা করব—

অধীর। (ঘরের চার-পাশ দেখিয়ে) চেষ্টার তো ফল এই!

লতিকা। তোমরা পুরুষ—এ নিয়ে শ্লেষ ক'রতে পার!—কিন্তু, চেষ্টার এখনও শেষ হয় নি।

অধীর। আমার মনে হচ্ছে, সে চেষ্টা আপাততঃ স্থগিত রাখতে হবে—

লতিকা। (একটু উত্তেজনার সঙ্গে) তুমি ভেবেছ, তোমার সাহায্য আমি নোব?—জান, যখন আমি বাড়ী ছেড়ে আসি, তখন আমার স্বামীর দেওয়া একটি জিনিষও আমি আনিনি?—মার দেওয়া এই সোনার লোহা আর একটী আংটি—এই নিয়েই বেরিয়েছি—?

অধীর। তার জন্যে হয়ত তোমায় অভিনন্দন করা উচিত! কিন্তু—

লতিকা। মিছে আমার সময় নষ্ট ক'রো না অধীর-দা, তুমি যাও—

অধীর। যদি না যাই, তুমি কী করতে পার?

লতিকা। (দৃঢ় স্বরে) আর কিছু না পারি, সত্যাগ্রহ কে আটকাবে? কারো সাধ্য হবে না, এক-ফোঁটা জলও গলার ও-পারে নিয়ে যায়—

অধীর। (স্তম্ভিতভাবে) লতি!

লতিকা। জীবন-মরণ খুব বড় কথা নয়, অধীর-দা!

অধীর। তা আমার অজানা নেই!—কিন্তু কেন? কিসের জন্যে? এক-একবার কী মনে হচ্ছে জান, লতি? মনে হচ্ছে, গাঙ্গুলি মশায়কে সত্যি যা, খুলে ব'লে আসি—

লতিকা। (আর্ত্তস্বরে) অধীর-দা!

অধীর। না, দেখি—তিনি কী করেন! কীভাবে জিনিষটাকে নেন!

লতিকা। খোকন! তার কথা ভাবছ না অধীর-দা?

অধীর। ভাবছি বৈ-কি!—এ-ও আমি বুঝতে পারছি, যে, খোকাকে দুর্গতি থেকে বাঁচাবার জন্যেই তোমার এই অভিযান।

লতিকা। (রুদ্ধস্বরে) যদি তাই বুঝে থাক, তাহ'লে আর কেন আমাকে—

অধীর। পীড়ন করছি?—সে কথা না-ই বললুম!—কিন্তু, আমার সত্যিই দেখতে ইচ্ছা করে, যে, একথা শুনলে তিনি খোকনকে ত্যাগ করতে পারেন কি না? হৃদয়-হীন ধর্ম্মদাস গাঙ্গুলির নিষ্ঠুরতা কি অসীম, না, কোথাও তার সীমা-রেখা টানা যায়—

লতিকা। (কঠোর হ'য়ে) চুপ করো অধীর-দা!—তোমার ক্ষুদ্র মাপ-কাঠি দিয়ে তাঁর কাজ মাপতে যেও না।—তিনি কত মহৎ—

অধীর। (শুষ্কস্বরে) না—সে মহত্ত্বের নাগাল পাওয়া আমার কর্ম্ম নয়! —যে মহত্ত্ব বিনা দ্বন্দ্বে বিনা দ্বিধায় তোমাকে এই দুর্গতির মধ্যে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছে—

লতিকা। (তীক্ষ্নস্বরে) অধীর-দা, তুমি যাবে?—না, আমি যাব?

অধীর। না আমি যাব না!—তাড়িয়ে দিলেও না! আমি মহৎ নই—কিন্তু, তোমায় এই দুর্গতির মধ্যে রেখে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

লতিকা। (তীব্র দৃষ্টি অধীরের মুখের ওপর ফেলে) তোমার উদ্দেশ্য তো আরও বড় দুর্গতির মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া ?

অধীর। (চমকিত হ'য়ে) লতি !

লতিকা। ছিঃ ছিঃ—

অধীর। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লতিকাকে দেখে) এমন কথা আমায় বল, লতি !

লতিকা। সে লোকটি আত্মহত্যা করবার সময় তোমায় যা চিঠি লিখেছিল—পুড়িয়ে ফেলবার আগে, তা আমি প'ড়ে দেখেছি।—কী আস্পর্দ্ধা তার !

অধীর। রতন-দার স্বর্গত আত্মার অপমান ক'রো না লতি !—তোমার মুখেও তা সহ্য করব না।

লতিকা। জেনে রাখো, যে, তোমার লুব্ধ-দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচানও আমার এই নিরুদ্দেশ-যাত্রার আর একটা উদ্দেশ্য—

অধীর। লুব্ধ-দৃষ্টি ! আমার !—তা যদি থাকত !

লতিকা। তুমি যাও—

অধীর। হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। তোমায় এ শক্তি-শেলের পর, আর আমার থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু, যাবার আগে জানিয়ে যাই—আত্মহত্যা করবার আগে, রতন-দা কেন যে তোমাকে চিঠি দিয়ে আমার মত ক্ষুদ্র জীবকে বরণ করতে অনুরোধ করেছিল, তা বোঝবার মত বুদ্ধি এখন তোমার নেই।—সে যে কত বড় মহাপ্রাণ ছিল, তা তুমি কখনও বোঝনি—আজও বুঝবে না।—আর এক কথা—আমি তোমাকে ভালবাসি—হ্যাঁ, সত্যিই ভালবাসি—কিন্তু লোভ আমার নেই—আর, তা বোঝবার শক্তিও তোমার নেই।—আমি চললুম—

অধীর দরজার দিকে অগ্রসর হ'তেই প্রবেশ **মহীন, মাধবী** এবং একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখলেই বোঝা যায়, তিনি **ভট্টাচার্য্য**—মাথায় মস্ত টিকি—একটু কোল-কুঁজো। বগলে পুঁথি থাকলে. পঞ্জিকার সংক্রান্তি-পুরুষ ব'লে ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নয়

মহীন। (দরজার চৌকাঠের সামনে এগিয়ে এসে) এখানে ঘর খালি আছে, মশায়?

অধীর। মহীন!

মহীন। (আশ্চর্য্য হ'য়ে) আপনি আমাকে চেনেন? (আরো এগিয়ে এসে চৌকাঠের ধারে দাঁড়িয়ে অধীরকে নিরীক্ষণ ক'রে দেখে) আপনাকে কোথায় দেখেছি, বলুন তো?

অধীর। আমাকে? (বলতে বলতে এমনভাবে মহীনের সামনে এসে দাঁড়াল, যাতে তার দৃষ্টি লতিকার উপর না পড়ে) দেখেছ বৈকি—তোমাদের গ্রামে একবার বেড়াতে গিয়েছিলুম।

মহীন। পুরাণ-পাড়ায়? গিয়েছিলেন?

এই সময়ে **মাধবী** উঁকি মেরে পাশ দিয়ে দেখতেই **লতিকার** সঙ্গে তার চোখো-চোখি হ'য়ে গেল

মাধবী। (চমৎকৃত স্বরে) দিদি!

মহীন। (মাধবীর দিকে ফিরে) দিদি!—কে দিদি—?

অধীর আর আড়াল করা বৃথা জেনে, সরে দাঁড়াতেই—**মহীনের** দৃষ্টি **লতিকার** উপরে পড়ল

মহীন। (চমৎকৃত-ভাবে) অ্যাঁ—জমিদার-গিন্নী!

"জমিদার-গিন্নী" শব্দটা কানে প্রবেশ করবামাত্র **ভট্টাচার্য্যের** কৌতূহলী দৃষ্টি, তীর্থস্থানের উপযুক্ত শিকার মনে ক'রে, **লতিকার** উপর ন্যস্ত হ'ল। ইত্যবসরে **মাধবী** পাশ কাটিয়ে **লতিকার** কাছে উপস্থিত হয়েছে

মাধবী। (স্নিগ্ধনেত্রে লতিকাকে দেখে) দিদি! তবে না কি তুমি নিরুদ্দেশ!—এ কী চেহারা হয়েছে, দিদি!

লতিকা ম্লানভাবে একটু হাসলে

মহীন। (একবার অধীর ও একবার লতিকার দিকে চেয়ে, শুষ্কস্বরে) চ'লে এসো মাধবী!

মাধবী। কী বলছ! চ'লে যাব?—দিদিকে না নিয়েই? (লতিকাকে) তোমায় কিন্তু ছাড়ছি না দিদি—আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে—

মহীন। না, না, মাধবী!—চ'লে এসো—

মাধবী। তোমার গরজ থাকে—তুমি যাও। (লতিকাকে) লক্ষ্ণৌ থেকে আসছি দিদি। উনি সেখানে প্রোফেসারি করেন কিনা।

মহীন। (অধীরের দিকে অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে) তোমার কবে জ্ঞান-বুদ্ধি হবে মাধবী!

অধীর। (মহীনের দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে—গম্ভীরভাবে মহীনকে) মহীন! লতি আমার বোন্—গাঙ্গুলি মশায়ের ওখানেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা।

ভট্টাচার্য্য। (এতক্ষণ লতিকাকে নিরীক্ষণ ক'রে দেখছিলেন—অধীরের মুখে 'লতি' নামটা শুনেই, চটি জুতো খুলে এগিয়ে লতিকার সামনে গিয়ে) তোমায় যেন চেন-চেন করছি মা-লক্ষ্মী—তুমি মহামায়ার মেয়ে লতিকা নও?

লতিকা। (অবনত মুখে) হ্যাঁ—আমার মা'র নাম ছিল মহামায়া।

ভট্টাচার্য্য। তাহ'লে তোমার মা আমার পরামর্শ-মতই কাজ করেছিলেন? —তোমার আবার বিয়ে দিয়েছিলেন?

অধীর। (কথাটা চাপা দেবার অভিপ্রায়ে এগিয়ে এসে) ও কথা থাক্, ভট্টাচাজ্জি মশায়—

মহীন। (ভিতরে এসে উত্তেজিতভাবে) কী?—কী বললেন, ন্যায়বাগীশ মশায়? আবার বিয়ে কী রকম?

লতিকা হাত মুঠো ক'রে কাঠের মত শক্ত হ'য়ে উঠল। **অধীর লতিকার** দিকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে, তারপর **মহীনকে** কী বলতে গিয়ে তার দৃঢ়-সঙ্কল্পের ভাব দেখে চুপ ক'রে গেল

ভট্টাচার্য্য। দেখে বড়ই আনন্দ হচ্ছে। বুঝেছ মহীন-বাবু, তোমাদের মত ইংরাজিওয়ালা পুরুষদের কথা আলাদা—কিন্তু, সেকালের একটি নিরক্ষর বিধবার এমন সৎসাহস খুবই প্রশংসার।

মহীন। আপনি বলতে চান, ইনি একবার বিধবা হয়েছিলেন?

ভট্টাচার্য্য। ওঃ! সে বাস্তবিকই হৃদয়-বিদারক ব্যাপার!—আমিই সে বিবাহে পৌরহিত্য করেছিলাম। সম্প্রদান, কুশণ্ডিকা, যথারীতি হ'য়ে গেল—ফুলশয্যার আয়োজন হচ্ছে—এমন সময় খবর এল—রতন ঘোষাল আত্মহত্যা করেছে।

মহীন। (শ্লেষের সঙ্গে) তাহ'লে পুরাণপাড়ার সমাজপতি ধর্ম্মদাস গাঙুলি বিবাহ ক'রেছেন—রতন ঘোষালের বিধবাকে—

ভট্টাচার্য্য। বল কি বাবা! যাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে, তিনি সমাজপতি—এ যে মস্ত সু-খবর!

অধীর। (লতিকার দিকে চেয়ে) চুপ করুন, ভট্টচাজ্জি মশায়—

ভট্টাচার্য্য। চুপ করব কেন, বাবা? রামরতন ন্যায়বাগীশ যা সত্য, ন্যায় এবং শাস্ত্রসঙ্গত ব'লে জেনেছে, তা বড় গলায় প্রচার ক'রেছে। মহামায়া যখন এসে কেঁদে পড়ল, "বাবা ঐটুকু মেয়ের দশা এই হ'ল" —আমি একটুও দ্বিধা করিনি, অম্লানবদনে বলেছিলুম "তুমি ওর আবার বিবাহ দিও।"

মহীন। ওঠ মাধবী!—আসুন ভট্টাচাজ্জি মশায়!—আর এখানে বাড়ী খোঁজবার প্রয়োজন নেই।—আজ রাত্রেই আমরা দেশে রওনা হচ্ছি।

দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন

অধীর। (ঘুরে এসে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে) দাঁড়াও মহীন্!—তুমি কী করতে চাও?

মহীন। চলুন আমাদের গ্রামে—দেখতে পাবেন—

অধীর। বিশেষ কী লাভ হবে? গাঙুলি মশায় তো লতিকে ত্যাগ করেইছেন!

মহীন। সে করেছেন নিঃশব্দে—এবার প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে, সকলের সামনে মাথা হেঁট ক'রে ত্যাগ করতে হবে!—তা ছাড়া, স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন—পুত্রকে তো করেন নি—সেইটেই বড় কথা।—বাপের ছেলেকে ছাড়তে কত বড় ব্যথা লাগে, সেটা তাঁর বোঝা দরকার।

অধীর। মহীন!—

আরও কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখতে পেলে, লতির মুখ রক্তশূন্য পাংশু হ'য়ে গেছে, সে মূর্চ্ছাহত হ'য়ে পড়ে যাচ্ছে—তার দিকে দৌড়ে যেতে যেতে

লতি! লতি!

ইতিমধ্যে **মাধবী লতিকাকে** ধ'রে শুইয়ে দিয়েছে

মাধবী। (লতিকার চিবুক ধ'রে আর্ত্তস্বরে) দিদি! দিদি!—জল! একটু জল!

অধীর তাড়াতাড়ি শাড়ীর পর্দাটা তুলে ফেললে এবং ও-পাশ থেকে একটা ছোট কুঁজো এনে **মাধবীর** হাতে জল দিলে। নিজেও জলের ছিটে দিতে লাগল। পরদাটা তুলে ফেলতেই, **ধর্ম্মদাসের** পুষ্পহার-মণ্ডিত ছবি স্পষ্ট দেখা গেল

লতিকা। (নিশ্বাস ফেলে) মাঃ—

কিন্তু চোখ তখনও মুদ্রিত

ভট্টাচার্য্য। কোথায় যেন কী একটা গোলোযোগ বেধেছে ব'লে বোধ হচ্ছে—

অধীর। (উঠে এসে মহীনকে চাপা স্বরে) দেখছ তো মহীন! এ-ও তোমাকে বিচলিত করছে না?

মহীন। কিসের জন্য?—এতে তো সঙ্কল্প আরো দৃঢ় হওয়াই উচিত!

অধীর। মহীন!

মহীন। এই যে বিনা অপরাধে এঁর এই দশা! এর জন্যে দায়ী কে? (ছবি দেখিয়ে) ঐ ধর্ম্মদাস গাঙুলি!—সমাজের দোহাই দিয়ে এই হৃদয়-হীনতা!—এর প্রতিকার আবশ্যক।

অধীর। মহীন্, শোন—

মহীন। মিছে!—আমার বাবা-মার মর্ম্ম-বেদনা কোনমতেই ভুলতে পারব না।—

লতিকা এই সময় নিজেকে সবলে সংযত ক'রে উঠে বসল

মাধবী। সামলেছ দিদি ?

লতিকা। (ঘাড় নেড়ে জানালে) হ্যাঁ— (তারপর ক্ষীণস্বরে) অধীর-দা, এঁদের যেতে বল—(মাধবীকে) মাধবী, আজ এস।

মাধবী। (লতিকার পায়ের ধুলো নিয়ে) আমাকে দোষ দিও না দিদি। (উঠে, মহীনের কাছে গিয়ে)—কী দরকার ?

মহীন। ও-কথা থাক্, মাধবী।—আসুন ন্যায়বাগীশ মশায়—

ভট্টাচার্য্য। ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝতে পারলুম না, বাবা !

অধীর। ভট্চাজ্যি মশায় !

ভট্টাচার্য্য। বাবা—?

অধীর। আপনার বয়স কত হ'ল ?

ভট্টাচার্য্য। তা গেল আশ্বিনে ছেষট্টি পুরো হয়েছে—সাতষট্টি চলেছে।

অধীর। আমি ভাবছি, যে, পূর্ণ-ছেষট্টিতে যদি আপনার দেহান্ত হ'ত, তাহ'লে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হ'ত কি ?—কী বলেন ?

ভট্টাচার্য্য। (একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে) বাবা—?

অধীর। না, যান্। (মহীনকে) তোমায় আর কিছু বলবার নেই মহীন্।—তোমরা আসতে পার।

[প্রস্থান **মহীন, সুরভি ও ভট্টাচার্য্য**

লতিকা ধর্ম্মদাসের ছবির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে স্থির হ'য়ে বসেছিল

অধীর। (লতিকার দিকে অগ্রসর হ'য়ে, কোমল কণ্ঠে) লতি !

লতিকা। (দেহের মধ্যে একটা শিহরণ চ'লে গেল—তার পর) একদিন —একদিন এই মিথ্যা নিয়ে শ্লেষ ক'রে, ওঁর কাছে শাস্তি চেয়েছিলুম —উনি কি বলেছিলেন, জানো ? 'মিথ্যা নিজের শাস্তি নিজেই নিয়ে

আসে।'—তখন উপেক্ষা করেছিলুম।—কিন্তু, সত্যাশ্রয়ীর মুখের কথা ব্যর্থ হয় না।

অধীর। নাঃ—মানুষের কোন হাত নেই, লতি। জীবন সেই অদৃষ্ট-বিধাতার আঙুলের ইঙ্গিতেই চলে। মানুষের করবার কিচ্ছু নেই—

লতিকা। (কতকটা আপনার মনে) কিছু নেই? কিছুই নেই?—কিন্তু খোকন!—তার কি হবে? অদৃষ্ট-বিধাতার আঙুল তাকে কোথায় ঠেলে নিয়ে যাবে?—ওঃ—

অধীর। তোমার এই দুর্ব্বল শরীরে আর তোমায় কথা কইতে দোব না, লতি।—তুমি শুয়ে পড়—আমি একটু গরম দুধের চেষ্টা দেখি—

লতিকা। (দাঁড়িয়ে উঠে) অধীর-দা!—আমি যাব—

অধীর। (উদ্বিগ্ন হ'য়ে) লতি! উঠো না, উঠো না, শুয়ে পড়—

লতিকা। হ্যাঁ যাব—সত্যিই যাব—এখুনি—

অধীর। কী বলছ, লতি!

লতিকা। উনি যদি শোনেন-ই—আমার মুখেই প্রথম শুনবেন। আর কারো মুখে নয়—আমারই মুখে।—আমি পুরাণ-পাড়ায় যাব।

অধীর। বেশ তো,—তাই যেতে চাও, যেও। এখন তো গাড়ী নেই—ডুন্-এক্সপ্রেস্ মোগলসরাই ছাড়ে পৌণে পাঁচটায়।

লতিকা। (অস্থির ভাবে) পৌণে পাঁচটা!—কিন্তু আমার যে মহীনের আগে পৌঁছোনো চাই।

অধীর। মহীন যাবে সম্ভবতঃ বোম্বে না হয় পাঞ্জাব মেলে—তুমি ঢের আগে পৌঁছুবে।

লতিকা। (সংশয়যুক্ত অধীরতার সঙ্গে) কিন্তু, যদি ঐ ডুন্ এক্সপ্রেসেই যায়!

অধীর। যায়ই যদি—তারা নিশ্চয় হাওড়া থেকে ফিরতি ট্রেণে পুরাণ-পাড়ায় যাবে—আমি যেমন গিয়েছিলুম। আমরা বর্দ্ধমান থেকে ট্যাক্সি নেব—ওরা হাওড়া পৌছুবার আগেই আমরা পুরাণপাড়া পৌছে যাব। এখন একটু শুয়ে পড় দেখি, ট্রেণের তো দেরী আছে। আমি একটু দুধ নিয়ে আসি।—

লতিকা। না, অধীর-দা! পুরাণপাড়ায় পা দেবার আগে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত না।

নেপথ্যে ভিখারীর গান দূর থেকে শোনা গেল—

গান

ঘরের ছেলে চলরে ঘরে
ডাকছে শোন ঐ খেয়া

গান ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল

লতিকা। (গান শুনে) হ্যাঁ, ঘরেই ফিরে যাব! ঘর! (ধর্ম্মদাসের ছবির কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে) হ্যাঁ আমারই ঘর। (ছবির দিকে চেয়ে) হ্যাঁ তুমি—তুমিই আমার স্বামী!—একবার বিবাহ হয়েছিল? হোক্—স্বামী তুমি। তুমি সত্যাশ্রয়ী, এ সত্য বুঝবে না?—আমি যাব—পুরাণপাড়ায় যাব!

সামনের চৌকির উপর মাথা রেখে ফোঁপাতে লাগল **অধীর লতিকার** দিকে অগ্রসর হ'তে গিয়ে, থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার মুখে একটা করুণ সমবেদনা ফুটে উঠল।

চতুর্থ অঙ্কের **যবনিকা** ধীরে ধীরে নেমে এল।

পঞ্চম অঙ্ক

সেইদিন গভীর রাত্রি

দৃশ্য :—পুরাণপাড়া জমিদার-বাড়ীর বাইরের মহলের একাংশ,—অন্ধকারে পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না—শুধু বোঝা যাচ্ছে, সামনে একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা জায়গা এবং তার পিছনে ও বাঁ-দিকে দোতালা ঘরের সারি। বাঁ-দিকে উপর থেকে একটা প্রশস্ত সিঁড়ি নেমে এসেছে।—সেই সিঁড়ির একটা ধাপে ব'সে আছেন **ধর্ম্মদাস গাঙ্গুলি** তাঁর পাশে **খোকা**

ধর্ম্মদাস। এইবার ঘুমোবে চল খোকা—

খোকা। ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না বাবা!—(উপরের দিকে চেয়ে) বাবা!—

কি বলতে গিয়ে থেমে গেল

ধর্ম্মদাস। কী খোকা?—(খোকা চুপ ক'রে রয়েছে দেখে) কি বলছিলে, খোকা?

খোকা। ঐ যে সব তারা জ্বল্-জ্বল্ করছে—ওরা কার চোখ, বাবা?

ধর্ম্মদাস। ওরা এক-একটা মস্ত-মস্ত সূর্য্য।

খোকা। চোখ নয়?—মনে হয়, আমার দিকে যেন ঠিক চেয়ে রয়েছে—কেন বাবা? ঠিক মা যেমন—

ধর্ম্মদাস। খোকা! (খোকা সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল দেখে—তার গায়ে হাত দিয়ে কোমল স্বরে) যা মিছে, তা ভাবতে নেই খোকা!

খোকা। মিছে নয় তো।—আমার যে মনে হয়!

ধর্ম্মদাস। পরশু তোমার পৈতে হবে খোকা।—পৈতে হ'লে, সত্যি ছাড়া আর কিছু বলতে নেই, আর কিছু ভাবতে নেই—(গায়ে হাত বুলিয়ে) বুঝেছ?—এবার শোবে এস—চল।

খোকা। আচ্ছা বাবা!—

ধর্ম্মদাস। (খোকার দিকে চাইলেন, সে ইতস্ততঃ করছে দেখে) বল, কী বলবে!

খোকা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যা দেখে, তা সত্যি নয় কেন?

ধর্ম্মদাস। তা কখনও সত্যি হয় না, তাই।

খোকা। (হতাশ ভাবে) কখনও সত্যি হয় না? কখনো না?

ধর্ম্মদাস। (জোরের সঙ্গে) কখনো না।

খোকা। (যেন আপন মনে) তাই, ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে এলুম—আর দেখতে পেলুম না।—সত্যি হয় না!

ধর্ম্মদাস। না।—এবার চল।—ঘুমোবে—

খোকা। ঘুমুলে আবার যদি দেখি—

ধর্ম্মদাস। (দৃঢ়স্বরে) না। আর দেখবে না।—এস (উঠে দাঁড়ালেন, তারপর খোকার হতাশ মুখ দেখে—ব'সে তার পিঠে হাত দিয়ে) খোকা, তুমি বড় হবে, মানুষ হবে—মিথ্যার ছায়া যেন তোমার মনকে স্পর্শ না করে! (খোকা কিছু না বুঝতে

পেয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে দেখে) সেই স্তোত্রটা বল তো, খোকা!

ধর্ম্মদাস স্তোত্র আরম্ভ করলেন—একলাইন পরেই খোকা তাঁর সঙ্গে যোগ দিলে

"দিনমনি রজনী সায়ং প্রাতঃ
শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছতি-আয়ু
স্তদপি ন মুঞ্চতি-আশা বায়ুঃ॥
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং
ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।

এইখানে **ধর্ম্মদাস** চুপ করলেন **খোকা** ব'লে যেতে লাগল

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ
পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ।
পুনরপি অয়নং:পুনরপি বর্ষং
তদপি ন মুঞ্চতি-আশা-মর্ষম্॥
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং
ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।

কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ
কা মে জননী কো মে তাতঃ।
ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং
বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিকারম্॥
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং
ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে॥

"ইতি পরিভাবয়" থেকে ধর্ম্মদাস আবার খোকার সঙ্গে যোগ দিলেন স্তোত্র শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আলো ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেল। অন্ধকারের মধ্য থেকে ধর্ম্মদাসের গলা শোনা গেল "এবার শোবে চল খোকা।"

* * * * *

রঙ্গমঞ্চ একটু একটু ক'রে আলোকিত হ'য়ে উঠলে দেখা গেল—সামনেই সু-সবুজ শষ্প—তার মধ্যে মধ্যে ফুলের কেয়ারী—গাঁদা ও ওই জাতীয় সীজ্‌ন্-ফ্লাওয়ারের প্রাচুর্য্য। এই শষ্পের পিছনে ও বাঁ পাশে লাল রাস্তা, তার পিছনে ঘরের সারি—সম্ভবত জমিদারীর সেরেস্তা। পিছনে দক্ষিণ-কোণে সদর দেউড়ী। বাঁ-দিকে—একেবারে রঙ্গমঞ্চের প্রায় গোড়াতেই, অন্দরে যাবার দেউড়ী। ডান-দিকে—রঙ্গমঞ্চের গোড়া ঘেঁসে, চণ্ডী-মণ্ডপের এক টুকরো দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকে ওপর থেকে এক প্রশস্ত সিঁড়ি নেমে এসেছে। সদর ও অন্দরের দুই দেউড়ীতেই দরোয়ানেরা পূর্ণ সজ্জায় ব'সে আছে। বাড়ীর সমস্তখানি আসন্ন কোন উৎসবের সম্ভাবনায় সু-সজ্জিত হচ্ছে,—দেবদারু পাতা এবং নানা রঙের festoon দিয়ে সজ্জা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। decoratorএর দু' একজন লোক এদিক ওদিকে ঘোরা-ফেরা করছে দেউড়ীর সানাই-এ ভৈরব রাগ বাজছিল—তারও রেশ ভেসে আসছে। সবুজ শষ্পের মাঝখানে এক জায়গায় একটি ইজিচেয়ার। তার সামনে ছাড়া, অপর তিন দিকে কতকগুলি কৌচ সাজান রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, সে-গুলি সম্প্রতি এনে রাখা হয়েছে। চাকর-বাকর যারা ঘোরা-ফেরা করছিল তাদের সকলেরই পরণে লাল রঙের ছোপান নূতন কাপড়।

যবনিকা উঠবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বাঁপাশের লাল রাস্তার ওপরে **নিতাই সরকার** একজন **মিস্ত্রিকে** ডেকোরেশনের পরদা, festoon, ইত্যাদি দেখিয়ে কী বলছে। তার হাতে স-কল্কে হুঁকো—মুখে অত্যন্ত একটা ব্যস্ত-ভাব। শীতকালের সকাল—রোদের ভাব দেখে মনে হয়, বেলা অন্ততঃ ন'টা হবে।

নিতাই। বুঝলে মিস্ত্রি, আজ তিনটের মধ্যে সব কাজ শেষ হওয়া চাই!

মিস্ত্রি। যে আজ্ঞে।

নিতাই। দেখো, যেন কিচ্ছু বাকি না থাকে! কাল সকালেই বাবু পৈতের কাজে বসবেন, সে সময় ঠকাঠক্ পেরেক মারা চলবে না।

মিস্ত্রি। সে আপনি ভাববেন না।

নিতাই। ব'লে তো দিলে 'ভাববেন না'—

মিস্ত্রি। সে আমরা ঠিক ক'রে দোব।

নিতাই। হ্যাঁ তাই ক'রে দাও দিকি। পরদা, ঝালর, পাতা, ফুল, আলো, কোথাও যেন কিছু বাদ না পড়ে। নইলে রক্ষে থাকবে না!—বুঝেছ?—নাও, আর দেরি কোরো না!—কাজে লাগগে—যাও—যাও—

মিস্ত্রি। আমাদের সের-টাক তামাক পাঠিয়ে দেবেন, সরকার-বাবু—

নিতাই। তবেই হয়েছে—তোমরা ব'সে ব'সে কল্কের পর কল্কে ফোঁকো—আর, কাজ আপনা-আপনি হ'তে থাকবে!—বলে, 'ভাববেন না'—তোমাদের জ্বালায় চাকরি থাকলে বাঁচি!—যাও—যাও—

মিস্ত্রি। আজ্ঞে, তামাকটা—

নিতাই। ও সের-ফের হবে না—দিচ্ছি পো-টাক পাঠিয়ে—

প্রবেশ হন্ত-দন্ত হ'য়ে **অক্ষয় ঘোষাল**

অক্ষয়। (উত্তেজিত-ভাবে) নাও—তোমারি মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে সরকার—

নিতাই। (ঈষৎ হেসে) কী হ'ল, ঘোষাল মশায়!—

ঘোষাল। (উত্তেজিত-ভাবে) তোমার হাসতে নজ্জা করছে না, সরকার!—এখুনি যে একত্তোরে বেহ্মহত্যে গো-হত্যে হ'য়ে যাচ্ছিল! —তোমাকেই যে দাঁতে কুটো নিয়ে, গলায় দড়ি ঝুলিয়ে ভিক্ষেয় বেরুতে হ'ত!

নিতাই। আমার অপরাধটা কি?

ঘোষাল। না অপ্‌রাদ্‌ তোমারও নয়, ভগোতি চাড়ুজ্যেরও নয়—যত্ত অপ্‌রাদ্‌ আমার!—ধলাকে নিয়ে সবে বেরুচ্চি—পেছন থেকে "ঘোষাল!—ও ঘোষাল!"—সকাল-বেলাই!

নিতাই। (ঈষৎ হেসে) তাই ত! সকাল-বেলাতেই পেছু ডাক।

ঘোষাল। ফের যদি হাস—ভাল হবে না বলছি, সরকার!—মরতে তো আমিই মরতুম—আর আমার ধলাই মরত—তোমার কি, বল না!

নিতাই। আ-হা-হা! হ'ল কি?

ঘোষাল। শালার কথা তো ভারি—"রাত্তিরে টেলিগেরাপ্‌ এসেছে—মহীন আস্‌ছে"—

নিতাই। (বিস্মিত ভাবে) সে কি! মহীন্দ্রবাবু! আসছেন!

ঘোষাল। না এলে আর আমার মাথাটি থাবেন কী ক'রে? আহা-হাহা! তিন-তিন-জনের সিধে—তেল, ঘি, চাল, ময়দা, আলু, বেগুন—সব ধুলোয় লুটোপুটি!

নিতাই। এঁ্যা! এইমাত্র যে সিধে নিয়ে গেলেন—সব রাস্তায় ফেলে দিলেন। আমি তো তখুনি বলেছিলুম ঘোষাল মশায়, অত নিয়ে যেতে পারবেন না, কিছু কম ক'রে দিই।

ঘোষাল। তুমি তো বলবেই!—'যার ধন তার ধন নয়—নেপোয় মারে

দই!' কম ক'রে দিই! বাবু দাতাকর্ণ হয়েছেন—তোমার বুক কর্-কর্ করছে কেন, বল তো?—এখন সব রাস্তায় গেছে—মনস্কামনা পূর্ণ হ'য়েছে তো!—আহা-হা!

নিতাই। অ্যাঁ!—সমস্ত রাস্তায় ফেলে দিলেন!

ঘোষাল। ইচ্ছে ক'রে ফেলে দিলুম!—নয়? ঐ যে, সকাল-বেলাই শালা চাড়ুজ্জ্যে পেছু ডাকলে—তাহ'লে সে-ও আমি ইচ্ছে ক'রে করলুম? এই যে, সিদে দেবার সময় 'কম ক'রে নাও' 'কম ক'রে নাও' ব'লে তুমি খিচ্-খিচ্ করলে, সে-ও আমি ইচ্ছে ক'রে করলুম?—এই কে দড়ির কারখানার বাবুর মটর গাড়ী আমার আর ধলার ঘাড়ে এসে পড়ছিল—সে-ও আমি ইচ্ছে করে করলুম?—তোমরা নিজেদের দোষ তো দেখবেনা, সরকার!

নিতাই। (ঈষৎ হেসে) আর কিছু হয়নি তো—না-হয় সিধেটাই গেছে!

ঘোষাল। ফের হাসছ সরকার! 'সিধেটাই গেছে'!—অমনি গেলেই হ'ল কিনা! তিনজনের সিধে গেছে—তোমার কাছে চারজনের সিধে আদায় করব তবে ছাড়ব। দোষ তো তোমারি—

নিতাই। আমার কী দোষ বলুন—পেছু ডাকলেন চাড়ুজ্জ্যে মশায়—

ঘোষাল। হ্যাঁ, ঐ আর এক শালা। (মুখ বিকৃত ক'রে)' মহীন আসছে'—আসছে তো আমার মাথা কিনছে। খবরদার ওর বাড়ী সিদে-সামাজিক পাঠিওনা সরকার—বরং ওর ভাগের সিদে-সামাজিকটা আমাকেই দিও, আমি নিয়ে যাব।

নিতাই। কিন্তু অত নিয়ে কী করবেন—বাড়ীতে তো দুটি প্রাণী আপনি আর ঠাকরুণ।

ঘোষাল। আর ধলা বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছে! তার একারই যে চারজনের খোরাক।—নাও, নাও,—আনতে বল—

নিতাই। তিনজনের সিধে নিয়েই সামলাতে পারলেন না, এই বিভ্রাট বাধালেন—

ঘোষাল। সামলাতে পারলুম না! তুমি ভেবেছ কি বলত সরকার? নেহাৎ, একহাতে ধলার দড়ি—আর এক কাঁধে সিদের পুঁটলি—তার ওপর আবার মটরের ঐ পেঁচার ডাক—ছি ড়্ ড়্ র্ র্ র্! (সরকারের মুখে হাসির আভাস দেখে) আবার হাসছ সরকার!—আমি মিছে বলছি, না?—ডাক দেখি দড়ির কারখানার বাবুকে—এখুনি ভজিয়ে দিচ্ছি—

নিতাই। দড়ির কারখানার বাবু! সে আবার কে?

ঘোষাল। ঐ যে গো—সেই বাবু—যার মাথা ফেটে গেছল!

নিতাই। (বিস্মিত হ'য়ে) কাশীর মামা বাবু! কই তিনি তো আসেন নি।

ঘোষাল। বললেই শুন্‌্য কিনা! আমার সিধের পুঁটুলি পড়ে যেতেই—বাবু গাড়ী থেকে নাবল—কত দুঃখ করতে লাগল—গাড়ীতে তো আর কেউ ছিলনা, ঐ বাবু আর একটি মেয়ে লোক।

নিতাই। (চমকিত হ'য়ে) মেয়েলোক!—কে মেয়েলোক?

ঘোষাল। তোমার ভীমরতি হয়েছে সরকার!—গাড়ীর মধ্যে ঘোমটা দিয়ে মেয়েলোক ব'সে রয়েছে—আমি কি ঘোমটা তুলে দেখতে যাব—কে মেয়েলোক?—না, আমি রাজ্যি-সুদ্ধ্ মেয়েলোককে চিনি, যে, দেখলেই বলতে পারব?—নাও, এখন সিদেটার বন্দোবস্ত কর দিকি—বেলা হ'য়ে যাচ্ছে—

নিতাই। (গম্ভীরভাবে (সিদে দিচ্চি, চল। কিন্তু, সেবার-তো নিজের মাথা ফাটালেন—এবার আবার কী কাণ্ড করেন, দেখ—

[প্রস্থান **সরকার** ও **ঘোষাল**

প্রবেশ অন্দর থেকে **ধর্ম্মদাস** ও **অধীর**

ধর্ম্মদাস। তাহ'লে এ সত্য ? পূর্ব্বে আর একবার বিবাহ হয়েছিল ?

অধীর। কিন্তু ফুলশয্যার পূর্ব্বেই তার সে স্বামী আত্মহত্যা করেন।

ধর্ম্মদাস। হুঁ! ফুলশয্যা!—সম্প্রদান হয়েছিল ? কুশণ্ডিকা হয়েছিল ?—ফুলশয্যা!

অধীর। আপনি তাকে বিবাহ বলতে চান ?

ধর্ম্মদাস। আপনি কী বলেন ?

অধীর। (ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে) মহাজনো যেন গতঃ—আপনার মত মহাজনের সামনে আমার মতামত!

ধর্ম্মদাস। আপনি আমাকে যা জানাবার জানিয়েছেন—এখন আপনি আসতে পারেন।

অধীর। কিন্তু লতির কাল থেকে নিরম্বু উপবাস চলেছে—আপনার মতামত না জানা পর্য্যন্ত সে জল স্পর্শ করবে না।—সে কথা বোধ করি ভাবছেন না ?

ধর্ম্মদাস। জীবনকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলুম।—কিন্তু, যাদের অবলম্বন ক'রে জীবন, তাদের সবটাই যে পাঁকে ভরা তা দেখিনি!

অধীর। আমি জানিনা, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে নিশ্চয় বলে—সমাজটাই সত্য আর স্নেহপ্রীতিই পাঁক!—

ধর্ম্মদাস। এ নিয়ে আমি তর্ক করি না।

প্রবেশ **নিতাই সরকার**

নিতাই। বাবু! (ধর্ম্মদাস শূন্য-দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন) যাত্রা-ওয়ালারা বলছিল—

ধর্ম্মদাস। তাদের বারোয়ারিতলায় যেতে বল।

নিতাই। (বিস্মিতভাবে) বাবু—?

ধর্ম্মদাস। (বিরক্তভাবে) কথা একবার বললে বুঝতে পারনা?—যাত্রাওয়ালাদের বারোয়ারিতলায় যেতে বল।

নিতাই। (আশ্চর্য্য হ'য়ে) বারোয়ারিতলায়!

ধর্ম্মদাস। (তীক্ষ্ণভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ, বারোয়ারিতলায়। এখানে যাত্রা হবেনা—(এমন সময় হঠাৎ সানাই বেজে উঠল, শুনে উত্তেজিতভাবে) বন্ধ কর! বাজনা বন্ধ করতে বল!—ওদের পাওনা দিয়ে বিদেয় ক'রে দাও! (নিতাই অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে, ধমক দিয়ে) শুনতে পাচ্ছনা?—যাও—বন্ধ করতে বল—

[হতচকিত হ'য়ে **নিতাই**এর প্রস্থান

অধীর। তাহ'লে এই আপনার মত?

ধর্ম্মদাস। আমার মত—?

অধীর। ওঃ!—আপনার কারবার যে সত্য নিয়ে!—কাজেই, খুলে না বললে বুঝতে পারেন না। (ধর্ম্মদাস কী বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে) আমিই বলছি—আপনি খোকার উপনয়ন বন্ধ করতে চান—?

ধর্ম্মদাস। (ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে) খোকা!—(নিশ্বাস ফেলে) খোকা!

অধীর। তার দেহে আপনারই রক্ত।—কিন্তু সে তো সামাজিক রক্ত নয়—

ধর্ম্মদাস। (শক্তভাবে হাত মুঠো ক'রে)—খোকা!—(তার পর নিশ্বাস ফেলে) নবীন! (প্রবেশ আলবোলা হাতে রতন—অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ স্বরে) তামাক!

রতন। (আলবোলা ধর্ম্মদাসের পাশে রেখে) এই যে বাবু!

[প্রবেশ **ম্যানেজার-বাবু**

ম্যানেজার। আপনি নিতাইকে কী বলেছিলেন, সে তার অর্থ বুঝতে পারেনি—

ধর্ম্মদাস। অর্থ বোঝেনি? কেন?

ম্যানেজার। আপনি যাত্রা—

ধর্ম্মদাস। (বাধা দিয়ে অসহিষ্ণুভাবে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাত্রা, আনন্দ, উৎসব, বাজনা সব বন্ধ! যার যা প্রাপ্য দিয়ে বিদায় ক'রে দিন! (হঠাৎ রতনের কাপড়ের দিকে নজর পড়ায়) এই সব চাকরদের বলুন, রঙীন কাপড় ছেড়ে সাদা কাপড় পরুক।

ম্যানেজার। (ইতস্ততঃ ক'রে) কিন্তু—আমি ঠিক—এর কারণ—

ধর্ম্মদাস। কারণ!—খোকার উপনয়ন স্থগিত রইল—

ম্যানেজার। স্থগিত!

ধর্ম্মদাস। (আবেগের সঙ্গে) না না, স্থগিত নয়—স্থগিত বললে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বোঝায়—

ম্যানেজার। আজ্ঞে—?

ধর্ম্মদাস। (ঢোঁক গিলে) ভবিষ্যতের কোন সম্ভাবনাও রইল না

ম্যানেজার। (অতিমাত্রায় বিস্মিত হ'য়ে) আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারলুম না—

ধর্ম্মদাস। (ক্লান্তভাবে) যান্ ম্যানেজার-বাবু! যা বললুম—করুন। (ম্যানেজার যাবার উপক্রম করতে) একটু পরে সবই বুঝতে পারবেন—(উত্তেজিতভাবে) সকলেই বুঝতে পারবে! (চোখ বুজে আলবোলা টানতে লাগলেন)

[প্রস্থান ম্যানেজার ও হরতম

অধীর। (ধর্ম্মদাসের ভাব দেখে মুখে সমবেদনা ফুটে উঠেছে—কোমল-ভাবে) গাঙুলি মশায়!

ধর্ম্মদাস চোখ মেলে শূন্য দৃষ্টিতে অধীরর দিকে চাইলেন

অধীর। এর কিছু প্রয়োজন আছে কি?

ধর্ম্মদাস। প্রয়োজনের কথা ভাবিনি।

অধীর। লতিকে যদি দেখেন, এই ছ'-মাস সে যা ভোগ করেছে—

ধর্ম্মদাস। (অস্বাভাবিক স্বরে) চুপ করুন!—

অধীর। (নিজেকে সম্বরণ করতে না পেরে, শ্লেষের সঙ্গে) অবশ্য, আপনাদের শাস্ত্র-হিসেবে আপনার এতে কোন দায়িত্ব নেই—যে যার কর্ম্মফল ভোগ করে—

ধর্ম্মদাস। (ক্লান্তভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে) আমার মতামত আপনি জানতে পেরেছেন, এখন কাশীতে ফিরে গিয়ে, তাকে জানাতে পারেন—

অধীর। অত দূর যাবার প্রয়োজন না-ও হ'তে পারে।

ধর্ম্মদাস। (চমকে উঠে) এখানে—এখানে—

অধীর। হ্যাঁ, এখানে সে এসেছে—তার বাসনা ছিল—সে নিজ-মুখেই সব বলবে।—কিন্তু, এই উৎসবের আয়োজন দেখে—

ধর্ম্মদাস। (হঠাৎ উগ্রস্বরে) কী আশায়, কী ভরসায় সে এখানে এল—কার অনুমতিতে ?

অধীর। (তীক্ষ্ণ শ্লেষের সঙ্গে) হ্যাঁ এ রকম বিরাট যজ্ঞে বিনা নিমন্ত্রণে আসা তার উচিত হয়নি বটে। রবাহুত! ইংরিজিতে যাকে বলে gate-crasher—

ধর্ম্মদাস। যান, তাকে যেতে বলুন—

অধীর। একটা কথা: আপনি ভুলে যাচ্ছেন, গাঙ্ুলি মশায়!—আমি আপনার কর্ম্মচারী নই এবং আপনার হুকুম তমিল করা আমার করণীয় কর্ম্ম নয়। (উঠে দাঁড়িয়ে) আপনি নিজে গিয়ে তাকে বলতে পারেন, কিম্বা যদি চক্ষু-লজ্জা হয়, আপনার চাকর-দরোয়ানের অভাব নেই—যাকে দিয়ে হয় বিদায় ক'রে দিতে পারেন।—আমি চললুম।

প্রবেশ ত্রস্তপদে **নবীন**—তার মুখে একটা উদ্বিগ্নভাব

নবীন। বাবু! খোকাবাবুকে পাওয়া যাচ্ছেনা—

ধর্ম্মদাস। কী বলছিস্ নবীন!—খোকাকে কী ?

নবীন। খোকাবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না—

ধর্ম্মদাস। পাওয়া যাচ্ছে না!—রতনের সঙ্গে বেড়াতে যায় নি ?

নবীন। এইখানে বসে গান শুনছিল বাবু। তারপর দুষ্টামি ক'রে ছুটে গিয়ে অন্দরে ঢুকলো—কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।—

ধর্ম্মদাস। কোথায় গেল ?

নবীন। আমার ভয় করছে বাবু!

ধর্ম্মদাস। (উদ্বিগ্ন মুখে) সব জায়গায় খুঁজেছিস্!

নবীন। কোথাও বাকি রাখিনি বাবু! আজ-কাল রোজই অন্দরের দীঘির ঘাটে গিয়ে ব'সে থাকে—বলে 'মা ঐ জলের নীচে আছে।'

ধর্ম্মদাস। দীঘির আশপাশে দেখেছিস্?

নবীন। সব দেখেছি বাবু! ছুটে কোথায় গেল কে জানে?

ধর্ম্মদাস। (আপন মনে) জলের নীচে! জলের নীচে!—

অধীর। (এতক্ষণ একদৃষ্টে ধর্ম্মদাসকে দেখছিল, তার মুখে একটা বাঁকা হাসির আভাস পাওয়া যাচ্ছিল—ধর্ম্মদাসকে) আপনার ভয় নেই—খোকা নিরাপদ স্থানেই আছে।

নবীন। (উদ্‌গ্রীব হ'য়ে) আপনি জানেন বাবু?

ধর্ম্মদাস। নিরাপদ স্থানে!

অধীর। অবশ্য।—কে না জানে শিশুর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান তার মায়ের কোল!

নবীন। (চমৎকৃত বিস্ময়ে) মা! মা এসেছেন, বাবু!

ধর্ম্মদাস। (কঠোর স্বরে) নবীন! (নবীন সঙ্কুচিত হয়ে মাথা নীচু করলে) নবীন, এখান থেকে যাও।

[প্রস্থান **নবীন**

কে তাকে সেখানে নিয়ে গেল?

অধীর। সে প্রশ্ন অবান্তর।—কেন না, ঐ তার এখন একমাত্র স্থান!—তবুও যদি জানতে চান—উত্তর দিচ্ছি।—আমিই সকলের চোখ এড়িয়ে লতিকে তার পুরণো মহলে নিয়ে গেছি, তার পুরণো ঘর তালা বন্ধ ছিল, আমিই সে তালা ভেঙে তাকে সেই ঘরে বসিয়েছি—এবং, খোকাকে দেখবামাত্র নিয়ে গিয়ে তার কোলে বসিয়ে দিয়েছি।—তারপর আপনার সন্ধানে বেরিয়েছি।

ধৰ্ম্মদাস। আপনি!

অধীর। হ্যাঁ, 'অপরাধ-পূর্ব্বক অনধিকার-প্রবেশ' হয়েছে কিনা, সেটা বিচারের বিষয়। এখন আপনি কী করতে চান?

ধৰ্ম্মদাস। (যেন স্তম্ভিতভাবে ব'সে রইলেন)

অধীর। (ধৰ্ম্মদাসের দিকে এগিয়ে গিয়ে কোমল ভাবে) একটা কথা বলব গাঙুলি মশায়—? (ধৰ্ম্মদাস শূন্য-দৃষ্টিতে অধীরের দিকে চাইলেন) আমি বলি কি, নিজের সঙ্গে এ দ্বন্দ্ব না-ই বা করলেন!

ধৰ্ম্মদাস। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) হুঁ—।

অধীর। আজকাল অনেক বড় বড় পণ্ডিতও বলছেন বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়—

ধৰ্ম্মদাস। (সহসা যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠে—উত্তেজিত ভাবে) বুঝেছি, বুঝেছি, অধীরবাবু! অন্য লোকের যে কাজের জন্য অকুণ্ঠিত-ভাবে শাস্তি-বিধান করেছি, নিজের বেলায় নজীর খুঁজে বের করতে হবে যে, তা নিন্দনীয় নয়!—আপনি আমাকে জানেন না—

অধীর। বুঝেছি! পৌরাণিক Psychology!—লোকাপবাদ, সকলের কাছে মাথা হেঁট!

ধৰ্ম্মদাস। (নিজেকে সম্বরণ ক'রে—সংযত স্বরে) শুনুন, অধীর-বাবু—লোকের নিন্দা-প্রশংসার দিকে কোন দিন চেয়ে দেখিনি, যা সত্য ব'লে মনে হয়েছে তাই করেছি। জীবনে মিথ্যাচার করিনি, করবার কল্পনাও করিনি। কোন লোভেই আমার দ্বারা তা সম্ভব হবে না।

অধীর। পুঁথির মধ্যেই বোধ হয় পরম সত্য আছে! হৃদয়ের যা কিছু—

ধৰ্ম্মদাস। (বাধা দিয়ে) তর্ক থাক্, অধীর-বাবু। আমার যা বলবার বলেছি।

অধীর। (শুষ্ক স্বরে) আমি এখানে তৃতীয় পক্ষ—খোকাকে নিয়ে লতিকা এখানে এলে, যা বলবার বলবেন।

ধর্ম্মদাস। তাকে এখানে আনবেন না, আমি মানা করছি!

অধীর। মানা আপনি করতে পারেন—কিন্তু, আমি যে সে মানা শুনব, এমন কোন সর্ত্ত আপনার সঙ্গে করিনি।

ধর্ম্মদাস। অধীর-বাবু!

অধীর। (শ্লেষের সঙ্গে) আমি জানতুম সত্যের কাছে ভয় বা সঙ্কোচ ঘেঁসে না।

ধর্ম্মদাস। আপনি বোধ হয় বলতে চাইছেন যে, আমার সঙ্কোচের জন্য আমি তাকে আনতে মানা করছি?

অধীর। আপনার অনুমান শক্তি প্রখর!

ধর্ম্মদাস। আমি তার সঙ্কোচের কথাই ভেবেছিলুম।—যাক্—

অধীর। আপনি সহৃদয় ব্যক্তি। আপনার এই সহৃদয়তার জন্য লতিকা নিজে এসেই আপনাকে ধন্যবাদ দেবে।—চললুম—

[প্রস্থান

ধর্ম্মদাস। সঙ্কোচ হবে না? পারবে আসতে!—কিন্তু নিরম্বু উপবাস! দু'দিন!—নবীন!

প্রবেশ **নবীন**

নবীন। বাবু?

ধর্ম্মদাস। সরমাকে বল্—(একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন)

নবীন। (সম্মতিসূচক ভাবে) বাবু।

ধর্ম্মদাস। সরমা! সরমা ঝি!—(বিরক্তভাবে) বুঝতে পারছিস্ না?

নবীন। যে আজ্ঞে বাবু। (প্রস্থানোদ্যত)

ধর্ম্মদাস। (তীক্ষ্ণ স্বরে) নবীন! (নবীন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে ফিরে এলো) জানিস্—দু'দিন জল-স্পর্শ করেন-নি!

নবীন। আমি পায়ে ধরেছিলুম বাবু—মা শুনলেন না। আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত—

ধর্ম্মদাস। (সহসা উত্তেজিত-ভাবে)—তাই মনে করেছে সে! এ আমার দুর্ব্বলতা?

নবীন। বাবু!—সরমাকে বলব মার কাছে যেতে?

ধর্ম্মদাস। না, থাক্। কোন প্রয়োজন নেই!

নবীন। বাবু—?

ধর্ম্মদাস। (উত্তেজনার সঙ্গে) না, না—দরকার নেই!—তুই যা—

[প্রস্থান **নবীন** দ্বিধাগ্রস্ত-ভাবে

প্রবেশ **লতিকা** ও **অধীর**

ধর্ম্মদাস। (লতিকা তাঁর দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে দেখে—সহসা তীক্ষ্ণ স্বরে) ওই-খানে! (লতিকা থমকে দাঁড়িয়ে গেল)

অধীর। গাঙুলি মশায়! আপনি লতিকে ত্যাগ করতে পারেন—তাকে অপমান করবার অধিকার আপনার নেই!

লতিকা। (অধীরের দিকে মিনতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে) অধীর-দা! (তারপর ধর্ম্মদাসের দিকে ফিরে নিজেকে সবলে খাড়া ক'রে, পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে) আমি স্পষ্ট বুঝতে চাই—জানতে চাই, এখানে আমার স্থান নেই কেন?

ধর্ম্মদাস। তুমি জানতে চাও!—তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে না?

লতিকা। না।—তুমি সত্যাশ্রয়ী, তুমি ন্যায়বান্, আমার অপরাধ আমায় বুঝিয়ে দাও।

ধর্ম্মদাস। হিন্দুর ঘরের একটা আট বছরের মেয়েকেও এ অপরাধ বোঝাবার প্রয়োজন হয় না। আপনা হ'তে বুঝতে পেরে, সে মরমে ম'রে থাকে।

অধীর। ধন্য আটবছরের হিন্দু মেয়ে!

লতিকা। (মিনতির স্বরে) অধীর-দা!—(ধর্ম্মদাসের দিকে ফিরে) আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না—

ধর্ম্মদাস। তুমি কি চাও যে, পঞ্চায়েৎ-সভা ক'রে এর মীমাংসা করা হোক্?

লতিকা। পঞ্চায়েৎ, সমাজ, এদের মত, এদের মন্তব্য যাই হোক্, আমার কিছু এসে যায় না। এখানে থাকা না থাকাও বড় কথা নয়—তোমার মনের কথাই জানতে চাই।

ধর্ম্মদাস। জানতে চাও! লজ্জা হচ্ছে না?

লতিকা। (শান্ত স্বরে) না।—লজ্জার কোন কারণ আছে ব'লে মনে হচ্ছে না।

ধর্ম্মদাস। (উত্তেজিত ভাবে) তুমি এখন কে—তা জান?

লতিকা। জানি—আমি তোমার স্ত্রী!

ধর্ম্মদাস। তুমি পর-স্ত্রী।—জ্ঞানতঃ কখনও পরস্ত্রীকে স্পর্শ করিনি।

লতিকা। (থর্ থর্ ক'রে ঠোঁট কাপতে লাগল) তুমি—তুমি এই কথা বল!

ধর্ম্মদাস। তুমি দ্বিচারিণী।

লতিকা। (সহসা গর্জ্জন ক'রে উঠে) কী!

ধর্ম্মদাস। নও? তুমি দ্বি-চারিণী নও?

লতিকা। (জোরের সঙ্গে) না!—কে একথা বলে?

ধর্ম্মদাস। তা হ'লে অধীর-দার কথা মিথ্যা ?

লতিকা। আমি দ্বি-চারিণী ! অ-জ্ঞানে একবার বিবাহ হ'য়েছিল ব'লে ? —আমি—আমি— (তার দেহ থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল)

অধীর। লতি ! লতি !

লতিকা। তুমি এই কথা বললে ! যে আমি তোমাকে হৃদয়ে বসিয়ে কোম দেবতার ধ্যানও করতে পারিনি, যে আমি তোমাকে ছেড়ে গিয়ে, তোমারই ছবির পায়ে ধূপ-ধুনো অর্ঘ্য দিয়েছি—সেই আমি দ্বি—দ্বি—(কথা আটকে গেল)

ধর্ম্মদাস। (লতিকার দিকে অগ্রসর হ'য়ে কী বলতে গিয়ে থেমে গেলেন)

লতিকা। একমাত্র তুমি ! তুমিই আমার স্বামী ! তুমিই আমার দেবতা। কে কী বলে জানি না, জানতে চাই-ও না। আমি জানি আর আমার হৃদয় জানে, যে, শুধু এ জন্মে নয়—যদি জন্মান্তর থাকে—সেখানেও, আমার অন্তরাত্মা তোমারই প্রতীক্ষা করবে। আমি দ্বি-চারিণী !

ধর্ম্মদাস। (নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে) লতা ! লতা !

লতিকা। কী করলে দেবতা ! নিজের হাতের আঘাতে নিজেরই মূর্ত্তিকে চুরমার ক'রে দিলে। উঃ !—এ-জন্মে এই আমার শেষ প্রণাম নাও (আনত হ'য়ে প্রণাম করতে গিয়ে ধর্ম্মদাসের পায়ের কাছে মূর্চ্ছা-হত হ'য়ে প'ড়ে গেল)

অধীর। (দৌড়ে এসে পাশে ব'সে পড়ে) লতি ! লতি !

প্রবেশ খেলনা হাতে **খোকা** লাফাতে লাফাতে

খোকা। (খেলনা দেখিয়ে আনন্দোজ্জ্বল মুখে) বাবা, দেখুন—দেখুন—

ধর্ম্মদাস। উঃ—

খোকা। ভালো নয় বাবা?—মা এনেছেন (লতিকার পতিত দেহের দিকে অগ্রসর হ'য়ে)—মা! মা!

খোকা 'মা! মা।' ব'লে কেঁদে উঠে **লতিকার** বুকে এসে আছড়ে পড়ল,—**নবীন, রতন** প্রভৃতি দৌড়ে এল

অধীর। ডাক্তার! ডাক্তার!

[**নবীনের** দ্রুত প্রস্থান

খোকাকে নিয়ে যাও, কেউ—

রতন। (অগ্রসর হ'য়ে খোকাকে ধ'রে) এসো খোকাবাবু!

খোকা। না আমি যাব না! তুই যা—

রতন খোকাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে চলল

খোকা। (যেতে যেতে ক্রন্দন রুদ্ধ স্বরে) না আমি যাব না, মা'র কাছে থাকব।—আমি যাব না।

[প্রস্থান **রতন** ও **খোকা**

ধর্ম্মদাস। (দু'হাত দিয়ে কান চেপে) উঃ! (দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে অধীরকে) শেষ করতে পেরেছি বোধ হয়?—

অধীর। (মাথা অবনত ক'রে) বাইরের স্পন্দন নেই।—ভেতরে আছে কিনা, ডাক্তারবাবু বলতে পারবেন!

ধর্ম্মদাস। ডাক্তার! ডাক্তার! বুক চুরমার হ'য়ে গেলে—ডাক্তার!

প্রবেশ ঝড়ের মত বেগে **মহীন** সঙ্গে **মাধবী**

মহীন। এই যে গাঙুলি-মশায়!

মাধবী। (লতিকাকে দেখে) একি দিদি! (দৌড়ে গিয়ে তার মাথা কোলে নিয়ে ব'সে) দিদি! (মুখে হাত দিয়ে আর্ত্তস্বরে) দিদি!

ধর্ম্মদাস। (স্তব্ধ মহীনের দিকে এগিয়ে গিয়ে) মহীন, প্রতিশোধ নিতে এসেছ ?—(মাথা নেড়ে) পারবে না !

মহীন। (বেদনাহত স্বরে) গাঙুলি-মশায়।

ধর্ম্মদাস। (উত্তেজিতভাবে) পারবে না।—সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে রেখেছি ! (লতিকার দিকে আঙুল নির্দ্দেশ ক'রে) ঐ দেখ।

মহীন। (অবনত-মস্তকে) আমায় মাপ করুন, গাঙুলি-মশায়।

ধর্ম্মদাস। মাপ করব কি ? কাউকে মাপ করেছি, যে তোমায় মাপ করব ? ঐ দেবী মূর্ত্তি মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে ওকে মাপ করেছি ?—(নেপথ্যে খোকার কান্না—'আমায় ছেড়েদে, আমি মার কাছে যাব।')—ঐ !—ঐ মাতৃহারা নিরাশ্রয় শিশু কাঁদছে, তাকে মাপ করেছি ?

মহীন। (কাছে গিয়ে) শান্ত হোন্ গাঙুলি-মশায়।

ধর্ম্মদাস। আমি তোমার মত কাপুরুষ নই, যে,—সমাজ ছেড়ে পালাব ! নারীহত্যা করব, শিশুর গলা টিপে মারব !—সমাজ ছাড়ব না ! সমাজ ! সমাজ !

যবনিকা